BANGLA BOOKS

সামাজিক ও রাজনৈতিক

পটভূমিকায়

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্যসাহিত্যের সমালোচনা

নীলিমা ইব্রাহিম
অধ্যাপিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৭

RARE BOOK

DACCA UNIVERSITY LIBRARY

Accession No.	A	153253	S.N
Stamp		Carded	
Classified		Labelled	
Catalogued		Checked	
Typed		Shelved	

RP
891.44209
N15

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূচনা	১
প্রথম পরিচ্ছেদ	২৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৫৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৮৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	১৪০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	১৩৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	১৯৯

সূচনা।

সাহিত্য মানব জীবন দর্শন। স্বীয় আত্মার প্রতিফলনে মানুষ সাহিত্যের মাধ্যমে অনুভব করিয়া থাকে। মানব সামাজিক জীব, গোষ্ঠীর বন্ধনে সে আবদ্ধ। এই সাহিত্য সাধনা যখন মানব জীবন প্রতিফলিত দেখিতে পায় তখন তাহা সামাজিক পরিবেশের অভ্যন্তরে উপস্থিত পাই। সেই জন্যই সাহিত্যের অর্থ বিশ্লেষণ-কালে, উপন্যাসের বিশেষতঃ নাটকে সাধনা সাহিত্য সুষ্ঠুভাবে সামাজিক জীবনের প্রতার সুর এনেছে করিয়া থাকে। কারণ নাট্যকারের কল্পলোকের সম্মুখে যে দর্শক গোষ্ঠীর উপস্থিতি তিনি অনুভব করেন তাঁহাদের রসানুভূতির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যকীয় কর্ম। বস্তুতঃ সমাজ হৃদয় সংবাদী। এই তাঁহার নাট্যের যে সমাজ হৃদয় জয় করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্টি - হইতেছে তাহার মুখ্য পাত্র সমাজ দর্শক মনের সাধারণের সন্ধান, নাট্যকারের এবং কর্তব্য হইয়া পড়ে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে কবি এবং ঔপন্যাসিক অপেক্ষা নাট্যকারের সমাজ জীবন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অধিক।

সেইজন্য নাটক সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি হইলেও যুগে যুগে দেশে দেশে নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিত বিভিন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যে নাট্যকার তৎকালীন বা সেই গোষ্ঠীর দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের রুচি পরিতৃপ্ত করেন। যেমন গোষ্ঠীর সম্মুখে প্রবন্ধ-সাহিত্য মনীষী অলডাস হাক্সলি[১] "To day it would be impossible to produce a text written in a similar

১ Literature for an age of science by Hyman Levy & Helen Spalding P 176

similar style to express the content of modern thought. The latter is intellectually more critical. We have a different world picture. We are more critical of what Shakespeare would have us believe in his plays than his audience was, because we have had three and a half centuries more experience. We live in a different society. His contemporaries were satisfied to accept the body of his plays if that body was attractively enough clothed. To-day we must clothe our own critical thought in our own dress which as we shall see, forces the difference in outward expression."

শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন সুর পরিবর্তনের, অন্যদিকে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী রুচি পরিবর্তিত হয়। তাই সেক্সপীয়রের বেলায় ইংরাজের কাছে নাটকগুলি তদানীন্তন সমাজকে যতখানি মুগ্ধ ও মোহিত করিয়াছিল, বর্তমানে উন্মোহিত করিতে সক্ষম সে যুগের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডের অন্যান্য যুগে এত খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের নীতির সীমা নাট্যকারকে আখ্যান রচনায় সহায়তা করিয়াছে। তাঁহার দর্শক সমাজ সেই যুগ মূল্যবোধ নাটকে আশার ক্ষেত্রে অভিলাষ, শোক, বীর মুক্তিরূপ হইতে দেখিয়া এক অপার্থিব তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। তাই 'ওথেলো'র জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। তাঁহার সময়ে স্কুলদিগের অভিভাবকের সাজা পড়িয়া শিশুরা, ইস্কুলের বন্ধুদের নিকট দিন কাটিয়া সময় দিয়ে দিয়ে নাটকগুলি এক নূতনস্বাদ সঞ্চারিত করিত। সেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয়ের আসর বসে এই দিগ্বিজয়ীদের দেশে; বহুদূর দেশের নূতন উদ্দীপনা নাটকের মাধ্যমে অভিনয়ের প্রচেষ্টা। যে সকল বিদেশের নাট্যকারের

শাস্ত্রচর্চার মধ্যে নাটক রচনার প্রেরণা যেমন ছিল তেমন ছিল তদানীন্তন অস্থির চেতনার অন্তর্নিহিত শক্তি। তৎকালীন অস্থির চেতনা, পরবর্তী কালে রক্ষণশীল পণ্ডিত গোষ্ঠীর হিংসাত্মক নাট্যসম্পর্কে বারবার পরিবর্তিত হয়েছিল।

কিন্তু যুগের পরিবর্তন আসিল। ক্রমে মনের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসিল। ধীরে ধীরে অভিজাত সম্প্রদায় সঙ্গীত শিল্পের অনুশীলন বন্ধ করিতে বাধ্য হইল মূল সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের অন্তরে। আবার জনগণ আগ্রহিত হইবার প্রচেষ্টা দেখা গেল। সমস্যা সর্বদিক দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। মধ্যে উদ্দেশ্য সম্প্রদায়ের অন্তরে সমুচিত ভাবের পরিবর্তন সেকালীয়দের পড়েছে। তাঁহার নাটকের সমালোচনা যেন সুদূরের অপরিচিত দাবি অপরদের নিকট প্রতীয়মান হইল। প্রয়োজন অনুভূত হইল নব নাট্যশাস্ত্রের।

আবার আমরা জীবনের জটিল সমস্যা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য, অরাজকতা শাসন ও শোষণের প্রতিকার, অভিজাত সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যপূর্ণ ব্যবহার, অচল প্রথার সব বিশেষত স্থান গ্রহণ করিল জাতীয় যুগের নাট্যকার বার্নার্ড শ'র নাটকে। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকার শীলার ঘটনাবহুল কাহিনী আবুলাল জাতীয় যুগের নাট্যকার মনীষী শ'কে। কারণ তাঁহার নাটকে দার্শনিক জটিলতা- তত্ত্ব দর্শন করিয়া জনসাধারণ নিজেকে খুঁজিয়া পায়নি।

ইংরাজী সাহিত্যের উপরোক্ত উদাহরণ হইতে সহজেই এ জন্য বুঝিতে পারি যে সামাজিক পরিবেশ ও জীবন দর্শনের উপর নাটকীয় ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার দেশ ও কাল সাপেক্ষ। সমগ্র বিশ্বের উপযোগী এক দেশ হইতে অন্য দেশে

দেশে প্রকাশিত হয়। এমনি ভাবেই প্রাচ্যের সভ্যতা, কৃষ্টি, জ্ঞান চিন্তার সাহিত্য শিল্প আলোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু এই আদান প্রদান সর্ব্বদাই যে নীরবে হয় তাহা নহে, অনেক সময়ে সমুদ্র উল্লঙ্ঘিত বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের ন্যায় অস্বচ্ছ জীবনের ভাবের গভীর উত্থান পতনের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইংরাজ বাণিজ্যে বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশে এমনিই সৃষ্টি প্রলয়ের উদ্ভবের তরঙ্গ।

বাণিজ্য ব্যপদেশে ইংরাজ ও

বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির আগমনে ইংরাজের আধিপত্য যেদিন বঙ্গদেশে পরিণত হইল সেদিন হইতেই বিজেতা বিজিত নির্বিশেষে শিক্ষা, সভ্যতা ও আচারের উপর প্রত্যক্ষ ইস্তাক্ষেপ না করিলেও পরোক্ষ ভাবে ধীরে ধীরে এই সভ্যতার আলোকে সেকালের সমাজের উপর বিজয় সঞ্চার করিল। ধর্ম্ম নীতি সকলের আলোকে যে চক্ষুশাস্ত্রের প্রচেষ্টা মুগ্ধ সেদিন সমাজের অস্বচ্ছ জীবনে যে মুক্তিভাবে দেখা দিয়াছিল তাহা নহে, উহা হইয়াছিল ভাবের এই সভ্যতার উদয় হইয়াছিল তাহা নহে, উহাতে সহজাত কিন্তু যেমন তীব্র উদ্ভব চিন্তাকে আশ্রয়ে তাহা বিষ্ট করিতে চাহিলেও তীব্র অনুপ্রাণিত তাহার চক্ষু মুদিত হইয়া যায়। তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার উষ্ণ আলোকে সেদিন বাঙ্গালী, প্রথম প্রাতে হইল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। ইংরাজ ও ইহার সভ্যতার সিভিলিয়ান গণকে বাংলা ও ভারতীয় সুশিক্ষিত করিবার জন্য অর্থ ব্যয়ে ভাষা শিক্ষা সুবিধার। ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। অধ্যক্ষ নিযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকারী শ্রীরামপুরের

শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ পূর্ব্বেই এ প্রদেশে আরম্ভ করেন। এক দিন পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ মিশনারীদের অপেক্ষাকৃত কলেজের প্রত্যাহার করেন। কারণ কর্ম্মচারীর দুর্নিবার্য্য অনেকে সেখানের পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ স্বয়ং স্বল্প বেতনে বাংলার ভিত্তিস্থল স্থাপিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু বহুকাল যে অসন্তোষ, শৈথিল্য দেখা গিয়াছে, অসন্তুষ্ট পণ্ডিত শ্রীরামপুরী মিশনারী দেশী কর্ম্মচারী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, গোলোক প্রভৃতি বাংলা গদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজ বাঙালী শিক্ষিত সমাজ গড়িল।

বাঙালীর শিক্ষাও অবহেলা। যদেশজন উদার হৃদয়, স্বাতন্ত্র্যের ইংরেজ শিক্ষাদিদের আহ্বান করে ১৮২৬/২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল। এইবার বাঙালী যুবকের নিকট ইউরোপীয় শিক্ষার ইংরেজী সাহিত্য চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত হইল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ যতজন ইংরেজ কেরানী বাংলা শিক্ষার জন্য তাহার বিপরীত আবার অধিক বাঙালী কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রদত্ত ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইয়ংবেঙ্গল বাঙালীর সমাজও মনে যে আলোড়নের সৃষ্টি করিল তাহারই ফলে বাঙালীর সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, সৃষ্টি সংস্কৃতি সবই এক নূতনরূপে প্রকাশ করিল। এবং এর নূতন পরিবেশের ও বিধানের উদ্ভব সমাজের জন্য নূতন ধর্ম, নূতন দর্শন, নূতন সাহিত্য ও নূতন শিক্ষার। ইউরোপীয় জীবনে ইংরিজি সাহিত্যের বাঙালীর মুখ্য এর সাধনা চেতনায় নাই মানবীয় জ্ঞান। অসাধারণ জীবন সাধনা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিসত্তা মুক্ত ভাবের মূল্য যেমনি ইংরেজ সমাজ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার আত্মসাৎ বাংলার সমাজ জীবনেও এই মানবতার মূল্য স্বীকার করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এবং আধুনিক সাহিত্য ও এই ব্যক্তিত্বের, মনুষ্যত্বের, জ্ঞানের কথা বলিতে চেষ্টা করে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কিন্তু এ অভাবে ইংরাজী আদর্শে শিক্ষিত অধিকাংশ মিল, বেন্থাম প্রভৃতি ফরাসী দার্শনিকের অনুসারী। শিক্ষিত সমাজ প্রত্যেকের জীবনে নানাদিক শিক্ষা বিস্তার ও জাতীয় বিচারবুদ্ধির উন্মেষ। শুধু ইংরেজী আদর্শ নয়, ইংরেজের রাজনীতি ও অন্যান্য কীর্তির আদর্শ, শাসন ব্যবস্থা, সৃষ্টি, শিল্প, সংস্কৃতি সমাজের, ব্যবসার, ব্যবসায়ের আদি বাঙ্গালী যুবকগণ অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। অবশেষে সত্যের উদ্ভব কারণ এবং ধর্ম হইল। অন্য ধর্ম যে ঈশ্বরীয়, সামাজিক ও অন্যান্য সংস্কারের ইহা কেবল বিলোপের ও আধুনিকতা সমাজের উন্নতিসাধন করিল। এবং বিলোপের ক্ষেত্রেও এক নব সত্যের উদ্ভব হইল। এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর মূল্য আবার জীবন আরম্ভ করিল। সাহিত্যের মধ্যে ইউরোপীয় নিকটে ইংরেজ আদর্শ আসা যেমন আবশ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী মানিয়া নিল। অবশেষে সমাজের এক- উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব উপস্থিত হইল "বাবু বাবুর বাবু, সাহেবিয়ানা" এবং 'বাবুয়ানী সাহেবী' ও অন্যান্য 'আর সমাজ' নামে প্রচলিত। এর অবশ্যই কীর্তন, গান, জীবনের উত্তম আদর্শ পাইয়া যায়।

কিন্তু এর পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নতি শ্রেষ্ঠ। আজ শিক্ষিত- নবযুবকগণ ইহার সভ্যতার প্রবেশ করিল- অবশ্য সৌন্দর্য লোকের ইহার নিকট। ইউরোপীয় নবযুবকগণ ইংরেজ কবির কাব্য ও গ্রীক নাটক সাহিত্য পাঠের ইচ্ছা জন্মিল আহরণ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার প্রতিভাবে উদ্দীপ্ত করিল। যুরোপ অনুসারী হইলে বিদ্যা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে হস্তক্ষেপ করিলেন। বাঙ্গালীদের ভাব ও ভাষা পুনর্জন্ম লাভ করিল। বেথুনের জন্যের সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য library এবং এক সৃষ্টি হইল। কৃষ্ণদাস, দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত করিল। বাংলা জাতির শিক্ষা এবং স্বাধীনতা- জন্মলাভ করিল ভবিষ্যতের পথ। বাংলা সাহিত্যে স্থান সুনিশ্চিত হইল। এক্ষণে বাঙ্গালীতে পাশ্চাত্য ভাবিতে হইল

ইতালিতে জাতীয়তাবোধ জাগরণের প্রভাব অনুভূত হইল। বাংলা নাটকে মৌলিক প্রাণশক্তির সৃষ্টি হইল। পাশ্চাত্য আদর্শ ও ভাবধারা দেশের উদ্দেশ্য ও মুক্তিসাধনের অনুসরণ করিলেন বেশ, নবীন; জাগরণের। জাতীয়তাবোধের প্রেরণায়, দেশ প্রেমের উন্মেষের ফলে শ্রেণীবদ্ধ জীবনের বাঁধন বাঁধিল।

উপন্যাসের দীক্ষা রোপিত হইল।

অষ্টাদশ পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করিলেন। উপন্যাস ও প্রবন্ধের মাধ্যমে পাশ্চাত্য ~~[illegible]~~ মতবাদ, চিন্তাধারা, দর্শন তত্ত্বতত্ত্ব, জাতীয়তাবোধের প্রচার করিলেন জাতীয়তাবোধ। তাঁর সাহিত্যকে তিনি শাশ্বতবাণীর পরিণত করিয়া গেলেন। এর ফলে বাংলার সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যখন অনাবিল চেতনা ও নব যুগের প্রাণের সঞ্চার হইল তখন পাশ্চাত্য আদর্শে নাটক রচনার প্রবৃত্তি বাংলার সাহিত্যিক অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। তখনকার বাংলার বৌদ্ধিক শিক্ষিত সমাজের নিকট আদর্শ পাশ্চাত্য নাট্যকার শেক্সপীয়র। তাই বাংলার নাট্য সৃষ্টির প্রথম যুগের প্রধান দেখা যায় অনুবাদে। রচনায় যেমন, শেক্সপীয়রের নাম হইতে আরম্ভ করিয়া মিলটন পর্যন্ত শেক্সপীয়রের অনুবাদ করিবার প্রলোভন বাংলা কবিগণ সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ভাবনা ছিল ইংরাজ সমাজে শেক্সপীয়র যেমন বিশ্ব নাট্যকার অভিজ্ঞান করিয়াছেন বাংলার শিক্ষিত সমাজও তাঁহার নাটকের অনুবাদ তেমনি দুই পক্ষ প্রসারিত করিয়া সাদরে গ্রহণ করিবে। কিন্তু অবশ্যই অনুবাদ সাফল্যের অর্জন করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রী অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্যের নিম্ন লিখিত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য:— "সত্যকার প্রাণবন্ত শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদ যত উচ্চ হউক যাঁহারা সেক্সপীয়রকে ভালোবাসিয়াছেন তাঁহারই সর্বত্র প্রতিটি সংলাপে প্রাণ তাঁহার প্রতিটি শ্লোকের নিগূঢ় অন্তর্গত আবেদন ধরিয়া পারেন।

---

১ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রী অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য

নাটক যদি আধুনিক জীবনের প্রতিফলন হয়, তবে সেই জীবন সেই আধুনিক বাস্তব বৈশিষ্ট্য আয়ত্তে আনিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ নাটকের জীবন কোন আত্ম-বৈশিষ্ট্য বা জীবন নহে কিন্তু ইহার আধুনিক-জীবন বা সামাজিক জীবন কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার, অধীন — বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থাই জীবন বলিয়া থাকে। তবে একথা সত্য যে এই বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের মধ্যে একটি চিরন্তন মানুষও আছে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে তাহার অধিকার। সেই চিরন্তন মানুষটির অন্তরে নাটকের লক্ষ্য নহে — পারিপার্শ্বিক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয়টি আমরা যাহাতে প্রকাশ পাইবে। নাট্যকারের লক্ষ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর, চিরন্তন মানবাত্মার উপর নহে; নাট্যকারের দৃষ্টির সহিত দর্শকদিগের দৃষ্টি এই খানেই পার্থক্য।"

সুতরাং, বেলজিয়ামের নাটক অনুদিত হইলেও বিদগ্ধজনের কাছে, আন্তরীতে তাহার সুর, ধ্বনিত হইল। অন্যদিকে মধুসূদনের প্রহসনের আনন্দের দৃষ্টি তখন সুদূরপরাহত ছিল। সুতরাং, কিছু কিছু সংস্কৃত নাটকেও অনুকরণ হইত। নাটকের। ইহার মধ্যে 'শকুন্তলা' ও রত্নাবলীর কাহিনীর অর্থগ্রহণ সুবিধাজনক। কিন্তু বেলজিয়ামের সঙ্গে যেমন অবস্থার পার্থক্য দূরত্বের ব্যবধান, ভবভূতি, শ্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ লইয়া বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হইত না। ভারতের নাটকের পাত্র পাত্রীর নাম বিদেশের। অবশেষে বাঙ্গালার পাঠশালের

ধীরে ধীরে ইংরিজি শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালার সভ্যতার বিবর্তন- অবলম্বন করিয়া নাটক প্রণীত হইল। নানা প্রকার বিদ্রূপাত্মক ও সামাজিক সংস্কারের বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল নাটকের মাধ্যমে। অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত জন সাধারণের মনে এই

এই সংলাপের উদ্দীপ্ত অভিব্যক্তি হইল প্রবন্ধ পুস্তকের মাধ্যমে সম্ভব হয়না- কেবল প্রবন্ধ পুস্তক শিক্ষিতের প্রতিপাদ্যকেই বহন করিতে পারে, কিন্তু নাটকের প্রাণ ও বৈশিষ্ট্য নাটকীয় দ্বন্দ্ব (dramatic life) ধীরে ধীরে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মাধ্যমে নাটকের চরম পরিণতিতে পরিচয়। নাটকের প্রকৃত ঘটনার পরিণতি সম্ভব হয় এবং প্রত্যেক ঘটনার উত্থান পতন সাধিত হয় নাটকের চরিত্রের স্বরূপ ও গতিপথের ঘনঘন বিন্যাসের প্রচুর অভাব ছিল।

পাশ্চাত্য নাটকের জীবন দর্শনে, অবাধ চেতনায় যে- অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় সেদিনের বাঙ্গালী জীবনে সংগ্রামের অভাব ছিল। বাঙ্গালীর বিশেষতঃ বাঙ্গালী- যুবকের জীবনের আদর্শ ছিল জীবনের সাথে প্রকৃতসংগ্রাম অর্জন করা, কিন্তু বাস্তবিক জীবনে তাহা সম্ভব হয়। আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের উদ্ভব বা মর্যাদাবোধ- বাঙ্গালী সমাজে গৌরবের বস্তু ছিলনা। আমরা জানি ইবসেন, তিনি বলেন, "যখন নিযুক্তোঃ প্রতিষ্ঠা করেছি" জীবনের এই উক্তির যে আত্মপ্রতিষ্ঠ জীবন পাশ্চাত্য লোক মানব জীবন সমাজ গ্রন্থ- সমাজের সমস্যা ও অন্যান্য। জীবন সংগ্রামের পথ আঘাত-প্রত্যাঘাত স্বীকৃত রচনিত- জন্মিত পারেনা। এই পাশ্চাত্য নাটকের যার মূল উপজীব্য হয়েছে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসিক সংঘাতের উপাদান সেদিন বাঙ্গালী নাট্যকার দৃষ্টিপাত করেননা। ইবসেন তাঁর Doll's House এ নোরা চরিত্র নির্মাণের জন্য যে দুর্দমনীয় সৃষ্টি পরিপালন যে দুরূহতা আত্ম ও জীবন দর্শনের মিশ্রণ

ইতিহাস দান করিয়াছে কাজী নজরুল ও কাজী নারী চরিত্র কে সম্মুখে রাখিয়া কেমন ?

কাজীর সমাজ জীবন ও জীবন দর্শন আদর্শ পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ পত্নী বন্ধু, আদর্শ সতী সাধ্বী, আদর্শ গৃহিণী জননী, আদর্শ প্রেমিক পুরুষ এমনি করিয়া আদর্শের তত্ত্বে কাজীর জীবনের পথ ও পথ পূর্বেই নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই আদর্শচ্যুতি অর্থ তাহার জীবনের সমস্তকেই গ্রহণ করিয়া নয়। জীবনে চলার পথের ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় সমস্ত কিছুতে তাঃ প্রেরণাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম অর্থাৎ ব্যক্তি সত্তার প্রকাশ, সমাজ হইতে দূরে করিয়া ব্যক্তির সুখ দুঃখের কোন চিত্র ইতিহাস দান করিতে পারে না। কিন্তু আদর্শবাদের অভাব ঘটিলে। কাজীর সাহিত্য ও দর্শন পাঠের সহিত কাজী শিক্ষিত জীবনের পরিচয়। স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তি অনুভূতি 'অহম' বোধ জাগরিত হইতে পারিল। সমাজের দুর্বল ব্যক্তিকে অবিশ্বাস যুক্তি প্রবেশ করিতে দিয়া জানিয়া লইতে পারিল না। আদর্শবাদী জীবন সহিত ব্যক্তি স্বপ্ন অনুভূতির বিরোধ বাধিল। 'বেদনাদরদে' ইন্দ্রিয়ের কামনে অতিক্রম করিয়া নারীদের স্থান দিতে পারিলেন। এই আঘাত ও সংগ্রামের অন্তরালে কাজীর সত্যকার উহার পার্থিব উলাসে ঝুঁকিতে পারিলেন। ধীরে ধীরে প্রতিবেশের জাগরণের সহিত সমাজে নানা সমস্যা চেতনা দিতে পারিল। যে সকল অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, কালী সামাজিক অনুশাসন বা বিধি বিধান বলিয়া এত কাল ধরিয়া আসিতেছিল উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আজ তাহার যে সকল বিধি নিষেধ অন্যায়ের বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সামাজিক জীবন এই আত্মানুভূতি হইতে উদ্ভূত সমস্যা সকল, রাজনৈতিক আন্দোলন, গণ জাগরণ এই দিকে পাশ্চাত্য উদ্দীপনা কালে নজরুল করিলেন সেই সময়ের কাজীর পাঠ্যভাব গন। আদর্শের দুর্বলতা এই সকল দুঃখ সংঘাতের মাঝে আদর্শের 'অভাব' বোধ করিতে লাগিলেন। আদর্শ সৃষ্টিকারী শিল্পী পাঠের মাধ্যমে বাস্তব জীবনের সংঘাতের মধ্যে মানবজীবনের ভাবাবেগ কাজী সকল প্রকার ভেদে পাশ্চাত্য সাহিত্য দ্বারা নজরুল করিলেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে সামাজিক আদর্শ পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রাধান্য হয়েছিল ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইয়া আসিল। সুসংবদ্ধ চিন্তা ও তথ্য উদ্ভাবনের প্রেরণা হইয়া তাঁহাদের পীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজ ও সংস্কৃতির ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে সংস্কার প্রচেষ্টা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে ও আলোড়নের সৃষ্টি করিল। তাহাদেই নাগরিক উদ্ভাবন পরে প্রকাশ করিল। এই সময় পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে যে সকল ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করিল তাহাদের বিশেষ কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১। সামাজিক কুপ্রথা নিরোধক চৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ নিরোধ, পণ প্রথা প্রভৃতি।

২। তৎকালীন স্ত্রীবাদী শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যপান অভ্যাস জনিত উচ্ছৃঙ্খলতা।

৩। স্ত্রীশিক্ষা, মহিলার নিজের উন্নতি সম্পাদন, বিধবা বিবাহ প্রচলন ইত্যাদি।

৪। ঐতিহাসিক তথ্য ও জন জাগরণের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ প্রচার।

৫। বিশ্ববৈচিত্র্যের পুনরুত্থান আনয়নে রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার। সেবাধর্মের উদ্বোধন নাগর।

৬। অন্যান্য ভাবধারার প্রচারের নাগর সমূহ।

রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইয়া সর্বজনী ইংরেজীতে শিক্ষা বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নে ব্রতী হইলেন এবং সার্বজনীন

আবার অর্জন করিলেন। অবশ্য পূর্ণ স্বীকৃতি না দিলেও আইন হিন্দু বিধবার বিবাহ আইনসিদ্ধ হইয়া গেল। ঈশ্বরচন্দ্র তত্ত্ব বিধবা বিবাহ নিবারণের নিমিত্ত আইন অবৈধ ঘোষণার আবেদন করিয়াছিলেন। দেশীয় প্রথা অনুযায়ী তত্ত্ব বিধবা তখন পরকীয়া অবলম্বন করিত। এক দুরবস্থায় ফলস্বরূপ জারজ সন্তান জন্মিত। অবশ্য সাধারণ জনগণ। দেশের মনীষীগণ শিক্ষিত ব্যক্তিত ঈশ্বর অনুকূলে প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যক্ষে বর্তমান জনগণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। দেশীয় প্রথার কুফল ~~[illegible]~~ নাটক রচনার মাধ্যমে সমাজপতি হইতে জনসাধারণের জাগরণ। কালীচন্দ্র চৌধুরীর বিল্বমঙ্গল। সামাজিক অন্যায়ের উদ্দেশ্যে নুমন নাটক রচিত হইল এবং ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় নাটক রচনাক্ষেত্রে এক নূতন পদ্ধতি এবং শিল্পচাতুর্য দান করিল।

চিত্রোদ্ধৃত, বিচারকের দৃষ্টি শিক্ষার ফলে অনেকটা। শিক্ষিত সমাজ যে কালের সাথে বিকশিত হইল তাহার ব্যক্তি প্রতিভাগণের ফলে। ফল শীঘ্রই তাহাদের সম্মিলিত জীবনের ভীতি ও অসন্তুষ্ট ভাবিয়া তুলিল। বাঙ্গালীর জীবনের তখনকার পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ দেশ-বাসীকে বাস্তবের সত্যের মোহ হইতে সচেতন করিতে। আসলে মধুসূদন রচনা করিলেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন। কলিকাতা কেন্দ্রিক সমাজের নব্য অভিজাত তথাকথিত 'বাবু' দিগের স্বরূপ উদ্ঘাটনের যে সার্থক প্রচেষ্টা। তিনি প্রহসন রচনা করিয়া দিলেন পরবর্তীকালে তাহারই দীনবন্ধু যে সর্বজনের এক দর্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা চরিত্রের 'প্রতুল' কর্তৃক নাটকীয় উপাদানের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও সমকালের বাঙ্গালী জীবনের সামাজিক পটভূমির ক্রমে দেখিতে পাই। ছিল, যেখানে প্রকৃতির দর্শনের মতবাদ গড়িয়া তোলা বাঙ্গালীর। অবশ্য জীবনকে মুখ করিতে আবির্ভাব তাহাদের। নাগরিক আবহাওয়ার চাকচিক্যময় সাম্মুখ ও বিলাসের

বিদ্যাসাগর নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা মোচন করিয়া নারীর সম্মানের যে পরিচয় ও উচ্চ মর্যাদার প্রতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন তাহারই অবিচল অবলম্বনের গতি প্রেরণা দান করিতে প্রয়াসী হইলেন।

অর্থনৈতিক নয় যে সম্মান সে অসম্মান নারীশিক্ষা প্রচলনের প্রধান বস্তু ছিল। তথাপি অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় যে ব্রাহ্ম উন্নতি প্রবর্তিত ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল তাঁহারা নারীকে গৃহের বাহিরে স্থান প্রদানের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। বিদ্যালয় ও সমাজসংস্কারের স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত আন্দোলনের প্রচেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবরোধ প্রথার প্রচেষ্টায় হিন্দু মহিলাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত 'বেথুন স্কুল' স্থাপিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের পূর্বের পর্দার প্রথা শিথিল হইয়া আসিল। ইউরোপীয় মিশনারী মহিলা-দ্বারা আধুনিক পরিবারের আদর্শ পূর্বের অবিদ্যা নারী সমাজে জ্ঞানবৃদ্ধির সূত্র স্থাপিত করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন সমাজে নারী সমাজের এ সুযোগ অবিদ্যমান ছিল না। ফলে বিলাত মোহন প্রথম উদ্ভব হইল 'হিন্দু মহিলা সমাজ'। হরলাল বসু যেরূপ প্রবর্তন করেন 'সংস্কারিণী সভা'; সেরূপ সাধু বিদ্যালয়ের 'সাধু ও সাধ্বী' ও 'বিদ্যালয়ের' অন্তর্গত সামবয় সংস্কার নারীর ইংরেজি শিক্ষার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই।

বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রচলনের দেশ প্রেমের অনুভূতির প্রকাশ, মানবতাকে উপেক্ষা করে মানবধর্মের সাহস দিয়াছিল। অন্তরের প্রতি প্রেম, দেশের জন্য সংগ্রামের আসল দিক হইল হইল ধর্ম অন্য দেশের কবির সাথে তুলনা করিলে মধুসূদনের প্রতিভাবান সাথে উচ্চ দুর্মাণীতে। অন্তরের অভিজ্ঞতা ও সংস্কারের

রক্ষার জন্য আত্মদানের অনুমতি দিতেও দ্বিধা করিল না। পক্ষান্তরে অন্যদিকে সংস্কৃতি অর্থনীতি-ক্ষেত্রে ইংরেজের আদর্শ ভারতীয়দের যেন নূতন করিয়া ভাবার দেশকে গৌরবের পথে টানিয়া আনিল। বিশ্ব সেলের অভিজ্ঞতার ভারতীয় বইল জাগিয়াছিল। জাতীয়তাবাদ প্রচার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র নাম গুরুত্বপূর্ণ নাটকের মালা গাঁথিলেন। দীনবন্ধুর 'নীল দর্পণ' কলঙ্কাহত আত্মদান করিল। বাঙ্গালী ধুয়া উঠিবার গান শুনিল। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ এই পথেই অনুসরণ করিলেন। নাটকের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, আত্মশক্তি জাগরণের এক সমন্বয় প্রচার অনুভূত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, উপন্যাসে বাংলা গৌরবময় নাটকের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রচারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। বিহারীলালের হইল সুরের পূর্ণ পরিণতি। বাঙ্গালার দেশের জন-মানসের জন্য কবি রঙ্গলাল গাহিলেন:—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার
ধাত্রী আমার আমার দেশ"

এমনি করিয়া জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনটি উন্মুখ জাগরণের নূতনের স্পন্দন অনুভূত হইল। স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতাকামীদের চিত্ত প্রচার ক্ষেত্র উন্মুক্ত ও প্রসারিত হইল। ভারত জননীর সংস্কৃতির অর্থনীতি প্রকাশ চিত্ত মুক্ত হইল। প্রাচ্য ভূমির বাণীর প্রচার হইতে লাগিল। এমন সময় বাংলার জাতীয় জীবনে আবির্ভূত হইলেন বাংলার সুরের শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার তত্ত্ব বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বাঙ্গালার বিবেকানন্দ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জাতীয় জীবনের আদর্শ স্থাপন করিলেন।

এই ভাবে জাতীয় জীবনে বিভিন্ন বিভাগের পুনরুজ্জীবনের যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইল প্রায় তাহার সর্ব ক্ষেত্রে রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যের উদ্ভাবক হইয়া রহিল। দেশ এবং সমাজ গঠনের সামাজিক সাহিত্য সকলের পুনরুজ্জীবন কালবীর বাঙ্গালার গণ স্থায়ী জন্য বাংলা সুরের জাগিয়াছিলেন।

ग्रामीण भाग में पेयजल की समस्या बहुत गंभीर है। गर्मी के दिनों में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। अधिकांश गाँवों में हैंडपंप खराब पड़े हैं या उनमें पानी नहीं आता। महिलाएँ और बच्चे दूर-दूर से सिर पर घड़े रखकर पानी लाते हैं। यह न केवल समय की बर्बादी है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। दूषित जल से दस्त, हैजा, पेचिश जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। सरकार को चाहिए कि हर गाँव में पाइप-जल योजना पहुँचाई जाए। साथ ही वर्षा जल संचयन के लिए तालाब और कुएँ बनाए जाएँ। जनता को भी जल का दुरुपयोग रोकना चाहिए। पानी अनमोल है, इसे बचाना हम सबका कर्तव्य है।

मेरे गाँव में एक सार्वजनिक पुस्तकालय है। वहाँ अखबार, पत्रिकाएँ और कई उपयोगी पुस्तकें हैं। मैं अक्सर वहाँ जाकर पढ़ता हूँ। इससे मेरी जानकारी बढ़ती है और भाषा भी सुधरती है। गाँव के बुजुर्ग भी वहाँ बैठकर समाचार पढ़ते हैं। पुस्तकालय में बच्चों के लिए कहानी की किताबें भी हैं। शाम को कई बच्चे वहाँ इकट्ठे होकर खेलते हैं। पुस्तकालय गाँव की एकता का केंद्र है। इसे और अच्छा बनाया जाए तो गाँव के लोग आपस में मिलकर चर्चा कर सकते हैं। पुस्तकालय को और पुस्तकें मिलनी चाहिए। पुस्तकालय गाँव की शान है।

ভারতবর্ষের বীরত্বপূর্ণ পৌরাণিক কাহিনী, কৃষ্ণ সাহিত্য বা অন্যান্য দেবদেবীর আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে বা কখনো মহাভারতের কিছু কাহিনী নিয়েই এ নাট্যগুলো গড়ে উঠেছিল। এছাড়া ছিল বাঙালী সমাজের চিত্র পরিচিত জীবনের সঙ্গে এত পরিচিত ছিল কাহিনী। ইংরেজ শাসনের ইংরাজের সংস্পর্শে বা পাশ্চাত্য ভাবধারার মানস হয়ে উঠেছে প্রচুর আনন্দদান করে থাকে। বাংলার প্রথম পৌরাণিক নাটক 'অর্জুন' ইংরেজী শিক্ষার উদ্ভব হয়ে উদ্ভূত নাট্যকার দ্বারা লিখিত হইলেও কাহিনী সেই চিরন্তন মহাভারত থেকে গৃহীত হইয়াছে। বাংলার প্রথম বেলেল্লাপনার নাট্যকার মধুসূদনও তাঁহার নাটকীয় কাহিনীর জন্য বহু ক্ষেত্রে পুরাণের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে বাংলা নাট্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াসে অন্তত: কাহিনী গঠনের দিক হইতে বাংলার নাট্যকার গণ নিজ পরাণী, পৌরাণিক: ইংরেজী নাটকে সাথে সাথে ছিলেন, বাংলা নাটকে গঠন কাঠামো সংলাপ গঠনে বাংলার প্রতি কখনো সত্য স্বীকার করেন নাই। সত্য হইল যে বিদেশীর প্রতি স্বীকৃত হয়। পাশ্চাত্য নাটক ও নাট্যাভিনয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলা নাটক সৃষ্টির প্রথম প্রয়াসে যেমন ইংরেজী নাট্যকারদের প্রতি সর্বাধিক ঋণ হয়, সংস্কৃত নাট্যকার গণের প্রতি অনুরাগ তত যায় তেমনি ক্রমশ কাহিনীর প্রতি নাম দেশীয় নাটকের প্রতিও এই স্বীকারের সাথে নিষ্ক্রিয় হইতে দেখা যায়। সুতরাং বাংলা নাটকের প্রথম সৃষ্টিতে পাশ্চাত্য প্রভাব আমরা অস্বীকার করিতে পারিনা যদিও মূল উৎস পাশ্চাত্য ও তথাকথিত দেশীয় রীতি ছাড়া সম্পূর্ণ দেশজ শিল্প রূপ হইতেই হইত।

সুতরাং বাংলা নাটকের গঠনে যদি আমরা ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটক এবং প্রচলিত দেশী যাত্রার প্রভাব স্বীকার করিয়া নেই তবে হইল বাংলা

বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এবারের অধিবেশনের মূল্য চূড়ান্ত অধিবেশনী হইতে হইবে।

নিঃসন্দেহে পুরাতন সাহিত্যকে আধুনিক সমাজ বাদের সাথে সমালোচনার জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। সেকালের সাহিত্যের আঙ্গিক, গতি ভঙ্গী, রুচি শৈলী, চরিত্র বিশ্লেষণ দৃষ্টি এবং আবেদনের আলোকপাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যের রুচির আবেদন আমাদের বিচার, ভবিষ্যে সাহিত্যের শিল্প-কৌশল ও রুচি জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ করি। কুলিয়া যাই যে, বাংলা সাহিত্য আজকের সাহিত্যের অনুপ্রেরণা বলিয়া হইলেও আমূল অনুকরণ নয়। বিভিন্ন সমাজ জীবন, ভিন্ন দেশ ও কাল, আবার যুগ চৈতন্যের সাহচর্যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে। সেকালের সাহিত্যের কারণ তাঁহার সেকালের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সাধনা উদ্ভূত করিয়া দিল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের জীবন আবার মূল ও মূল্য কতটুকু? তাহা সাহিত্যের সার্থকতার সন্তুলন হইবে। বর্তমান পুরাতন বিচারণীয় হৃদয়ে সেই এক ধারণা কতখানি সার্থকতা হইবে? সুতরাং এক বিভিন্নতে সাধারণে বিচার করিতে পারিলে এক প্রান্তি বিশেষ। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন কাল, ভিন্ন কারণ ও সাহিত্যের সাহিত্যিক বিভিন্ন জীবন ভাবনার দ্বন্দ্ব, সংঘাত লইয়া সাহিত্য রচিত। তাই সেকালের সাহিত্যের আলোকে বাংলা সাহিত্যের বিচার করিতে পারা একান্ত অবিচার করা।

দ্বিতীয়ত: আধুনিক সমালোচনার শাস্ত্র অনুযায়ী চলিতে সম্ভব নহে। কারণ আধুনিক সাহিত্যের বর্তমানী বাংলা সাহিত্য আধুনিকের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের জাতিগুলির উপর। কুলা শৈলী বাঙ্গালী সাহিত্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব অবলোকন সূচিত হয় নাই। দশ বছর অবলম্বিত সাহিত্য বর্তমান অন্তর্মুখের মানব জীবন মূল পাওয়া শুধু অভাবনীয় নহে, অসম্ভব। ইহা ব্যতীত বাংলা বিচারের সূক্ষ্ম সূত্র এবং গভীর বর্তমান পুরাতন সাহিত্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিচার হয়না। কারণ মানুষের জীবন বোধের সহিত কাব্যচেতনাও পরিবর্তন হইয়াছে। তাই সেকালের পুরাতন বীর রস

শিল্পরূপ এই ও শিক্ষিত সমালোচক সমালোচনা শুধু তাত্ত্বিকের সম্পর্ক নয়, তথ্যাশ্রয়ে।

দুহাজার পঞ্চাশ বিংশ শতাব্দীর দৈনন্দিন পুরাতন কাব্য ভাবনা ও নাট্য শতাব্দীর নাট্য সমালোচনা- জটিল হইল কিন্তু নাট্য সাহিত্যের সমস্ত অঙ্গ আজকের ও নিজস্বের প্রয়োজনে অস্বীকার করা যায়। শতাব্দী পূর্বেও নাট্যজগতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল দর্শকদের ও অভিনেতার, কিন্তু আজ সেক্ষেত্রে তার নাট্য তার একাকী নয়। নাট্যীয় কাহিনী ও সংলাপের মূল্য অক্ষুণ্ণ হইলেও নাট্যকারের আবেদন। এরই প্রকৃত সম্পূর্ণ রূপে সম্পূর্ণতার কথা:—

'It is not only the written word, although that is obviously an essential part of it. It is the outcome of the combined efforts of play writ, actors, stage technicians, producer and audience. To-day when the function of each of these have been sharply specialized the written word is mere at best a verbal record of the dramatic event, without any attempt to capture the atmosphere of the auditorium

নিছক নাট্যজগতের দায়িত্ব সমাধান আশা করিয়াছে। এলিজাবেথীয় নাট্যজগতের নাট্য আজ উপযুক্ত দৃশ্য বর্ণনার জন্য দর্শকের অন্তরে মোহ বিস্তারের সাধ্যায়ত্ত ভাবনা। দীর্ঘ শতানুসারিক অঙ্গসজ্জার ঘটনা বিন্যাসের প্রয়োজন হয় না, ঘটনা মূলত প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নাট্য শাস্ত্রীর মুখ নিঃসৃত বর্ণনা হইয়া দর্শক অন্তরকে মুগ্ধ করিবার প্রয়োজন (কারণ রহিয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপর, বাত, বন্যা, ঝড়বাত, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা রহিত করিয়া দেওয়া হইল মূল পর্যন্ত অভিনীত হইতেছে। নিছক নিদর্শনের সত্যের পরিবেশে সম্বন্ধ করিতেছে, দূরকে নিকটে আনিয়া দর্শকের কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া নাট্যজগতের দায়িত্ব

? Literature for an age of science - Hyman Levy & Helen Spaldrip P 166-67

দায়িত্ব পালন করিয়াছে। তাই দ্বাদশ পুরাণ নাট্যকারের সাথে অতিরিক্ত দীর্ঘ সংলাপ ও সুগভীরতার দর্শনের কথা বাদ উপেক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। সুতরাং এই সংলাপগুলির মূল্যে উভয়ের আলোচনা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে?

প্রথমেই ক্রমে ক্রমে মধুসূদনের নাটকগুলির উল্লেখ করিতে পারি। তেলোত্তমা নাট্যকাব্যের 'রত্নাবলী' অভিনয় দেখিয়া। মধুসূদনের কাছে নাটক রচনার সূত্র দিয়াছিল হয়। এজন্য অর্থদান করিত। কিন্তু নাট্যকার তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা ও মৌলিক প্রতিভা অনুসারী তাঁহার কাহিনী কাঠামো গ্রহণ করেন নাই। 'রত্নাবলীর' অভিনয়ের নিকৃষ্ট নিম্নমানের উহাকে ব্যতীত করিতে হইয়াছে। সুতরাং যে সকল দুর্বলতা পাই প্রেক্ষিতে 'রত্নাবলী' অভিনীত হইয়াছিল আমাদের নাটকের তাহাই সংলাপ গ্রহণ করিয়া হইয়াছে। অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয় উপযোগী করিয়া চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। কোথাও ক্ষুদ্র এবং দীর্ঘ পরিবর্তন করিয়া সত্য কিন্তু করিয়া মধুসূদনকে সেক্সপীয়রের নাম দীর্ঘ সংলাপ ও অতি দীর্ঘ স্বগতোক্তি চরিত্র ঘটনা বর্ণনা করিয়া দর্শক মনকে কখন কখন বীতশ্রদ্ধ ও ভারাক্রান্ত করিতে হইয়াছে। এজন্যই নাটকীয় কাহিনী বলিতে মধুসূদন তাঁহার স্বকীয় প্রতিভার সুন্দর অভাবে রহিয়াছে। 'বর্জিয়া' নাটকে রবের অন্তর সংলাপ এবং 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটিতে ইতিহাস আমাদের বলিয়া যে জন্য প্রকাশের দুঃখ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সুতরাং সাত পাঁচ সমস্যা মধুসূদনের নাটকের সংলাপ প্রভৃতি হইয়া উহার হইল উদ্দেশ্য কাব্যগুলির স্মরণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। নতুন নাট্যকার ও তাঁহার সৃষ্টি উদ্দেশ্য প্রতি শুধু শ্রদ্ধার নহে সমালোচনা করা হইল।

নাটকের আলোচনার শুরু নাটকীয় সংলাপ ব্যবহৃত দিক। কালের সাথে দিকের রুচি পরিবর্তন সাধিত হয়। সাধারণ সাহিত্যে রচনার সহিত সাতের দৃষ্টে লিখিত প্রবন্ধের নাটকীয় পত্রের

আধুনিক বিশ্বের কাব্যগুণ। কিন্তু আধুনিকতার দিকে সমাজ রচিত নাটক বিংশ শতাব্দীর বাংলা স্টেজে যেমন তেমন রসোদ্রেকে অর্থাৎ শতবর্ষ পূর্বে রচিত নাটকগুলিতে হয়ত তদানীন্তন সমাজের তেমনি সমের অভাবে অভাবে রসোদ্রেকে অক্ষম হইয়াছিল। নাট্যকারেরাও যুগ চলিত বিষয় নাটকে রূপ দিতে হয়। সেক্সপীয়রের কাব্যশক্তি ও বিষয় জ্ঞান বর্ণিত থাকিত না। নাও নাটক- যে বিষয় জ্ঞান অনেকটা কাব্য প্রসূন হয়। শতাব্দীর অর্থাৎ বিষয় নাটকগুলির 'ট্রেজেডি' বলিয়াছে। তাই প্রশ্ন ''কুলীন কুল সর্বস্ব' বিষয় অবলম্বনে রসোদ্রেক—এর; দীনবন্ধুর বিষয় অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট বলিয়া গণ্য হয়; জ্যোতিরিন্দ্র নাথের বিষয়ে দুর্বোধ্য বলিয়া আখ্যাত হয়। আমাদের প্রশ্ন - কুলীন চরিত্রের (১) :—

"In a play of any period the play writ and actors speak to the audience in the language of their day."

যুগ প্রভাব এবং প্রচলিত রীতি ব্যতীত বাংলা নাটকের বিষয় অন্যান্য আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। বাংলার নাট্যকারগণ এখনকার পর্যন্ত নাটকীয় অংশগুলির বিষয় অংশুক্ত রীতি পরিত্যাগ করিতে পারেননাই — সর্বোচ্চ উচ্চ শ্রেণী এবং পদাদের অংশগুলি কেবল আর্দ্ধিত অংশুক্তের ব্যবহার এবং স্ত্রীগণের ও নিম্নশ্রেণীর প্রজার ভেদে বিভিন্ন প্রাদেশিকের ব্যবহার। বাংলা নাট্য সৃষ্টির প্রথম যুগের তেমনি উচ্চ পদাদের মুখে বিদ্যাসাগরী বা পণ্ডিতী বাংলা এবং নিম্ন জাতীয়ের অংশগুলি চলিত ভাষা বিশেষ ব্যবহৃত হইয়াছে। কালক্রমে রহীত প্রাদেশিক ভাষা মধুসূদন দীনবন্ধু প্রভৃতি অনেকের নাটকেই আমরা এ বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরী বাংলা ব্যবহারের জন্য নাটকীয় রস চরিত্র পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই এবং দীনবন্ধু ও মধুসূদনের নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রগুলি অধিক জীবন্ত, স্বাভাবিক ও সার্থকতা অর্জিত করিতে হয়। তাহার এজন্য আরও যুগচলিত বিষয়

১ Literature for an age of science by Hyman Levy & Helen Spaldwig PP 173

বিষয়ে ব্যবহার। অন্য উনবিংশ শতাব্দীর লেখকের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও এই ভেদ অতিক্রমে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের ভাষা সমালোচনা কালে যুগ চলিত ভাষা এবং সংস্কৃত সাহিত্যকে অস্বীকার করিলে সাহিত্যের আঙ্গিকের ব্যবহৃত ভাষার সার্থক সমালোচনা করা হইবে না।

সুতরাং বাংলা কাব্যগুলি সার্থক নাটক নাই বলিয়া যে অভিযোগ করা হয় তাহার কারণ রাজনৈতিক পরাধীন বাংলার সমাজচেতনা, জীবন দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনাদর্শ আলাদা ছিল বলিয়া। তবে তাহার কাব্যকলা নাট্যকলার বহিঃ নাটকের ছিল রীতি অনুযায়ী তথ্য সেকালের জীবনের কথা বৈশিষ্ট্য রচনাতে সমালোচনা করিলে বাংলা নাটকের নিদর্শন বলিয়া সাব্যস্ত করা পুরোপুরি সম্ভব নহে। বাংলা নাটকের বিভিন্ন উৎস, ইংরেজী ও সংস্কৃতের প্রভাব, সেকালের সমাজ প্রকৃতি এবং লোক কথার আকর্ষণীয়, দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচনার কারণে মনে হয় বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতোই অমৃত মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভার সংস্পর্শে বাংলা নাট্য সাহিত্যও আমাদের জন্য গৌরবের আকাঙ্ক্ষী নহে। বাস্তবতার পুষ্ট হইলেও আদীকরণ অসম্ভব হওয়ায় অসম্ভব এই সকল সৃজনী শক্তি থাকায় সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বাংলা সাহিত্যের অবশ্য-সৌকর্যের অংশ বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

এক্ষণে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর মুখ্য কিছু কবি যে সকল নাটকের মাধ্যমে পরিস্ফুট ও প্রতিভাত হইয়াছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব।

বঙ্গ বিভাগ ও ভাষীয় প্রশ্ন বিরোধ বিষয়ক নাটক।

১৮৯৬ (৭) খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট, লেফটেনেন্ট আর্ভিন, রাসবিহারী ঘোষ, রাজা রাধাকান্তদেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় হেয়ার স্কুলের সঙ্গে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু কলেজে ইংরাজী বাংলা উভয় ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হয়[১]। এই উক্তি হইতে সহজেই দেখি যে বাঙালীর জীবনে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হইল।

হিন্দু কলেজ হইতে যে সকল যুবক ইংরাজী শিক্ষালাভ করিল তাহারা যে শুধু নূতন এক ভাব বা সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইল তাহাই নহে, এক নূতন জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে বিমুগ্ধ তাহাদের অন্তঃকরণকে উদ্ভাসিত করিল। সেই নবাগত সভ্যতার সংস্পর্শে যেমন তাঁহারা নূতনকে পাইলেন তেমনি পুরাতনের অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কারাবৃত অসার অনুষ্ঠানের প্রতি নব্যবিদ্বেষ জন্মিল। তখন ইংরাজ সমাজের দেশাচার ও সামাজিক ব্যবস্থাকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা যুক্তিজালের সেই এটি এবং কুসংস্কার সম্বন্ধে সচেতন হইলেন। সর্ব্বপ্রকার তাঁহাদের হাতে পাতে রহিল হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুর অবিচার প্রথার প্রতি।

অবশ্য সত্রাস সমাজের ভয়ে এ প্রচেষ্টা যেন গিয়াছিল কিন্তু পরবর্তী আরও বহুশত হিন্দুর মধ্যে প্রকাশ্য বলশালী

১ বাংলা সাময়িক সাহিত্য — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২: ৩৮

বলপূর্ব্বক বেশ্যা করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। কিন্তু ধর্ম্ম প্রতিপালন সম্বন্ধে কাহারও নির্ভর হইতে না ইংরাজী শিক্ষিত কামনী সমাজের ব্যভিচারের কারণ লোহনী হইত। সহজেই প্রশ্ন যে বিধুমুখী সম্মত নহে তথাপি অভিভাবকগণ নহে এ সম্বন্ধে কোন বোধ করে এবং পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহার আন্দোলন ফল প্রসূ হইল, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্ত্তৃক সতীদাহ প্রথা আইন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইল।

ইংরাজী শিক্ষিত কামনী সমাজ সমাজের দ্বিতীয় অংশ বিধবাদের তাঁহার বিধবা বিবাহের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের উক্তি দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে বিধবা বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র অনুমোদিত। তুর্কিশ গভর্নমেন্ট অবশেষে করিলেন। বিধবা বিবাহ আইন সংক্রান্ত অনুমোদন লাভ করিল। ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং বিধবার অবিবাহিত বিবাহ দ্বারা সমাজে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের উৎসাহ উচ্ছেদের দৃষ্টি পাইতে লাগিল। পুনরায় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজ সংস্কার পথে গ্রহণ করিয়া তাঁহার 'বহুবিবাহ' প্রথা বন্ধ করিবার জন্য আইন সভায় প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলেন। অবশ্য এ প্রচেষ্টা ফলবতী করা সম্ভব সম্ভব হইল না কারণ ধনী সম্প্রদায়ের স্বার্থের সহজেই দেখিবার ইহার বিরোধিতা আরম্ভ করিলেন।

বাংলাদেশে বহু বিবাহ প্রথা বৈধ বিধবা প্রথা পরম্পরা জড়িত। কারণ উল্লাসনের প্রদেশে বৈধব্য প্রথার প্রচলন করেন। বৈধব্য প্রথার ঐতিহাসিক সূত্র নির্দেশ করিয়া পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন:- "আচার, বিনয়,

---

২ শুভ বিবাহ - বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী. পৃঃ ২৭৩

বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ, দান — এই সাত কুলীনের লক্ষণ।

এই আচারাদি গুণ নিয়ে যে সকল আচারের মধ্যে উচ্চাবস্থাই কুলীন। কুলে কে শ্রেষ্ঠ, কে অশ্রেষ্ঠ তাহার কুলগাঁই ইত্যাদি নির্ণয়ের মূলেও কুল লক্ষণ বিদ্যমান। বস্তুতঃ আচারাদি সাতটি গুণের অধিকারীই হউ আসন মধ্যে সম্মানের অতি উচ্চ- স্থানাধিষ্ঠিত। তাঁহা ব্যতিত অন্য সম্প্রদায় বিশেষে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য নহে।

এই গুণবিশিষ্ট সুবংশজাত ব্যক্তিদের জন্য প্রজা হিতৈষী মহারাজার বল্লাল যে সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহারই ছায়া লইয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে।" পণ্ডিত মহাশয় অন্যত্র বলিয়াছেন যে কুলীন গণকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত। যথা কুল্য কুলীনের কন্যা গ্রহণ, কুল্য কুলীনে কন্যা সম্প্রদান। যাঁহার কন্যা নাই তাঁহার কুলশালী কন্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার কুল্য পাত্রকে সম্প্রদান করিতে হইবে। এই প্রথা ক্রমশঃ অবক্ষীণতার রূপ ধারণ করিতে থাকিল। কুলীনগণ শুধু কুলীন হইতেন, প্রয়োজনীয়তা অনুসারে করিলেন না। বংশানুক্রমে কুলীন পুত্র কুলীন হইতে সমর্থ হইলেন। এবং কুলীনের ঘরে কন্যার জন্মিলে কুলীনের বাড়ি সকলের বাড়ি বা পাত্রের অভাবে সমাজে পতিত হইতে হইত। সুতরাং সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যে কোনভাবে কুলীন পাত্র পাইলেই কুলীনকন্যার সম্প্রদান করা হইত। ধীরে ধীরে সমাজে বৈষম্য দেখা দিল। পণ্ডিত শ্রেণীর উপরোক্ত প্রসঙ্গে বলিলেন:—

১

"(ক) কুল্যগণের অভাব হইলে কন্যা আজীবন কুমারী থাকিয়া- যাইতেন তাহার বিবাহ কুলে দেওয়া হইত না- অথবা কন্যা অল্পবয়স্ক বিলাতে মূল্য প্রদান করিয়াও বিবাহ কুল্য করিতে পারিবে তখনকার দিনে দলে বিভক্ত হইয়া বৈশ্যকে কুলের সম্মান দেওয়া করিতে না।

১ শুভ বিবাহ — রাজমোহন শর্ম্মা পৃঃ ১০৮-৯

(খ) বহু বিবাহপ্রথা কুলীনের, বহু পত্নীর মধ্যে যেমন পত্নীর চরিত্র দূষিত হইত তাহার স্বামী হইতে বিতাড়ন দূষিত হইতেন।

উল্লিখিত কারণ ব্যতীত বহুবিবাহের ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। গণদৃষ্টিতে বহুবিবাহের ওপরও দেখা যায় যে প্রতিবেশীর বাড়ীর কুলীন জামাই দরিদ্র হইলেন। আবার শ্বশুর অর্থ সম্পত্তি দিলেন পরন্তু অধিকাংশ কুলীনই শ্বশুরালয়ে অথবা শ্বশুরালয় অথবা অন্য কোথাও অর্থোপার্জন করিবার আশ্রয়ে স্ত্রী-পুত্রকে রাখিতেন। ইহারা স্বয়ং স্ত্রীপুত্রকে ভরণপোষণ দিতেন না, কিন্তু স্ত্রীর ভগ্নী কিম্বা কন্যার গ্রহণের বিবাহের ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হইত। সুতরাং অর্থাভাবে প্রত্যেক কন্যাকে এক একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া এখন বিবাহ এক পাত্রেতে যত বিবাহ সম্ভবপর কন্যা অপেক্ষা কন্যার অভিভাবকের সম্মানের কারণ হইতেন।[১]

অবশেষে ইহা ভাল দেখায় না এবং বহুবিবাহের কাহিনী আমরা প্রাচীনতম সংবাদ পত্রে দেখিব। দেখিতে পাই। 'বহু বিবাহ' শীর্ষক একজন পল্লীবাসীর সংবাদপত্রে প্রকাশ করে আমরা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত ভাষায় মূর্তি তুলিলাম সম্পাদক এক পাত্র পাত্রিকার ভাষায় মূর্তি দেখিতে পাইব। পত্রখানি এইরূপ:—

"শ্রীযুত কৌমুদী সম্পাদকেষু।

এদেশে শুনিতে পাই যে বহুবিবাহের নামীয় অনেকেরই অসম্মতি হইয়া হইয়াছে যে কুলীনদের আমাদের হানি না হয় অথচ অধিক বিবাহ করিতে অক্ষম না হন ইহাতে-

---

১ সংবাদ পত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড)
সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃঃ ১৮১
সংবাদ কৌমুদী ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৮৩১/২৩শে ফাল্গুন ১২৩৭।

ইহাতে বড় লাভ নাস্তি অবস্থানিত হইলাম। যেহেতু অগ্নিমূল্যে আমার যে যাতনা ভোগ করিতেছি তাহার জিকির লিখিয়া জানাইতেছি। আমার পিতা সুকৃতভর্ম বিশেষ এবং অন্যান্যান্যদি প্রায় চল্লিশ সং মার ভরিয়া আসিতেন তাহার নিকার কমসূত্র অনুচ্ছ নাই মাতাকে হাতে দুঃখ হইয়াছিল আর শুক্তের তখন ও লাভ আসিতেছে। কোন গত হইয়াছে কিন্তু শুক্তের গৃহে চাচির পাঁচ বোন আর ছয় তিনটিকে নিমিত্ত যাইতেন কোনও স্থানে বা দশাংশের মধ্যে এবার সাক্ষাতে অন্য হইতেন আমার মাতা মনে গৃহ হইতে নিতার জন্য দুঃখ প্রায় হইতে কোন সন্তোষ হইবে সুবাদ্য কোনো ভেজাল শীঘ্র শীঘ্র অর্থাৎ তাহা কোন জন না বাহিত পরিবেশন আমার মাতাকে তাহাকে দেশ হইতে আনাইয়া আমার মাতার সহিত এবং আমার সহ চাচি আছু সাহেবার সহ বিবাহ দিয়া দিলেন শুনি যে তাহার পর প্রদেশ হইতে আগমন করিতে মাতার ও দুই আছুখানার এক ২ কন্যা হইয়াছিল আমার যখন দশ বৎসর বয়স হইল সেকালে পর্যন্ত পিতা তখনো বিমাতা পুত্র কোনও তত্ত্ব লইতেন না কিন্তু ও যখন তাঁহাদের মনে ক্রমে ধারণা হইল যে আমাদের মাতার কি মনি স্বাধীনতাকে বিবাহ দেন এবং পাঁচজুয়ান চতুর্থ বিমাতাপুত্র অন্য লাভের দুই আছুন এবং পিতা জ্যেষ্ঠতাত হুল্য বয়স্ক এক লাভের সহিত ক্রমে অসিয়া গোপনে বহিলেন এবং সব পিতা প্রায় সন্ধ্যাকালে আমার পিতার মাতার গোপনে ও আমাদের সাক্ষাতে লইয়া যায় সেই পাত্র সহিত একেবারে বিবাহ দিলেন। সেই অবধি প্রায় পাঁচবৎসর বয়ঃক্রম হইল পতির সহিত দর্শন নাই বর্তমান আছেন কিনা তাহাও জ্ঞাত নহি যেখানে আছুলের

আমাদের ভবনে কখনও পাঠিকা কখনও পাঠীকার কাল যাপন করিতেছি। নূতন নিয়মে আমাদের কি হইতে পারে যাহা আছে ছিল তাহা হইয়াছে- কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ছিল তাহা হইল না। আমাদের দুঃখিনী আর কেহ হইবে না।

নিবেদনমিতি।

শ্রীমতী অনুপমা দেবী
সং দে

অতঃপর বেঙ্গলীতে প্রকাশিত একখানি পত্রে তৎকালীন আর্থিক অবস্থার পূর্ণ পরিচয় রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহ কার্য্য অনুমোদিত নহে বলিয়া প্রকাশ্য করিলেন। দেশের এক শিক্ষিত ভদ্র সন্তান তাঁহার অমিত জানিতে হইলেন। এই দুঃসাহসের উদ্দেশ্য জানিয়া অনুপ্রাণিত হইয়া রংপুরের জনহিতৈষী জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৮৫৩ সালে 'বেঙ্গলে' ও ৮ই নভেম্বর ১৮৫৩ সালে 'রংপুর দিক্প্রকাশে' সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন:—

বিজ্ঞাপন

৫০, টাকা পারিতোষিক।

এই বিজ্ঞাপন প্রচারের সর্ব্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহাশয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে যিনি সুপণ্ডিত সৌড়ীয় ব্রাহ্মণ জাতিমধ্যে 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণকে আনন্দিত করিবেন তাঁহাকে সংগৃহীত পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।

রংপুর দিক্প্রকাশ
শ্রী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী
কুণ্ডী রংপুর

এই বিজ্ঞাপনের সাহসের পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' নাটক রচনা করিলেন। তিনি একজন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কয়েকখানি মৌলিক বাংলা নাটক রচিত হইলেও নাটকের প্রকৃত কাম্য আর্থিকতা সুষ্ঠুভাবে হইল না। গৌরব হইল পূর্বের কেহ লাভ করিতে পারে নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—[১] "যদুনন্দন বাড়ীতে কাঙ্গালীচরণ নাটক অভিনয়ের পর কিছুদিন পরে আর একটি নাট্যাভিনয় জোড়াসাঁকো- স্থ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। ইহা নূতন নাটক বলিয়া নহে কারণ বাড়ীতে 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' অভিনয়"। তিনি গৌরদাস বসাকের উক্তি দ্বারা তাঁহার কথা সমর্থন করেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার মাইকেল মধুসূদন গ্রন্থে কীর্তন চলিত পর উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত বলেন:[২] "Kulin Kula Sarvasva was the first real Bengali drama that was put on board the stage in 1856". শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত গৌরদাস বসাকের উক্তি, শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের জীবনীকার সুপ্রসিদ্ধ লিখিত হন এবং নৃপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী- প্রমুখ বহু মনীষীর লেখনী নিঃসৃত প্রমাণাবলী- উল্লেখ করিয়া তাঁহার উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন:[৩] "At the special request of Jatindra Mohan Tagore (Now Maharaja Jatindra Mohan Tagore) Ram narain's original drama Kulin Kula sarvasva was acted in 1856"

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন:[৪] "অতঃপর বহু নাটকাভিনয় অর্থ প্রমুখ বাঙ্গালী নাট্য দল যাঁহার পরিচালনায় রঙ্গমঞ্চের সম্মুখীন হইল, গৌরব লাভ করিয়াছিল"।

১। বাঙ্গালীর নাট্য শালার ইতিহাস - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩৯

2 Indian Stage Vol. II Hemendra Nath Das Gupta pp. 25

৩ Literature of Bengal chap. XVII Dramatic Writers R. C. Dutta pp. 184

৪ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য পৃঃ ৭৩

উপরিউক্ত প্রমাণ উনিশ শতক হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বাংলার সমাজে ইতিহাসে 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হইত। সৌভাগ্য লাভ করে। কিন্তু এই শব্দের মূলের মূলে প্রমাণ জন্য সুদূরের আবশ্যক নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগকে ইহা পরিচয় জন্য, অতিপ্রাচীন সময় পর্য্যন্ত পরিচয় জন্যই ধর্ম শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী।

শাস্ত্রীয় বিধি ব্যবস্থাতে কুলশাস্ত্রের চারি শ্রেণী, জ্যেষ্ঠ। মাতৃকুল ৩২, পিতৃকুল সপ্তপুরুষ ২৬ তৃতীয় পত্নীকুল ৩২, ১৪ বৎসর উর্দ্ধ বিবাহিতা ৮। ইহাদের একত্র পৌনঃপুন্যে যুগলাদি সর্ব্বদা কুলীন কুলের সহিত একত্র পরিণয় সূত্রে সম্বদ্ধ হইবার সময় কন্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ব্যতীত বিবাহ ব্যতীতে উপস্থিত কুলশালিনীদের সুখ দিবার ব্যবস্থা। কুলীনকন্যার দুঃখের জীবনের চিত্র সম্বন্ধিত বর্ণনা। কুলসুন্দরী বলিতেছে:—

"কুল। (চক্ষুর জল মুছিয়া) বাবা দিদি, এ সংসারে না আবার ভাল। না যাকলে মনের দুঃখের দেখতা যায়, এ যেমন নেই সেটি সামান্য বাঁচ। এই ৭৮ বছর বয়স হল মনুষ্য সংসারে মুখ দেখলাম।" [৩য় অঙ্ক] বাল্যবিবাহের ফলে যে পরবর্ত্তী সমাজের প্রতিক্রিয়া দেখিয়াছিল তাহার আরও নিম্নের উক্তি হইতে দেখিতে পাই:—[১]

"আমার যেমন পোড়া কপাল এমন কোন জন্মে হয় না, যে পতিসুখ কাকে বলে তাও জানি না — শুনেছি তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে, বয়স সাতের বছরের উপর স্বামী দুরন্ত কিন্তু বাঁচলে কোন দিন এত আসেন না। তা অষ্টমঙ্গলা না হ'লে তাও দেখা মানুষের কুলীনের ঘরে জন্ম হয় না। আর একজন বলল — ওলো, কুল গেলে স্বামী সঙ্গে কে চলে চলে — ধর্ম্ম এসে আর কাছছাড়ানীতে কাজ নেই — গেল জন্মটা কেবল সমাজ - আমার যার সঙ্গে বে হয় তাঁর এখন সপ্তদশী হ'য়েছে। কুলীন কন্যাদের ধর্ম্ম

---

১ আলালের ঘরের দুলাল - প্যারীচাঁদ মিত্র পৃঃ ১০৭

উচ্চ আদর্শ — এসব কথা বলাই বাহুল্য হবে।"

'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' অভিনয় প্রসঙ্গে বলা উচিত হয়। উদ্দেশ্য স্থূলত কন্যা পুরুষ সমাজের অর্থলোভ লাভ করিতে পারে। কিন্তু নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য আমাদের জীবন সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার বাস্তব রূপ সমস্যাকে উদ্ঘাটন। ঘাত প্রতিঘাত প্রভৃতি উদ্ঘাটন করাকে অবিচ্ছেদ্য শিল্পের এই পরিণতির মধ্যে আমাদের পরিচালিত করে। কিন্তু উদ্দেশ্য প্রচারই যদি নাট্যকারের মূল লক্ষ্য হয় তবে আমাদের চরিত্র সুষ্ঠুরূপ বাধাগ্রস্ত হইবে। 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' নাটকটি সৃষ্টি শৌখিনের দিক দিয়া ত্রুটিপূর্ণ। চরিত্র কারো অঙ্কিত নয়। শিল্পের অভিনয়ের কাহিনীরূপে এই একটি 'ট্রাজেডি'। নায়ক বা প্রতিনায়কের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। নাটকগুলিতে সংঘাত জটিলতা ব্যর্থ হইতে হয়।

কিন্তু রামনারায়ণের ঘটনাবৈচিত্র্য প্রশংসনীয়। অবশ্য তাহাতে হাস্যরসের মিশ্রিত অবিশ্বাস্য চাপের দ্বারা অদ্ভুত নারী ও নিম্নশ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি যথেষ্ট সার্থকতার পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত নীতি অনুসারী পুরুষ চরিত্রে অঙ্কিত। তিনি দাস চরিত্রগুলি ও হাস্যরসের চরিত্র করিলে পরবর্তীকালে নিঃসন্দেহে মধুসূদনও দীনবন্ধুর প্রহসনের নাট্যকারের উপরে পূর্বোল্লিখিত জটিলতা, তিন পুরুষ নায়ক তিন ও নারী প্রধান, বিদেশী ছদ্ম রামনারায়ণ তাঁহার নাটকের মধ্যে অদ্ভুত জটিলতা।

সংস্কৃত সংস্কৃতের ব্রতী নাট্যকারের সৃষ্টির পরিচয়। তৎকালীন সমালোচনা হইতে দেশকালের পরিচয় জ্ঞানের আমরা পাইয়া থাকি:—

১ "এই জন্য ব্যক্তিগত রূপ দুর্দশাতে ঘটিয়া সুখকরের উপ. চরণাদি অনুকরণ হইয়াছে।

১ বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ ৩৫খণ্ড — রাজেন্দ্রলাল মিত্র
পৃ। ২৪৫-৪৬

যে প্রসঙ্গে পূর্বেই এই প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়াছে তাহা এই 'নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রোদয়ের' আদিরূপ বলিলেও চলা যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, পরবর্তীকালে নাটকটি পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা যথার্থ নাটক নহে। তাহাতে অনেক গানগুলি আছে এবং কাহিনী অর্থাৎ সঙ্গীতের এবং সুকৌশলের এবং সুখপাঠ্য হয়ে কিন্তু সাহিত্যরসের যাহাকে পূর্ণ নাটককে দৃশ্যকাব্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার অভাব আছে বলিয়া মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে নাটক যাহাকে বলে তাহার সকল ধর্ম রক্ষিত হইয়াছে। তাহার আখ্যানভাগ প্রাণপুরাণমূলক, ইহার গতিপথ উত্তম এবং চিত্তও পরিচ্ছন্ন। সুতরাং শ্রীযুক্ত রাম নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের নাটক রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল এবং তাহা রচনায় তৎপর। তিনি সমসাময়িক বহু নাটকাদি রচনা করিয়াছেন। এবং তাহাদের নামকরণ যে-রূপে ইহার নাম করিয়াছেন তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন যে তাহার সুখ্যাতি তাই হয়। নাম। এতদ্ভিন্ন তাহার এই পত্রিকের লেখনীতে আছে :—

"বেণীসংহার বাংলা যুগ
এবং এবং comedy সমস্ত বেণীর সংস্কৃত ইহাসমাধান।"[১]

সুতরাং আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে অসাময়িক অবস্থাতে নিজে নাটকীয় সূত্র বা- আলোচনা আমাদিগের জন্য চিত্রই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এইজন্যই এতদ্দেশীয় তাঁহারা আনন্দে তাঁহাকে 'নাট্যকে রত্নকারণ' আখ্যায় ভূষিত করেন।

তারাচরণ চন্দ্র চূড়ামণির 'অভাবী-নাটক' ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হইল। 'কুলীন-কুল সর্ব্বস্বের' অনুসরণে এই নাটক রচিত হয়। রচনার উদ্দেশ্য নাট্যকার

---

১ পূর্বতন প্রসঙ্গ - (প্রথম নাটক) রামনারায়ণ তর্করত্ন
পৃঃ ৭৫

নাট্যকার স্বয়ং বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন — 'সপত্নী নাটক প্রথম ভাগ প্রণীত, মুদ্রিত, ও প্রকাশিত হইল। উত্তর পাড়া নগর নিবাসী মহা সম্ভ্রান্ত জমিদার সাহসের পরম সহায় শ্রীল শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই নাটক পঠিতে আমাকে অনুমতি করেন। তদনুসারে আমি স্বীয় প্রস্তুত করিয়াছি। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালা দেশের যে সকল ব্যবহার ও কুব্যবহার চলিতেছে, বিশেষতঃ বহুবিবাহ সংক্রান্ত যে সকল অত্যাচার ঘটিতেছে, নাট্যচ্ছলে সে সমস্ত প্রকাশিত। অতএব এই 'সপত্নী নাটকের' মূলোদ্দেশ্য। ..... কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি এমত সম্ভ্রান্ত শ্রীযুত গৌরী শঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তক সংশোধন করিয়াছেন।"

'কুলীন কুল সর্ব্বস্বের' ন্যায় সৌষ্ঠব প্রকার প্রচলিত বলে সংসারে যে সকল কদাচার প্রথা প্রচলিত ছিল, অশ্লীল ঘটনাসহ নাট্যকার তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া সমাজ পতিতের সামাজিক ব্যভিচার সম্বন্ধে সচেতন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বহুবিবাহ বিদ্যারত্নীদের সংসারে পত্নীর ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তি তাঁহার তিলোত্তমা কুলীন কন্যা, বেদবিদ্যিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলার অশান্তি সমস্যা চিত্রিত হইয়াছে। সমাজের যে চিত্র পাই তাহা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হইলেও সে সমাজকে আবর্তিত করিল। বহুবিবাহ বিদ্যারত্নীশ ও তাঁহার স্ত্রীর ক্রমবর্দ্ধমান অত্যাচারে সাধ্বী এই ব্যভিচারের স্বরূপ লক্ষ্য করি।

"বহুবিবাহ ..... আঃ কি সর্ব্বনাশ হইল! বাড়ীতে যে কাহারও দেখিতে পাইনা। তবে কি সকলে মিলিয়া কোথায় গেল? আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বাপ্ রে! বাপ্ রে! সর্ব্বনাশের হইল। (পাশ্বের প্রতি দৃষ্টি)

পাত করিয়া)

কোথায় গেলে পাই! ওর আছে কি! কি পেতে? কিন্তু জল খাবার আছে কি? খাবে তো এসো (বই বাড়ায় ওদের উঠিতে উদ্যত হইলেন)।

হরিমোহিনী। (ব্যস্তভাবে) আবার ওদিকে যাচ্ছ কোথায়? এ আর কেন কেন? যে হয় কাটি হ'লো। জুলে জুলে অলেছ আর কাঁদিনে। বাবা পণ্ডিত লোক হলেই কি এই রকম হতে হয় নাকি! কেন কেন কি প্রাণটা প্রাণ নেবার, জেলেও কি কাটবে না? না খেলে না দেলে এখন ছুটে ছুটে চলেছ কেন? এক একটিকে এনে, ঘর জন্যে ছুটে হ'লেই সব দিকে এমনি অঁাঁচটার কাঁটা চলেছে এবং বিশেষ আমাদের কুলীনের ঘর (দুঃখের ওদের সিঁথে জেনে জেনে) ওদের যে জ্বালাতন।

বলা। (মৃদুস্বরে বিনয়ে) বাপু বাপু হরিমোহন, হরিমোহন দুঃখেই, তোমার বৈজ্ঞ। যাদুর ওর সার জল আবার। এখন কাজের চলেলাম। কাজকের না বাড়ী গিয়াছিল? হরি। আর কি আর বাড়ী যাওয়ার যো আছে। এমন বাসা দিলে আর বেলা পাবে না।" [চক্ষু জল] দুই সংলাপ মধ্যে লৌকিক প্রথার ছুন্দ পরিণামে সরলতা দেখিতে পাই।

• বহু বিবাহের ফলে পারিবারিক প্রেমের পরীক্ষা যে বিভিন্ন হতাশার এবং পরে সুধীর দ্বিতীয় বিবাহের পর সৌদামিনীর আত্মনাদে সার্থক দেখিতে পাই:-

"সৌদামিনী। (চক্ষের জলে বস্ত্র ভাসাইতে ভাসাইতে বস্ত্র পরিহিত ইষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা দুর্বা খুঁটিতে 2 অধোবদনে দীন ভাবে) হা, যখন বাবা বিবাহিলেন ইতরাজনীর কোড়ারকালে কি এমনই ঘটিল? এমন কি ঘটি? এই প্রতিবাসিনীর কুলীন কন্যার জন্যে এমনও স্বামীর সুখ দেখিতেও পাব না। তবেরও আমাকে উপায় করিতেছ। না করিতেই বা কেন? আমি উহাদের পাদে ভিক্ষা ভিক্ষা করিয়া জ্বালাতন করি অহোরাত্র করিতাম। না এমন যে সুখ সুখিনী

'মুখ ফুটিয়া কথা, কহিতে পারিনা। এত বিপুল যাঁর প্রেমের কি ধর্ম কর্ম! বিশ্বাস ঘাতক হইলাম! হা ভাগ্যের লিখন! তোমার বিচিত্র কর্ম কিছুই বুঝিতে পারিনা। মুখের মাতা যত ইচ্ছা, বিলাস করিতে পার। পাপী দিগের উপরই অত্যাচার (অনাচার করিও) না, পাপ ইচ্ছাই ত যে যত হইত, যদিও সে বিচার চলিতে পারিত তথাপি কি এ অমানুষিক দুঃখ দূর হইত।" [৩৮.পৃষ্ঠা]

দুহাত প্রতীত পুত্রের দ্বিতীয় পত্র বিবাহের সময় শ্রীমতী কৃষ্ণমা বধূকে পুরোহিতের সহিত পরিচিত সম্বন্ধের ইঙ্গিত দিলেন। স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে কৃষ্ণমা পত্নীর সাম্মহত্যার প্রয়াস পুত্রের প্রতি প্রকাশ করেন। সবকিছুর দায়- দায়িত্বের সম্পূর্ণ এড়ায় অন্য দিকে অবিচল থাকিলেন।

বধূ বিবাহ নিজেদের জন্য কিশোরমোহনের স্নেহের উদ্যমের জন্য উল্লেখ এবং প্রস্তুতি দেখানোর বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে এমন কথা শ্রোতৃবর্গের অন্যান্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

"ভুবন। এই শুনুন না কেন মহাশয়! সেদিন ও উনি আমার নিকট আসিয়াছিলেন। কিনি এমন লোকের ও যাহার পাপ অসমসে বুঝ দেখিলেন। উনি বলিলেন — ঈশ্বর সাক্ষ! তোমাদের গ্রাম এমন আর কে দেখে গ্রাম নাই। এমন সৎ স্বামী ইস্কুল হইয়াছে প্রেমময়ের আর এমন পূর্ব্বের মত পাড়াগোঁয়ে লোক নাই সত্য হইয়াছে, এই বইখানার এমন নাম লিখিয়া দেও, এরই পরিচয় লোকেরা পাইবে। বড় অন্তরে এত করিয়া দেখিলেন। আর কুলীন মৌলিক বলিতে না, সব এক্ষণে হলো। তবু বলিলেন না বিবাহ পাইবেন সময় বধূর উহার হাত হইতে উনিয়া লইয়া- এমনি চক্ষে করিয়া মুহূর্ত্ত পরিচয় লিখিয়া দিলাম, উনি এমনি খুশী হইয়া আমার কত প্রশংসা- করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। দুঃখ করিয়া আজকাল কে কেন কৃষ্ণমা

সত্য সত্যই যে তার তার অন্তর অন্তর আমাদের দেশে চলিত ও প্রচলিত এবং প্রচারের এমন সুন্দর উচিত।" [২য় সংস্করণ]

'অপরাজী নাটকে' সহিত 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বের' কুলনামুলক আলোচনা করিলে অপরাজী নাটক অধিকতর নাট্য লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু নাটকীয় কাহিনী হয় গৌণ সূত্রে গ্রথিত না হইলেও 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বের' কাহিনীর ন্যায় সংগতি শূন্য নহে। কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশের ঘটনা সংযোজিত হইলেও প্রধানত কাহিনীর গতি পূর্ব্বের ন্যায় একরেখ নাটকীয় নির্ভরতা সম্পন্ন হইয়াছে। ডা: সুকুমার সেন 'অপরাজী নাটকের' সমালোচনায় নির্দ্দেশিয়াছেন :—

"এ সম্পূর্ণ হয়, নাট্য ঘনত্বহীন হইলেও অপরাজী নাটক যে সম্ভাবের অধিকাংশ নাট্য রূপের মত প্রবেশের দাবি রেখে না। শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব হইয়া উঠিল অসাধারণ দক্ষতা। চরিত্র চিত্রণে বাস্তবের সহিত অনুপুঙ্খ স্থিতির দৃষ্টিভঙ্গিতে সুস্পষ্ট করিয়াছে। স্ত্রীলোক শিল্পের ভাব এবং তথ্যের স্থলাভ হয়। প্রধান নাট্য পরিপূর্ণ। পাত্রপাত্রীর কথা বস্তুর বিশুদ্ধ অংশ সম্বন্ধ হইয়া। সমাজ দৃষ্টিতে বিষয় অধ্যু ও তথ্য ও কর্মীর বিশেষ দেখা যায়।"

'অপরাজী নাটকে' আমরা দৃশ্য বিভিন্ন দেখিতে পাইলাম হয়। সুদীর্ঘ বক্তৃতার ন্যায় দীর্ঘ স্বগতোক্তি ও ভাবনার নাটকীয় সৌন্দর্যহানি ঘটাইয়াছে। আমরা দেখিতেছি যে সমসাময়িক অবস্থার লইয়া বহিত বাস্তব চিত্রাঙ্কনে নাট্যকার বিশেষ পরিচয়ের ভাবধারার অঙ্কন করিয়াছিলেন। অশ্লীলতা দোষে বিশেষত দুই একটি স্থানে ঘটিয়াছে। মূলত কুলীন অনাদৃত সমাজের নারী সার্থে হইয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ডা: সুকুমার সেন ২ : ৫৪

রামমোহন বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়, বামাবোধিনীর দ্বিতীয় সংখ্যা 'সংবাদ' এবং ইহা শ্রেণীর অন্যান্য কথায় সামাজিক সাধারণের উত্তোরোত্তর উন্নতি সাধিত হইল। কিন্তু একদল রক্ষণশীল দলও অগ্রসারী হইলেন এবং তাঁহাদের মুখপাত্র 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। বহুবিবাহের কোন দর্শাইয়া রায় গুপ্তকবি বলিলেন :—[১]

বিধবা গৃহস্থের দমন বিধবা, ব্রিটিশরাজীর অবশ্য সমাধান্য-মাত্রে সাধীনতা হইলেই আর্য্য ধর্ম্মে, তাহার যথাবিধিত্ব বেদমন বলিলেই স্বাধীনতা, উপায় হউক না হউক স্ত্রী বিহীতি হয়, এবং জীবন ধারণ হয়। বায়ুর উত্তেজ্য পুরুষ কর্ম্ম পরিচ্ছেদের বাহুল্যের আবশ্যকের নাই। সুতরাং অপাত্রে কীর্ত্তিনী অতি সুলভ। ইহাতে অবশ্য পরিবার স্ত্রীবালকের অন্তরের ভাবে ক্লেশ জীব নাই। সুতরাং বিধবা গৃহস্থ দমনে প্রথম পরাক্রমুখ হইল"। কারণ যাহাই হউক বলে যে বিধবা ইহার পরিবর্ত্তে স্বীকার করিলেন কিন্তু তাহার বেশ্যাবৃত্তি সুরক্ষা তাহার সৌভাগ্যে। বিধবা বিবাহের বঙ্কিম যেমন তাহে স্বীকার করিলেন রক্ষণশীল অন্তর স্তরে ধারণ নাই এবং 'কৃষ্ণ নন্দিনী'তে বিধবার ভালবাসা আকাঙ্ক্ষাকে বিষ দিয়াছেন তেমনি ঈশ্বর গুপ্তের মুখেও বহু বিবাহের সমর্থক যুক্তি শুনিতে পাই। 'বহু বিবাহ' প্রবন্ধে সেইজন্য বলিলেন বহু বিবাহ প্রথা সুনীতি বলিয়া স্বরূপ করিয়াছে তাহাকে নহে বলিয়া তাহার আবশ্যকের শেষ করেন নাই। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহার বিদ্যাসাগর সমাজচিত্র অন্য সকল রক্ষণশীল অন্তর যে অধিক দায়ী ছিলেন তাহা বলা কঠিন। বঙ্কিম লিখিয়াছেন :—[২]

" বহু বিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী তিনিই সামাজিকের হিতকারী।

---

১ বিধবা বিবাহ — সাধু ও বিজ্ঞান সম্মত — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ২৯

২ " বহুবিবাহ " " পৃঃ ২৮৮-৮৯

২। বস্তু বিচার প্রদেশে স্বতঃই নির্ণয়িত হইয়া আসিতেছে; অনুদিনে প্রদেশের সৃষ্টি হইতেছে, অনুরূপ, তজ্জন্য বিশেষ আয়াস আবশ্যক হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা সহজ সুস্থ হইবে।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায় তবে ইহার সমাধানের প্রমাণ করিয়া কোন ভালমন্দের সাধারণ-ভাবে বর্জিত করা যায় না।

৪। আমাদিগের নিকট বস্তুবিচার নির্ণয়ের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই; কিন্তু যদি প্রমাণ হিতার্থ আইনের আবশ্যকের অনুরূপ হয় নিশ্চয়; তবে ধর্ম্ম শাস্ত্রের মূল চাহিতের আবশ্যক নাই।"

কিন্তু বিচার আলোচনা করিলে বোধ হইল; তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এরূপ নহে, কারণ এমন সুন্দর দীনবন্ধু রচিত নাটকখানা 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক' 'নবীন তপস্বিনী' হইতে।

দীনবন্ধু 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনে বিবাহীক প্রসঙ্গে দ্বিতীয়ের দার পরিগ্রহের ব্যর্থ প্রয়াসে হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন তেমনি প্রসঙ্গে জনীহুলের কথোপকথনে মধ্যবিত্তের কন্যা বিবাহের শাস্ত্রীয় দীর্ঘস্থান সম্বন্ধে প্রবীণের হাস্যরসের অবতারণা করেন কন্যা বিবাহের নাম পূর্ণাবস্থ হইয়াছে।

নবীন তপস্বিনী নাটকের নাম বিবাহ সম্বন্ধে বাংলা সমাজের কীর্তন করিল। নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন 'ইহার কোন বীরত্ব আছে' লক্ষ্য করিবার বিষয়। নবীন লেখকের কন্যার বয়স বিচারের জন্য নবীন সরকার বলিয়া উঠিল:— 'আমার বিবাহের দিন বলিতেছি। মুখ্য ২৬ — ঘটকের কাছে শুনিলাম তার, আর কি হয়। যখন, মুখ্য কালের কালের শাস্ত্রীয় অবস্থাতে

ছোট্ট আত্মীয়কে এ কথা বলেনি। তোমার খুশী করতে। তোমাকে নিয়ে এত আমি দারুণ প্রশ্নোত্তর মহড়া দেবে। আর দেখছই তাও, মনে কিছু ভাবেনা। আমি পিছুমাতৃহীন ক্রিশ্চান বলেও- সকল ভীর তোমার উপর; তুমি ও তাদের ভাইয়ে, বোন বলেই বাসবে।" [১ম অ: ২৮ পৃ:]

এ পাড়ায় সমস্ত ছেলে মেয়ে মিলে বাংলার সম্মানে 'অমৃত পাওয়া যায়। তুমি দুই জন বিদেশ কন্যা প্রতি প্রেমিক, অপার খুশী। রবীন্দ্রনাথ তাদের বিবাহ দিবার কথা প্রসঙ্গে সর্বত্র মনে করেন যাই। কেন জানাদের ক্ষেত্রে তিনি সনাতন পন্থী, কিন্তু সুচিত্রার অকালিকের যখন কাদার কাছে তাঁকে নিজে অনুমতি চাইলেন যে তাদের মৃত্যুর পর ভবিষ্যৎ দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ বিবাহ করতে পারবে কিনা, মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ উত্তর দান করিলেন:— "অবশ্য করেই, বিধবা বিবাহ দেওয়া এতি কর্তব্য; সকল ভদ্রলোকের মত এখন কেবল কতগুলি কুসংস্কারের বশে কার্তিক শ্রেণীর লোকেরা বিরুদ্ধতা করছে।" [২য় অ: ৮৯ পৃ:]

রবীন্দ্রনাথ কবিতার ভাষায় স্ত্রীকে অনুপ্রাণিত করিতেছে:— "দিদি, বাংলার বিধবাদের কত যাতনা — এজন্যই তাদের সমাজের অর্ধাঙ্গিনী নয়। পেটের ভিতর পাঁজরার সঙ্গে সুপ্ত নয়, স্বামীর প্রেম পিপাসা হয় না। প্রধান আশা নিয়ে পেটে দিই তাতে যে স্বামীর বিকাশ হয়? দুর্ভাগ্যের দিন সাজানো শাঁখা কাঁচের মত ভেঙ্গে যায়। যেমন ছুঁড়ে দাও ছেলে দেখে দিই এমনি শাঁখা ছিঁড়ে যায়। তারজন্যে আমার ভাইদের স্ত্রীগণ বেশ হয়। আমি যখন অবিবাহিত ছিলেম তখন বিবাহ প্রতি ক্ষেত্রেম, এখন এতটা তা ক্ষেত্র নাই; কেন বিবেচনা যদি মতি তবুও সব শেষ পারি না। দেখ যদি এমন সংস্কারের চলনটি মানতে পারে। তবে যদি তাহলে তো অবলাদের সুখ বিলাসের, আশা, বাসনা অধীন আর ভয় ভাবে যেতো,

নাসরুদ্দিন। আমার যিনি সমস্যার শেষ টেনে দিলেন তিনি যদি বিধবা বিয়ে চালিয়ে যেতেন তাহলে বিধবাদের এ যন্ত্রণা সইতে না।" [প্রথম: ২য় দৃ:]

কি করুণ নাটকীয় অবস্থার অবতারণা করেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যে দিয়ে দেখাইয়াছেন। দুঃখে পুত্রবধূ জননী দেবীর মনে উপস্থিত হইয়া আবার আবার কাতর স্বরে বৈধব্য দুঃখ বেদনাকে ব্যক্ত করিতেছে এবং প্রবীণতার ইহা বিধবার বিবাহের বিরুদ্ধে উন্মাদ।

আনুষের চিরন্তন জীবন সমস্যা প্রেম সমিত আবেগের বৈশিষ্ট্য নাই তবে কেন এই অহেতুক মতভেদ। প্রশ্ন। প্রধান্য ধর্মের প্রাধান্য ও সংস্কৃতির ভূমিকাই দেয়। উল্লেখ করিয়া বেঁচোরাম বলিতেছে:—

"উনার পালন তোমার - গর্ব যাতি বাড়া দিতি পারে, তা মোর বিয়ের কন্যা তো হুদ্দু ছাড়া।" [প্রথম: ৩য় দৃ:]

পরবর্তীকালের অভিনয়ের প্রথমদিকে এরূপ বহু প্রধানের সাক্ষাৎ সম্ভব নাই।

'বিধবা বিবাহ' নাটকের চরিত্র আমরা আজ পূর্ব পরিচয় দেখিতে পাই। তবে নাটকের চরিত্রের অবস্থিতি ও আচরণের ধরণ, এই সকল আলোচনার পূর্বে আমাদের শ্রীচন্দ্র স্মরণ রাখিতে হইবে যে নাটকের প্রথমদিকে সুতরাং তাহার চরিত্র চলনে বলনে সর্বপ্রকার আচরণের প্রথমদিকে উপজীব্য হয় কৌতুক ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।

তবে 'বিধবা বিবাহ' নাটকের বিষয় নিয়ে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যে কালের বীজ লইয়া নাটকার তাঁহার প্রহসনের পাত্র পাত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের মুখে এ ভাব দান না করিলে তাহাদের জীবন্ত রূপ হইত না, আর্টও সৃষ্টি হইত সামান্য বিকৃত হইত। উপরন্তু তাহার সমাজের নিকটের উক্তি স্থানে এ আলোচনা সমাপ্ত করিব।

"ایک تجویز پیش ہوئی، اعلان ہوا، دوسرے دن — : مہاراجہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر اعلان کریں کہ ہم نے اپنی رعایا کو معاف کیا۔ مہاراجہ نے کہا: "اچھا، یہ کام کل ہوگا۔" دوسرا دن آیا۔ مہاراجہ بیمار تھے۔ تیسرا دن آیا۔ مہاراجہ کا انتقال ہو گیا۔ رعایا کو معافی نہ ملی۔ مہاراجہ کے بعد راجہ نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے بعد رانی نے رعایا کو معاف کیا۔ رانی کے بعد راجہ کے بھائی نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے بھائی کے بعد راجہ کے بیٹے نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے بیٹے کے بعد راجہ کے پوتے نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے پوتے کے بعد راجہ کے پڑپوتے نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے پڑپوتے کے بعد راجہ کے چکڑپوتے نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے چکڑپوتے کے بعد راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے کے بعد راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے کے بیٹے نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے کے بیٹے کے بعد راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بعد راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بعد راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بعد راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بعد راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے نے رعایا کو معاف کیا۔ راجہ کے چکڑپوتے کے بیٹ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন স্মৃতিতে' 'রামমোহন রায়' সম্বন্ধে একটি চৌদ্দ বছর বয়সের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্মরণ করিলে হয়ত 'রামমোহন রায়ের' প্রতিভা কাল রবীন্দ্রনাথ বালক মাত্র।

'রামমোহন রায়ের' চতুর্থ অঙ্কে নিশিথে প্রমিলার মন্ত্রণাগৃহে রাজা চৌধুরী এবং ব্যক্তি বিদ্রোহের কথা। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় একঘণ্টা দশটি বলাকার অন্তরে স্বল্পান্তি আনয়ন করে না। আমরা 'মন্ত্রণার একাংশ' প্রসঙ্গে দেখিব যে 'রামমোহন রায়ে' দীনবন্ধু কোথাও লাল বিহারী দে কে বিদ্রোহ করিয়া রেভারেন্ড জেমস লঙের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি অবশ্যই আমরা এই বিদ্রোহের যথার্থতা অনুভব করিব :—

"পঞ্চানন্দ। চাও ভ'লোকের কথা, আমার নাম বিরক্ত লেখেন।

প্র: কর। তাঁর নাম কি?

প: কর। রেভারেন্ড জেমস।

প্র: কর। তিনি বৈষ্ণবের বিদ্রোহের আরম্ভের ভালমন্দ দেখে কাঙ্গালী হ'য়েছেন।

প: কর। রেভারেন্ড সাহেব বড় ভক্তিরসের লোক কিনা ভ'লোকের — তাঁর বিরক্তের কথা কি কর —

প্র. কর। কোনো বর্ণনা আছে?

প. কর। কৃষ্ণধর্ম — বিরক্তের কথা শুনিবে কি? পাঁচ মুসলমান।

পাঁচী। সর্ব্বনাশ!" [তৃ: অ: ৩য় গ:]

লাল বিহারী দে ছিল বিদ্রোহী বিদ্রোহের সুতরাং লোকের কাছে দীনবন্ধু হয়ে পরিচিত হইল। লোকনিন্দা প্রথা, বহু বিবাহ প্রভৃতি লাল প্রজার আবির্ভাবে তাঁহার পুরাতন বাহিনী। অন্যান্য দীনবন্ধুর নবরত্ন দীনবন্ধুর আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:— "রেভারেন্ড জেমস দীনবন্ধু ছিলেন।"

অবশেষে লাল বিহারী দে ছিল সম্প্রদায়ের চোখে দীনবন্ধু ও খড়্গ হস্ত বিদ্রোহী। তাঁহার সেই ধূলিস্

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরের চেতনাটিকে উপলব্ধি করছে বলিষ্ঠভাবে :—

"অনেক ... । চেতনাটা শুধু বোঝায় কষ্ট দেয়?

পরী। বিশ্বিদ্যালয়।

ঘোষ। কিসের বোঝা?

পরী। কবে থেকে দুষ্ট —

ঘোষ। সেটা জানো?

পরী। চেতনাটা শুধু একদিন এক সমাধীকে জন্ম দিয়ে মত্ত ছিলেন। তারপর এসে সেখানকার অন্যান্য বিষয় কাননিলেন এমন সময়ে দুষ্ট মনের বেশী মত্ত হয়ে গা। পরদিন সকালবেলা এসে জন্ম থেকে দুষ্ট ঘটেছেন।" [৩য় অ: ১ম স:]

এখানকীন্তন মূল চেতনাটির বিচারের প্রকাশের জন্য আমাদের মানসচক্ষে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রকাশের অপরিচিত এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কুমীর মানুষের চরিত্রের বর্ণনাতে অন্যের অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে নাই। কর্ণমনী বলিতেছে :—

"সেটি ছিল সেকালিদের জীবনের সেটিটি। সেকালিদের ঘরবাড়ি, বাইরে যা সে ঘরের ~~[illegible]~~ জীবন, সেই ফুলে দেয়, সেই ধোয়ে আসে। দুধ যার গিয়ে গোলাপটি খুলে ফুল ধরে।" [৩য় অ: ২য় স:]

কিন্তু দীনবন্ধু প্রকাশের সাথে অন্যের ঈশ্বর ব্যতিক্রম। কর্ণমনী বলিতেছে :— "তারপর সেই সবটুকু ধরে, ক্ষেত, কার্তিকে; প্রদীপটা নেও নেও। গেলাম প্রদীপটায় তেল দাও, সে গেল বুঝি দাও। সারা গেলাম - সারা সারাদিন ধরে কুড়িটি — বুঝি শিয়ে তেল কিনে দাও। সে গেল - আমি বুঝি দেখিনি, বুঝি দিয়ে তেল দাও — সারাদিন ঘুরে বাড়ি গেল, মরে হবার হয়ে — গেলাম সারাদিন বিদেশে থেকে বাড়িতে দেখে — সেই বাগানে, সেখানে উঠে ঘরে ঘরে নাবি নাল — সেই ফুলে বাগানে ধরে দাঁড়ালাম। আমি তাহলেই দিয়ে বিল কিনলাম। মাসের মধ্যে চাষী বাগানে যাবার পথ নেই, নরম হয়ে যে তাহলে তা আমি কিছুতে শুনলাম না।"

[৩য় অ: ২য় স:]

তৃতীয় মুলানী কাহিনী ধর বাসাই অভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিল:—
" বেড়িয়ে ওকে এক বোতল গোলাপ জল আনে,
তাই ১৮০ বোতল গায়ে ঢেলে দাও। সারা শরীরের
বোঁকার মুখে ঝাঁঝ ঝাঁঝ লাগে, তারপর সারা
গায়ে নিয়ে।
অভয়। সার্থি তো ঘটনা,
কাহিনী। অন্যান্য মহাপাপের তোমার।
অভয়। তোর মাসাই বাড়িতের কাহুলের তাই ঘরে —
৩ যখন ওরিলন চাবি দিল কাহিনী। তবে আমার
সাধারণ বেরিয়ে। কাহিনী, কুই এত নির্দয় কেন?"
[২য় সং: ৩৭]

অভয়ের জীবনের এক ঘাত ও সংক্ষোভ অতীতের তাঁর চরিত্রের সাক্ষাৎকারের ও সাক্ষাৎকারের ওপরে সাথে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দান করেছে। দীনবন্ধু বাসাই প্রথম কুলাল দেখাইবার জন্য অভয়কে মুলীন মাসাইর প্রতীক্ষা করিয়া মূর্তি গণতন্ত্রবাদী ইষ্টলন্ড শিল্পীর অসাধুভূতিশীল অন্তর তাহাকে যে সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে তাহাতে অভয় কুমার 'মাসাই বাড়িতের' কাহুলের শ্রেণী ইষ্টে- বৃহত্তর সমাজের অধিবাসী হইয়া তাহার সমান অলঙ্কৃত করিয়াছে। সমাজ সংস্কারের ফলে তাহার বাস্তবিকের উদ্দেশ্য অন্তর অভাব চরণ দীনবন্ধু বর্ণনার 'কাহিনী বাড়িতের' ভূমিকা সম্পূর্ণ প্রাধান্যের সাথে কারণটি লাভ করিয়া থাকিত। কিন্তু দীনবন্ধু যেন যে প্রকারের বাক্যের করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য বড় কৌশলী প্রকাশ যেন নাটকীয় প্রকরণ গড়া তথা।

পঞ্চলোচনের দুই স্ত্রী এবং তিনী সরলাকী দুই প্রকারের চরিত্রের। বাংলার গীবনকার বর্ণনা:— " কুড়ি—বাড়ি, আগুনে গাল দিয়ে? হাঁপায়, হাতে ঘুরি, হতভাগা, একটুকু, নাও নাও — সর্বনাশের ঘোল, পিঠে আগুন, মাথা খাও, মাথা খেকোর মাথায়'—"
[২য় সং: ৯৯]

বড়ী বিধবার দুই অতীতের ঘর যেখানে বুড়ো বড় অভাব আছে। আর ও 'যেন এইজন্য যেখানে যেন বুড়োতে- আর দ্বিতীয় পত্নী প্রথম 'পদক্ষেপে' অগ্রসর হইতে না।

দুই আত্মীয় মৃত্যু পরিণত নামান্তর সংযুক্ত দেখিয়া হলে
২৬ দীনবন্ধু তাঁহার প্রথম ভ্রমণ বঙ্গের নিশ্চয়ই মুচকের ন
হয়। সেখিয়াছিলেন এবং শুনেন, তাহাদের ছিল শ্রেণী
বৈষম্যের নগ্ন রূপ অভিজাতের প্রমদ হইতে কাব
সকল বিজেতা এমন জীবনের শব্দ অস্তিত্ব সম্ভব নহে।
তাহাদের অসহায় অবস্থাতে হাল ২৬ বেন তত বর্ণমন,
প্রভৃতি নিঃস্তব্ধ হইলেন।

এই প্রধান তাঁহার দীনবন্ধু 'নবীন
ও 'কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব' উভয় নাটকের আদর্শেই একই
ভাবেতে আত্ম বিদ্রোহের এবং তাহার উদ্দেশ্যই যে পূর্ণ
রূপে বিকশিত হইয়া নাটকীয় তা পূর্ণতা প্রাপ্তির
জন্যে অবশ্য হইয়াছে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।
উভয়ত্র সত্য চরিত্রের পূর্ণ স্ফুরণের জন্য পঞ্চলোকের বাসনা
যে এতদূর পরিবর্তন সহোদর বিদ্রোহ- যে বিষয়ে দ্বিমত
নাই। গোলীন্দ্র প্রথম যে শিক্ষিত বিত্তশালী ধনী পরিবারে
কত বড় অভিশাপের নাম তাহাদের জীবনের বিদ্রোহ এবং
রঙ্গ বিলাসের ফলে যে মানবের ধর্ম শেষ পর্যন্ত সংসারে
চৈতন্য অবশিষ্ট না থাকে সেই প্রশ্ন শতবর্ষের
যবনিকা ভেদ করিয়া যেন উপস্থিতের দ্বারপ্রান্তের নাম
'আমার বাড়ির' প্রতিটি ছত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখে
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সার্থক প্রমাণ করিবার দীনবন্ধু
'আমার বাড়ি' রচনা অবশ্যই সার্থকতার অর্জন করিয়াছেন।

২য় বিলাসের কুফল দর্শাইয়া
দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নবীন তপস্বিনী' রচিত হয়।
'নবীন তপস্বিনী' দীনবন্ধু রচিত দ্বিতীয় নাটক হইলেও
ইহার অভিনয় রূপ দর্শন প্রথম পূর্বে। বঙ্কিমচন্দ্র এই
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :— "দীনবন্ধু প্রণীত 'বিজয় বসন্তিনী' নামে
একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। নাটকের

১ দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
পৃঃ ৭৬

নাটকের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কাঞ্চনী। তাদের বৈবাহিক দুর্ভাগ্যের ইতিহাস নিয়ে 'নবীন তপস্বিনী' লিখিত হয়। 'নবীন তপস্বিনী'র নায়কের নামও বিজয়, নায়িকার কাঞ্চনী। চরিত্রগত উপমানের নাটকের সঙ্গে নায়িকার মধ্যে মিলও আছে নাই। এই স্বল্প উপমান থেকেই সুধীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।"

নাটকের উৎস আলোচনা সম্পর্কে শচীন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন:—

"নবীন তপস্বিনীর কাহিনী, ক্ষেত্রমণির দুর্ভাগ্য প্রভৃতি। প্রকৃত ঘটনা, মীরজা গ্যালের চরিত্র, স্কটের উপন্যাস, ইংরেজী গ্রন্থ এবং প্রাচীন 'ফোর সন্স' হইতে সারদার কথা দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব চিত্তরঞ্জিনী নাটক উপাদান সৃষ্টি করিতেন। তাঁহার রমণী মোহনের দুর্ভাগ্য কতক প্রভৃত, হেমচন্দ্রের 'Merry Wives of Windsor' হইতে নীত।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের দ্বন্দ্ব লইয়া দীনবন্ধু যে সাহিত্য রচনা করিলেন তাহার মধ্যে দীনবন্ধুর অন্তর্দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া কাহারও ধারণা হইতে পারে। 'সধবার একাদশী' এবং 'জামাই বারিক' পর্যবেক্ষণের জীবনের বহু বিস্তারের যে অভিজ্ঞতা দীনবন্ধু অর্জন করিয়াছেন তাহার প্রকাশ বিচিত্র নিদর্শন 'নবীন তপস্বিনী'তেই সেই আদর্শবাদী সুপ্রেমের অন্তরালে অঙ্কুর আমরা দেখিতে পাই। সমাজ ব্যবস্থা পরিহাসের অবতারণা করিয়া সমালোচনা, পরিবেশের ও চিত্রণের মধ্যে দিয়া আপাতী রোদ্রের অন্তরালে অর্দ্ধবিস্তার পুরাতন মানবীয় কাহিনী অন্তর্মানুষ কাহিনী কুলবধূদেরই এর এর সুন্দর উদাহরণ হয়। নাটকের উপকাহিনী মালতীর মুখে সারদার ক্ষেত্রমণির দুর্ভাগ্যের কথা শুনিতে পাই:— "আমার বোন, তাই যে দিন বিয়ে হলো সেই দিন থেকে। বরকনে ছিলেন বটে, কিন্তু কখনও বিয়ে কাকে বলে জানতে পারেননি। কোথা

১ দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর ভূমিকা — অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৮১

বোধহয় তাই শেষে আমাকে, ব্যাপারটা হলো বিচিত্রিতা হতো। বিবাহের পূর্বে জল যেন এমন একটি দাসী ছিলেন; কাজেই যে পঙ্কজা দিয়েছেন, কারণীর বিনা চক্রের জলে একটি দিতে পারেন।" [২য় অ: ৯ম দৃ:]

এমনি যে সর্বংসহা স্ত্রী বিদ্যাভূষণ যখন খেলাচ্ছে পরহস্তে সম্প্রদান করিবার জন্য ব্যগ্র তখনও স্বামীর ও তাঁর পরিবার জীবনের দুর্বহ ইতিহাস স্মরণ করিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ প্রবৃত্ত রইয়া উঠিল। শাশুড়ীর প্রতিবাদে- জলধরকে বলিল — "কন্যাটি আমার বড়ো সুন্দরী, জননী আমার আত্মহারা, ভগিনীটী ছোট ও ভগ্ন, বৃদ্ধ বাবা গ্রামে নাই, বড় বাড়ীর বাড়ীতে বড় আদরের ছিলেন বিধ পাশাপাশি উপায়ান্তর দেখে দেখেন না।" [২য় অ: ২য় দৃ:]

সমাজের অবিচার বসবাসের অমানবিক দুঃখ ও স্বামীর যেন দোষত্রুটির নিজে বাক্তিত্বহীনের প্রলোভনকে দূরীভূত করিতে পারে। এই অমানবিক শোষণীয় ব্যবস্থার বাস্তবে শোষে অভিভূত' করিয়াছে। কন্যা আবার নিজে স্বামীর অন্তরের দুঃখ উপলব্ধি করিয়া বরের জননী-শোষণের উক্তি নিজেকেই হয়ে বিলাপে:—

"জননী কাকারও বলেন গেলে, তাহার প্রাণ চমকিয়া উঠে। আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়। আমি বড়ো বাড়ীর ছোট আদরের ধন, সেই আদরের ধন, সেই আত্মীয়দিগের দেখা দেখিতে পাই — আমার ইচ্ছা হয় অন্তরীণ মন্ত্রমতন সেই আদর মুখ চুম্বন করি, সর্ব্বত্রপ্রসারিত ধন মুক্তাপ্রায় বাহু; আর, শোকে আমার যে তাপ্তুরা নিবেদন করি।" [৪র্থ অ: ২য় দৃ:]

এই উক্তি প্রকৃতপক্ষে বিধবা সমাজের নীরব। দুই পত্নী ঈশ্বর করিয়া প্রকৃত প্রতি সামাজিক ও ব্যবস্থাগুলোর অবসানের প্রমাণ পাইয়াছে যে বৈধাচিক নির্যাতন বাড়িয়াছে এ অবস্থার অনুশোচনা, সেই সমাজ

হয়েই থাকবে। - প্রকাশিত হওয়ার অনুষ্ঠানের সময় সভা হয়। শিল্পী দীনবন্ধু পণ্ডিত তাঁর 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে উদ্দেশ্য প্রকাশের প্রচেষ্টা করেন। নাটকীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন নাই। তথাপি উপন্যাস নাটকের অবতরণিকা পাঠ করে বলা যায়। বঙ্গ সমাজের দোষ ও ত্রুটি সাধারণের এবং প্রতিবেশীর জীবনে চরিত্রের অভিশাপের জন্যই যেন স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে।

'নবীন তপস্বিনী' গল্পের মধ্যে বর্ণিত পূর্ব নাটক। সংস্কৃত ও ইংরেজী রোমান্টিক নাট্যাদর্শে প্রভাবিত দীনবন্ধু এই নাটকে কয়েকটি আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। নায়ক-নায়ক রমণীমোহন পরিবারের বিবাহ সম্পর্ক চরিত্র হইলেও বিশেষ জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রথমা অধিষ্ঠাত্রী জন্য বিলাস ও অভিনয় তাঁহাকে সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুযায়ী শৌর্য, বীর্যশালী সক্রিয় পুরুষরূপে নাটকের নায়ক পদপদে পরিচিত করিয়াছে। রসগর্ভ আশ্চর্য তাঁহার নামই তাহাদের নিকট তাঁহার সম্যক পরিচয় বহন করে।

যখন আক্ষরিক নাটকে পাত্রচরিত্র শিল্পী আলোকী দীনবন্ধুর সার্থক কীর্তি সৃষ্টি। শুদ্ধ অন্তর এবং চরিত্র গৌরবের অধিকারী নারীর সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আনুকূল্য দেখা যায়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত শিল্পীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন:- "দুঃখী যেন অন্তরের ফুলগুচ্ছ, যার মধ্যে পড়ার তার ভিতরে শুধু কাঁদায়"। দীনবন্ধুর নাটক রচনায় বহু মনোরম চরিত্র অবতারণা করেছেন কিন্তু এমন দুষ্টু শিল্পী আলোকী বুঝি আর দেখি নাই। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ঈশ্বর দুই নারী সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন:- "এই উপন্যাসের নাটক রীতিতে রচনার ও সুকৌশল রীতি[2]

---

১ বাংলা নাটকের ইতিহাস - হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ৭৯

২ বাংলা উপন্যাস সাহিত্য - পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন পৃঃ ৩০০-১

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পাত্র অনুপস্থিত রইল। অন্যতম মূর্তিটি 'নবীনতপস্বিনী'তে বহু পরিমাণে সাদৃশ্যের দাবি করেছিল। উপন্যাসের আরম্ভে পণ্ডিত ব্রহ্মগতি ন্যায়রত্নের উক্তি স্মরণীয় যেটি:— "দীনবন্ধুবাবু নীল দর্পণের ন্যায় কোনোটির পরিণতি ভেবে লিখেন নাই, এই জন্য অনেক স্থলে 'দীনবন্ধু বাবু অনুচিত কীর্তি করিলেন — নীল দর্পণের উল্লেখ নাই — কেবল ভাবে ভাবে আসিয়া উদয় হইয়াছিল।" 'নবীন তপস্বিনী' প্রকাশিত হইবার পর সর্বত্র আলোচনার বস্তু হইয়াছিল। এর পাত্র-পাত্রীগণ অভিনীতও হইয়াছিল।[১]

বহু বিতর্ক নিরর্থক আইন প্রণীত হইল

না কিন্তু কারণ প্রচার ও আন্দোলনের ফলে ধীরে ধীরে আন্তরিক শিল্পের মূল্যে শ্রেণীগত প্রথা এবং বহু বিবাহ প্রথা মুক্ত হইয়া সামাজিক অবস্থান সমাজে অশ্লীল এই প্রকার রচনার লেখকদের সাহস যে না রহিতে পারে নাই। সুতরাং, বহুবিবাহ নিরোধক্ষণ্ণ প্রচার পাতে বন্ধ হইল না। ইহাদিগে এই 'বিষ' কালের বুকের মধ্যে মর্মান্তিক প্রহার করা অবিলম্বে প্রকাশ করা অবিলম্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। "বিধবা বিবাহ" নামের ইতিহাস নামক হাস্য শীর্ষক কবিতা। লিখিয়াছেন:—

নাতিনীর অভিলাষে ঠাকুর
নাতিনী ছুটিল বেগে সুখের প্রচার
বিধবা বিবাহ বিধি করিবারে দান
যে দিয়া ছুটিল বেগে, যে সাধে চরণ
সম্মুখের কাঁটা গেল, ছিঁড়ে গেল চরণ।
যতনে গাঁথিনু যেই ভাবের মালা হায়
শৈশব শৈশব হয়ে গেল বিফল।

অসামান্য অভিজ্ঞ পাঠক সাধারণ ও নারীর অন্তরে যে সকল ভাবের বিপ্লবের প্রকাশ প্রচলিত সমাজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহাকে সূত্র করণ করিয়া

১ বাংলা গদ্য ও সাহিত্য. পণ্ডিত ব্রহ্মগতি ন্যায়রত্ন
পৃ: ৩৩২

কবিতার ও প্রবন্ধের সৃষ্টি জীবন এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকার ও প্রকাশের পালা। এখানে দুইয়ের অন্তরালে বঙ্কিম সাহিত্যের বহু বিভাগ লিপ্ত হইয়া দুর্গ চরিত্র সহিত করিয়া আনুষঙ্গে এই প্রকার বিভাগে চালিত করিবার প্রয়াস Chur ...। শ্রী সুকুমার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী বাংলার সাহিত্যের অতীত পুনরায় অনুভূতি করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

"এই যুগের সাহিত্য বাংলার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ জীবন সেই রহস্য পরিবর্তিত তাহার পরিবর্তে যতগুলি আদর্শই মুখ্য রহস্য উঠিয়াছিল। সেখানে প্রত্যেক জাতি সেই আদর্শ সাধনেই সেবক ছিলেন বলিয়া তাহাতে বাংলার সাহিত্য অতীত পুরাতনই প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।"[১]

আদর্শবাদী সাহিত্যের উদ্দেশ্য মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টির সেবাকুলের এবং স্বাধীন বাসনার আদর্শ প্রচার করা। এজন্য তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে অনুসরণ করিয়াছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তুলনামূলক বিচার আলোচনা নিজে এমনটি এজন্য এ স্থলে তাঁহার বৈদেশিক নিজে নকে সুসংলগ্নের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত সাহিত্য সৃষ্টির বলিয়া।

ইহা ব্যতীত ইহা বঙ্কিমের সাহিত্যালোচনার জন্য বিশেষ করিয়া উপযুক্ত। ইহাতে চরিত্রের সাহিত্যালোচনার দুর্বলতার সুযোগের তাহার অর্থ নাশ হইয়াছে। ইহাকে বিচার বিশ্লেষণের জন্য অন্যান্য সমালোচিত চরিত্রের সাহিত্যের তাহাতে বঙ্কিমের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার কিসে কিসে করিয়া তাহার লেখার কারণ কি বলিল। বঙ্কিমের প্রশ্ন করিলেন — কি বলিল। লেখা। যেজন্য যা বলিয়াছেন তা কিনা। ও সেগুলি না হইলে

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীসুকুমার সেন, পৃ: ২৬৭

কাই গিল হত। কেনেও গিল যি কলাবন? সাধারণ প্রদীপে ঘৃতের অভাব হয়ে - তার দরকার যি? - একটি অভাবেতেই তো যথেষ্ট জ্বালা যায়।

ভদ্রবাবু। আজ্ঞে নাজি? ঘৃতের অভাব হয়ে নাজি? (দেখাইয়া উঠিয়া) এই কাচের জীবন - বায়ু, বায়ু, বেটাকে অত্যন্ত এত গিল তো যিয়েতেই জ্বলবে - এইজন্য বাধন হাত হতেই পারে। (বসিয়া) বাবু, তোমার গিলাটি কুলী অক্ষয়ন্ত বস্তু। সাধারণ জন্য এমনটি হয়তো তো অনেক জীবিত"

[৩য় অ:৩য়:]

শেষে অর্থাৎ বিস্ময় হইল যে সাধারণ যেমন অধিক।

সমস্ত প্রমাণের আজ্ঞে ঘৃত রাখিবে চরিত্র বর্ণিত বাস্তবতা ঘোচে না।

দীনবন্ধু লিখিত 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটকে প্রধানতই বিয়ে বাতু কং- বিধবার ভাইয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ চৌধুরী প্রধানতঃ রচনা করিয়াছেন এই সত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।' অন্যান্য প্রধান কোন ক্ষেত্রে বাংলা নাট্য সাহিত্যে এমন নাট্যকারই দীনবন্ধুকে আদর্শ করে ভাবিয়া লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের জ্যোতিরিন্দ্র নাথের প্রধান যেন মৌলিকতা বর্জিত বলিয়া মনে হয়। যে সূক্ষ্ম অনুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি কং- জীবন চরিত্র অঙ্কণের শক্তিতে- সহানুভূতির বৈশিষ্ট্যের দীনবন্ধুর প্রধানের চরিত্র গুলির কোন দুর্লক্ষণের স্বাভাবিক জীবনের সাক্ষিস্বরূপ হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের নাট্য তাহার লেখনী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্র কং- প্রত্যক্ষ জীবন সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের লেখনী- অভিজ্ঞতার বলিয়া মনে। সর্ব্বত্র জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব কং- সাধারণের প্রতি সহানুভূতির স্পর্শ হীনতা- তাঁহার জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টির প্রতিকূল কং- মৌলিক কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সেইজন্য যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া জ্যোতিরিন্দ্র নাথ প্রধান রচনা করিয়াছেন সে উদ্দেশ্য প্রকাশ হইলেও নাট্য রচনা যে সার্থকতার সাথে জীবন্ত সে বিষয়ে সন্দেহ হইবে।

[illegible] अन्तर्राष्ट्रिय [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 1997

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সুরাপান ও উচ্ছৃঙ্খলতা

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজের ভাগ্যাকাশে যে সৌভাগ্য সূর্যের উদয় হইল তাহার কিরণ সম্পাতিত বাণিজ্যের জন্য ও ইংরেজ বাহুবল সুদৃঢ় করিবার জন্য ইংরেজ রাজপুরুষগণ এদেশীয় উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। বিলাত হইতে জ্যান্তলগত সিভিলিয়ান গণকে বাংলা শিখাইতে না পারিলে পূর্ণ-রাজস্ব সংগ্রহ অসম্ভব নহে এবং ভারত সাম্রাজ্যে ইংরেজ আধিপত্য প্রদান না হইলে এদেশবাসীর অন্তরে ইংরেজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব নহে। ইংরেজ রাজপুরুষগণ ও শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বাইবেল প্রভৃতি বিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, বাইবেলের বাংলা অনুবাদ এবং স্কুল পাঠ্য পুস্তক অকাতরে প্রদান করিয়া ইংরেজগণের বাংলা শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইল।

মিশনারীগণের প্রবল উদ্যম এবং উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া দেশবাসীর খ্রীষ্টধর্মের নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তাহাদের প্রচেষ্টায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায়, ইংরেজ ধর্মযাজকদের শিক্ষাদানের নিমিত্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইল। এ প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিদেশীদের বাংলা শিক্ষাদানের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইল।

এই শিক্ষাদান প্রসঙ্গে ইংরেজগণের রাজ্য পরিচালনার নিমিত্ত কলিকাতা সুপ্রীম কোর্ট ইংরেজের ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা অবলম্বন। এই সময় বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তির সংস্কৃত এবং ফার্সী শিক্ষালাভই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু বিশিষ্ট জন্য প্রয়োজন হইল সংস্কৃত এবং উর্দুভাষার সংস্থাপনের জন্য রাজকীয় প্রার্থনার

প্রাচ্যের সমাজে ফার্সী শিক্ষা জীবিত রহিত। বাঙ্গালা মোছলেম সমাজের জীবনীতে পাঠানো এমন কোনো চিন্তার ফার্সী শিক্ষার কথা আমরা জানিতে পারি, এবং নীতিগত উদ্দেশ্য ও সমাজের শিক্ষার, সাংস্কৃতিক জীবন প্রভৃতি

কিন্তু ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাঙ্গালী মুখী সমাজে অনুভূত হইল। ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ এবং সর্বপ্রথম ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য শিক্ষাভিলাষী যুবক বৃন্দের সম্মুখে ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্যের দ্বার - চিরতরে উন্মুক্ত হইল। লর্ড মেকলে, মনোক্সা বেন্থাম, জেমস মিল, রিকার্ডসন, ~~উইলসন~~ উইলসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টার ফল ফলিল। বাঙ্গালী যুব সমাজ ইংরেজী শিক্ষালাভের জন্য ব্যগ্র আগ্রহ হইয়া উঠিল। এতদ্ব্যতীত জ্ঞান আহরণের জন্য যে ইংরেজী শিক্ষালাভের আবশ্যক বাঙ্গালী শ্রেণীর হইল তাহা নহে, অর্থকরী চাকুরীর প্রলোভন ও তাহার দিকে ইংরেজী শিক্ষার পথে অগ্রসরায়িত করিয়া তুলিল। এক সাময়িক মন্তব্যের বর্ণনায় আমরা পাই:—১

"১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইলে এজলাস ইংরেজী ও পারস্যভাষায় অভিজ্ঞ দ্বিভাষিকের প্রয়োজন হয়। অবশেষে তখন ইংরেজী জানাভিজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব ছিল। সুপ্রিম কোর্টের প্রথম জজ আর ইলাইজা ইম্পে তাঁহার আইনজ্ঞ কিলাত প্রভৃতি দিল্লী নিবাসী মৌলবীদের সাহায্যে এ কার্যে নিযুক্ত করেন। পরিশেষে প্রয়োজনীয় সাহিত্য ইংরেজী অনুবাদের সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার হইয়া উঠে।"

অতএব, প্রয়োজনগত এবং বাহ্যিক অর্থাগমের উপায় সমাজে প্রবর্তিত হইয়া বঙ্গে প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার প্রচার এবং প্রসার বৃদ্ধি পাইল।

১ বাংলা সাময়িক সাহিত্য — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৫১

কিন্তু আমাদের যে শুধু ইংরেজী শিক্ষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইয়া ইউরোপীয় ভাবের ভাবুক নহে, ইংরেজী শিক্ষার সহিত ইংরেজ অনুকরণ. রীতি নীতি আচার ব্যবহার এবং আহার বিহারের বিজাতীয় ভাবে আমাদের অনুপ্রাণিত করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার ও ধর্মানুষ্ঠানের মূলেও কুঠারাঘাত করিতে ইচ্ছা হইল না। এতদ্দেশীয় নব্যতন্ত্রের সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র বসাক মহাশয় বলিয়াছেন :— "হিন্দু-কুলের মূলচ্ছেদ হইলেই সম্পূর্ণ লোকের ভাব সিদ্ধ. যেহেতু দিনকতক ইংরেজী শিক্ষার ফলাফল আরম্ভ হইল। এই শিক্ষার ফল সেকালে এই হইয়াছিল যে - যুবকেরা যাহা কিছু ইংরেজদের আচরণীয়, সেবিলেন — তাহাই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিল। ইংরেজী খানা খাওয়া, ইংরেজী খানা, ইংরেজী ধরণে স্নান, ইংরেজী জুতা পরা, ইংরেজদের মত চাওয়া, ও বিলেত ফিরিয়া আসিয়া, এমনকি অঙ্গুল ধারণই বলিয়া সাব্যস্ত করিত — যুবকেরা সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিল।"

সমসাময়িক বিভিন্ন গ্রন্থে যথা — 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', 'এডুকেশন গেজেট', 'বঙ্গদূত পত্রিকা' ও তৎকালীন সংবাদপত্রে' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা, সমগ্র পুস্তকে তাহাদের অনুকরণে ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের জীবন যাপন প্রণালী নানাভাবে শ্লেষাত্মক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে 'কাঙ্গালীচরণ মুখুর্জ্জের আত্মচরিত' হইতে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য :[2]

"গ্রাম প্রতিবেশিনী সুন্দরী স্ত্রীলোক আমার পত্নী হইতে আমাদিগের বাসায় একটি ছিলেন তাহা বর্ণিত। অর্থাৎ ক্ষীণ—বলিয়া সুন্দরী স্ত্রীলোক আমার পত্নী বিলাতীয়ের তর্জ্জমা দ্বারা অঙ্গ সেবাদানীর কারণ জন্য পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। (বিলাত ফেরত আমার শ্বশুরের বেতনভোগীর জন্য বলিয়াছেন

১ বাংলা সাময়িক সাহিত্য - গোবিন্দচন্দ্র বসুমহাশয়। পৃঃ ১০৩

2 কাঙ্গালীচরণ মুখুর্জ্জের আত্মচরিত পৃঃ ৪৬-৪৭

আমার ছিল যখন তাঁদের অর্দ্ধাঙ্গ অবলম্বন করে উঠে বসেন)। এইদিন সন্ধ্যার পর আমাদের পিতামাতার আদেশে পিতামাতার নিকটে বসে আমরা ধীরে ধীরে দরজার বন্ধ করলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম যে ব্যাপারটা কি। আমার পরে দেখিলাম তিনি একটি দেশলাই বাক্স এবং একটি ছুরি ও একটি দেবীর বোতল ও একটি গ্লাস বাহির করিলেন। তৎপরে প্রকাশ্য তিনের বাক্সটি খুলিলেন। তিনের বাক্স খোলা হইলে আমি দেখিলাম যে তাহাতে সাদা গোলাকার জিনিষ নাই। বোতলে, বোতলে, বোতলে, বোতলে পরিপূর্ণ। বিজ্ঞাতীয় আবার বলিলেন — ধূমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে ঈশ্বরকে উত্তম দ্রব্য আহার করিয়া বিশুদ্ধ (কোরী) হইতে হইবে। অধিক বলিতে পারি না। যখনই শুনিব আমার আত্মা বন্ধ করিয়া দিব। কিন্তু সেই দিন আমি ঐ আত্মা বন্ধ করিয়া দিব। কিন্তু আমি দেখিলাম পাপ সম্পূর্ণ হইতেছে না, অন্য পাপ করিতেছে। ঈশ্বরের অপরিমিত দয়া আমার এবার পরিত্রাণ করিলেন।"

এই ঘটনা সম্বন্ধে হইতে আমরা জানিতে পারি যে ইংরাজী শিক্ষার অধিক দাসত্বের এবং অন্যান্য বন্ধনে জড়িত হইল। যে ইংরাজী শিক্ষিত যুবক দাসত্বের পরাকাষ্ঠা হইত। অবশেষে 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায় পরিবর্তিত বলিয়াই উহা হইত। অন্য সাময়িক সংবাদপত্রে দেখিতে পাই :—

"শিক্ষাভিমানী বালকেরা যে দেখিতে দেখিতে ১৮ লিখিতে পড়িতে হয় নিরীশ্বর, এই হলো শেষ। ইয়ংবেঙ্গলের ছেলে যত বাপমায়ের অবাধ্য, মুরুব্বীর অবিনীত, যত যত দুরাচারে বাজারী বাঙ্গালী বেঙ্গলী ছেলে, কুলের বার বাঙ্গালীর মেচ্ছ ধরে অনাচারে, তেরিয়া হইয়া পাশ চলে, কাজ দিয়া গোল গেল, গো, ছু হেল।"

খ্রীষ্ট শীলের আত্মকথা প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশ্চাত্যানুকরণ[2]

"হাজারের ছেলেরা হটুগোলে একজন খ্রীষ্টিয়ান প্রচারক

১ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় হইতে উদ্ধৃত ১৮৫৫ সাল ১২৪২ সাল
তত্ত্ববোধিনী, পূর্ণচন্দ্র 'বঙ্গীয়

২ বঙ্গেষু নারীহরণ ও ৩৪ শ্রেণীর কর্মসম্পাদন - পাশ্চাত্য শিক্ষার
পাশ্চাত্য ২: ৯০

প্রচারকে কাজ করিতেন। রামমোহন রায়ের বন্ধু আডামের সাহায্য ও উৎসাহের ফলে একদিন কলকাতার সম্মিলন হয়। তাঁহার কন্যা ইসাবেলা ও দক্ষিণী বন্ধুদের প্রচেষ্টায় লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। এই সমস্ত শ্রেণী পাঠ করিতে থাকেন। দক্ষিণী বন্ধুদের সাহায্যে বেথুন স্কুল — স্ত্রীশিক্ষার জন্য অগ্রসর হন। ইহা ছিল ডা- ও দুঃখবিলাসের জন্য স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা বা পাঠ না করা বা পাঠ করিতে দিলে তাহা অসার বা পাপ না করা এমন্যতার, সংস্কার পাঠ না করে, এমনকি উচ্চশিক্ষার সুখী হওয়া। " লাইব্রেরী স্থাপিত হওয়ায় অশিক্ষা সত্ত্বেও তাহাই করিলেন ধরিয়া বলিলেন, ইংরেজ, স্ত্রীলোক, স্বামী সুলতানের দ্বারা উন্মুক্ত হইয়াছিল।"

এই রূপে প্রথমদিকে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ও তাহার সঙ্গে সুচনা ইংরেজী বিদ্যালয়ের চেষ্টা ও তাহাদের পাঠ্যসূচীর বিষয়ে হেনরি ডিরোজিও প্রণেতা। কিন্তু অবশ্য তেন, তৎকালীন সমস্ত ছাত্র অবলম্বন যে নৈতিক বিপ্লব দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে অবশ্যই হইল। রামমোহন রায়ের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপাদানের হইতে তাহার লক্ষ্য ও সত্যপ্রীতি জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।[১]

" যেতাবলী অনুসারে তাহার ছিল polytheist, তাহার হইয়াছিল deist, এবং হইয়াছে atheist, রামমোহনের হাসিয়া বলিলেন — 'কেবল বেচারা হইয়াছে beast।"

Athenium হাসিয়া বলিলেন আরও তীব্র ভাষায় মুক্ত প্রকৃত ইংরেজী বিশ্বাস ছাড়া লেখেন: — " If there is anything that I hate from the bottom of my heart it is hypocrisy".

সুতরাং, আমরা দেখিতে পাই যে; যে যুগে ইংরেজী শিক্ষা আমাদের সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে, বাংলা সমাজে যে এক সুদূর সঞ্চারিত, প্রাচীন শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার, পরিবেশের কিংবদন্তি পরিবেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, আচার ব্যবহার, দেশ, জাতি দুই বন্ধু

---

১ অনুবাদ লাইব্রেরী-৩ প্রাচীন বাংলা- পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী
২: ৮৩

দুইখণ্ড প্রকাশিত হলো। বঙ্গ সাহিত্যের এইটুকু সাধনা। এই যুগ সন্ধিক্ষণে জন্ম গ্রহণ করেন বাংলা নাটক ও কাব্য জগতের উজ্জ্বল রত্ন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি শিক্ষিত শিক্ষা লাভ করেন। তবে জন্ম গ্রহণ করিয়া মধুসূদনের অর্থ প্রকাশ, সাধুসিদ্ধ ভাষার সুখের ও সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেকালের 'ইয়ং' (তরুণদলের এডুকেটেড ব্যক্তিগণের ন্যায় বিশিষ্ট অন্যায়) দিগের ন্যায় বিলাত জনা বিশিষ্ট হইয়া, নাম করিবার জন্য বাংলার সাহিত্য ও জীবনের সেই প্রাণ ছেড়ে উচ্ছেদ করিয়া ইংরাজী ভাব ও আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ইংরাজী ভাব ও সাহিত্য যেমন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ও প্রতিভাবলে মহত্ত্বের রূপান্তরিত হইল, তেমনি তাঁহার হৃদয়ের সেই সনাতন ভাব সম্পূর্ণ, ইংরাজ জীবন সহচারী হইলেন। উচ্ছৃঙ্খল তরুণ ইংরাজ ও সেকালের প্রচলিত চরিত্রের সেই তফাৎ। উভয়েরই বিলাত সাগরের সহিত গ্রহণ করিলেন তবে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন যে বড় বিশৃঙ্খল ছিল তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকে দারিদ্র্যের ভোগাইয়া বিদ্ধ করিল।

শর্ম্মিষ্ঠার নাটকখানিতে প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বিজয়ী হইয়া মধুসূদন প্রকাশ্য ঘোষণা করিলেন। যে বাঙ্গালীর প্রাণে আনিতে বাংলা নৈতিক চরিত্র উলাঙ্গলে দিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্যায়। ২৭ বৎসর বয়সেই বাংলার জন্ম মধুসূদন তাঁহার 'এতেই যদি লোক সন্তুষ্ট' প্রকাশ করেন। বাঙ্গালীর জন্য মধুসূদন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের 'তত্ত্ব লাঞ্ছনা' ভোগ করিলেন। তাঁহার চরিত্রের এ সম্বন্ধে জনৈক ধীমান উল্লেখ করিয়াছেন:—[১]

"এতদ্দেশ বিদ্যালয় শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের ছাত্রদের সেকালের প্রাচীনদের ইউরোপীয় ভাবাপন্নদিগকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ জন্য নিঃশেষ হইয়া গেল। দেশীয় ভাবাপন্নদিগের আর জন্য দেওয়া হইল না। বেঙ্গলী মধুসূদন ফুটাইতে পিয়ে বাঙ্গালার প্রাণ মনের দাবী করিলেন।

১ মধুস্মৃতি - নগেন্দ্রনাথ সোম - পৃঃ ৪৭

সেদিন তিনি আর কোনোদিন ফিরে আসেননি। ভারতের আর আর হয়নি। মধুসূদন একাধিক আত্মীয়ের পূর্বেই মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী অন্যত্র চলে যাবার ফলে উপায় না দেখে পুত্রকন্যা ভাইবোনের কথা অবিস্মরণীয়ভাবে জানাইলেন। ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয় আর্থিক দায়ভার নিতে বাধ্য হইল।"

সম্প্রতি দত্ত বংশের জন্মগ্রহণ করিয়াও সুকবিগণের নিকিত মধুসূদনকে যে অতীব ব্যবহার করিতে হইয়াছিল তাহা যে কোন তিনি হাসপাতালে করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার মনে খুব প্রশ্নই উদিত হইয়াছিল — 'এরেই কি বলে সভ্যতা'? অন্যত্র আমরা পাই;—

"বেতারের ভূতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবতী লক্ষ্মী কলকাতা বিদুষী দ্বিতীয়া স্ত্রীর আবিত মধুসূদন পূর্বে হইতেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কাল ক্রমে পক্ষপাতী হইয়া মধুসূদনের তাঁহার পরে প্রথমে প্রকৃত অভিলাষী ছিলেন। উক্ত কুমারীও মধুসূদনের বিশিষ্ট ভাবের তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হন। এ বিষয়ে কন্যার পিতার আপত্তি ছিলনা; কিন্তু তিনি মধুসূদনকে অনুকূলাবস্থা ত্যাগ করিতে বলেন। মধুসূদনী কিছুতেই বাল যোগ ত্যাগ না করে এ বিষয়ে রব নাই।"

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই ধীর পাশ্চাত্যের মধুসূদনের জীবন সত্যই এক দুঃখ বিষাদময় আবর্তে ঘুরিয়াছিল। 'এরেই, কি বলে সভ্যতা' প্রশ্নটির সাথে নবনাটু হয়ে বোধ হয় প্রার্থনাই। তিনি জীবন ব্যবহারী সঠিক সত্য। অর্থাৎ আর্থিক চর্চার পরিবর্তে ধর্ম এবং বন্ধনী ভাবে চর্চা করা হয়। অবশ্য নবনাটুর অনুভূতি দ্বারা তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিত্ব যেন আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

"নব। ছেলেবেলায়, আমাদের সাহিত্যের বিদ্যালয়ে জন্ম। কিন্তু আমার বিদ্যাবলে সুপণ্ডিতদের শিক্ষাদি যেটি দ্বিক ছাড়েছি। আমার পুস্তকাদি দেখে আর হাঁটু পোড়াতে স্বীকার করিনে। ভাষাদের নাকের ডগায় আমাদের সাহিত্যের সন্ধানের দূর ছাড়েছে। এখন আমার প্রার্থনা এই যে,

---

মধুস্মৃতি - নগেন্দ্রনাথ সোম পৃঃ ৩৮

তোমরা আমি আমরা মন প্রাণ ভরে এদেশের সোশিয়াল বিচার্স গড়ে হব তার চেষ্টা করা।

• রিয়ার। রিয়ার।

পাঠ। কৈলেন্সমান। যেখানের লোকের এইখানে কাজ — তাদের স্বাধীনতার দাও — জাতিভেদ ভাঙো কর — আর বিচার দাও। তাহলে এবং কেবল তাহলেই আমাদের হবে। এত দুর্বল ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্য দেশের সাথে টক্কর দিতে পারছে না। ..... কিন্তু কৈলেন্সমান, এখন এদেশে আমাদের কাজ যেন এমনভাবে চালাতে হয় যেন কেবল আমাদের স্বাধীনতার দালান। এমনি দাও যে খুশী তাই কর। কৈলেন্সমান। ইন দি নেম অব দ্যি লোর্ড, আর এক্ষণে আমাদের সেলুট্স।" [২য় অ: ১৪-৭]

কলিকাতার বাং. পাং. তখন খুব প্রকাশ আলোড়ন। ইন্দু সেনের অন্য বন্ধুদের কেউ বলিলেন:— "কলিকাতার কলেজগুলো নয়। — তাদের ভদ্রলোকের তালি বড় উচ্চ।" বাদ্যমন্ত্রী এমনি যে যে ভদ্রলোকের তালি বড় উচ্চ? অন্যত্র হরবোলানী কেশোমণি বলিলেন:— "তাদের আর যে কাজ? অন্য কাল কলিকাতার বাবুর লোকেরা লোকের শোষণ করে। তা ছাড়া তাদের কেবল এই চালাকি। এল দুধে। তা ছাড়া যে যেমন স্থায়ী বাসিন্দা তার যে কাজ না থাকলেই বা কি। আমরা কি তেমন বলিতে যে কাজ? এই জন্য শেষ স্তরে আমাদের হচ্ছে এর যে আমরা দাঁড়ি বসাই। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) যে: যে: যে: (বিদ্রোহের) তোমাদের আবার এল যে আমরা সাধারণের মত জন্য হাপিত্যেশ। যা আমার কোথায় কলাম। আর আমার, কেশো. ভোলাবাবু কাজটা যে জন্য হয়? — এদেশে যে এল কাজের।" [সরগরম] সরলা কোম্পানীর অন্তর স্থিত দিব্য নিঃশ্বাস লাভ্যের দীনবন্ধুর অন্তরেতে খুশির ঝর্ণা ঝরিতেছিল। হরবোলানীর মুখে নিঃসৃত এই কেশোমণিকে আর আমরা বিলাতের স্থায়ে স্তবিতে পারি:—

"মাতাদের মান রাখি নারীদের গতি
করিবার প্রতিজ্ঞা দুর্বল যত পতি"।

[মহিলার প্রতিজ্ঞা
সমাপ্তিতে]

'একেই কি বলে সভ্যতা' তদানীন্তন সমাজের বাস্তব চিত্র এবং নব্য বঙ্গের ঘোরতর কুফল যাঁহার মধুসূদন তাঁহার জীবনে পরম পরিচয়ের সম্ভাব্য সত্য পাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র কৃষ্ট চরিত্রের মত তাঁহার নবতর সৃষ্টিতে অতিশয়োক্তি নাই। অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় সার্থক হইবার উদ্দেশ্যে এই প্রহসন রচিত হইলেও সেখানে অভিনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। তদানীন্তন অভিজাত নব্যবঙ্গের ইহার অনুকূল হইবেন। তাঁহারা নিজেদের বেলেল্লা ব্যক্তিত্বে পাইয়া পাইবার আশায় নিজে এই অভিনয় বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং এই নব্যবঙ্গের সমালোচক অনুকূলে উদ্দেশ্যে বিরক্ত হইয়া তাহার ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের কোনো করেন যে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় বাংলা নাটক ও প্রহসনের অভিনয় নিষিদ্ধ হইল।

তদানীন্তন সমাজের বাস্তব চিত্র ব্যতীত মধুসূদনের পূর্বের পরিচয় পুস্তক কারণ তিনি যে বিদ্যোৎসাহিতার প্রতিপালিত হইয়াছিলেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ উক্তি হইতে বুঝা যায়। "নব। ভাই কথা,— ওঙ্গ ভুল আর কাঁহাতে? আমার প্রাণ যাহাতে কখনও এ অসা প্রতিলাভ করিতে পারে না। স্বীকার করবো, সেই বুঁদলে হয় তাহলে আমাকে কেন কালাম। আর যে বিদ্যে ওকথা বলে? হা: হা: হা: ওঙ্গ এলই প্রকৃত বিদ্যেসাগর? [২য়. অং: ২য়. গ]

সন্ন্যাস স্বভাবের পরিচয় বজায় আছে:—

"এ দিকে অনুর কেবলী উপস্থিত হ'লে ও মার কাছে-গিয়ে বল্লেন — মা, বিদ্যেসাগর বেঁচে থাক কেমন, ওঁর কি? ও ওঙ্গ ভুল আর কাঁহাতে গেল — তবে আমার চলিলেন, এবার মা এমন কথা প্রাণে দেবেন যে বুঝি, বাবা ও আমি এ প্রাণ বাঁচাতে হলো ভিক্ষা চাইতে। ও ওঙ্গ ভুল আর কাঁহাতে আমি কোথায় ভিক্ষা করবো কথা চাই।"

পাদটীকা এই পরিচয় সম্বন্ধে

১। মুকুন্দ পরিচয় বাংলা - কালীপ্রসন্ন সিংহ
পৃ: ৫২

আমাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর অতি হীনতা অতিহীন জীবন দাঁড়াইল। কৃষ্ণ দাসের লুপ ও প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রচেষ্টায় মুখরোচক বিনোদনী সৃষ্টির সৃষ্টি হইল। এই সময়ের সামাজিক পরিস্থিতির এক সম্পূর্ণ বর্ণনায় মধুসূদন দাস জীবন। কিন্তু বাস্তবিক বিনোদন উদ্দেশ্যে এই প্রহসন রচিত হইলেও তেমনও এই প্রহসন সর্বত্র অনুদ্ধৃত হয় না, বা নাটকীয় কার্যগুণের পরিচয় প্রদান করে নাই। অল্প সাময়িক সংলাপগুলির মধ্যে হইতেই এ প্রহসনের আদর্শের সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে:—

"This farce is undoubtedly one of the happiest reproductions of the fertile brain of the gifted poet. It is a life like picture of young Bengal full of sallies of wit and humour and written in familiar graceful Bengali."

বাঙ্গালার কিন্তু বিশ্লেষণ:— "স্বয়ং যেমন অভিনেতা বহুরূপ দেখে, সেইরূপ বর্ত্তমান প্রহসনের এমন উদ্দেশ্য এবং এর যে অভিনয় হইয়াছে তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে হয়তো যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায় অত্যন্তসংখ্য সকলদিগের জীবনে যে যেমন বা যেমন বস্তু দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।"

'এদেশে যিনি প্রথম অন্যায়ের অনুসরণে ভারতবর্ষীয়দের দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সধবার একাদশী' নাটকে প্রহসন রচনা করেন।

প্রাচীন কাল সমাজ উন্নতি সম্পূর্ণ সম্বন্ধের নীতি প্রচলিত ছিল। ইংরেজ জাতির আনন্দ উৎসব অন্যান্য প্রথা প্রচলিত হয়। বাঙ্গালী সমাজের উন্নতিকল্পে অন্যান্য প্রচারিত হইল। কৃষ্ণদাস পাল বিশ্লেষণ:— "যেদিন আমরা প্রাণবন্ত সুরা পাই,

১ Hindu Patriot July 31st 1860

২ বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ ৫ম পর্ব ৩০ খণ্ড। কৃষ্ণদাস মিত্র

৩। কৃষ্ণদাস পালের আত্মচরিত পৃঃ ৪৯

বেশকিছু কিছুই ও শ্রেণী সংগঠনের ঐ ধরনের গুরুত্ব করা হয়। ফলে বিভেদ সাধনের জটিলতা উহা মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ করে হয়।"

সুতরাং, এই ম্যানহাইমের প্রোক্ত বক্তব্য পরিবর্তন জন্য অবশ্যই সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাহার সংস্কারের ফলে ইহাতে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরিবর্তিত পরিস্থিতি কাজের জন্য ব্যতীত দিতে পারিলেন কিন্তু ঘুরিয়ে সে ভাবে পরিবর্তন পরিবর্তন। সংস্কার প্রসঙ্গে অধীনী বলেছেন :[১]

"only by remaking man humily that the reconstruction of the society is possible!"

সুতরাং, ম্যানহাইম অধিকার এই বক্তব্য যথা হইতে বর্তমানীকরণ এবং পরিবর্তন জন্য প্রয়োজনীয় হলো 'সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ' অর্থাৎ সংস্কারের পরিবর্তন। তাঁহার সংস্কারের ফলে বলিয়াছেন। এই সংস্কার রক্ষা করা হইতে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে। তাঁহার মতে সমাজ ও ব্যক্তির জন্য তাঁহাদের সম্মুখে পথ হইল। এই সংস্কারের অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ :[২]

"ম্যানহাইমের মতে সংস্কার অতীত পূর্বের উহার ক্রমবৃদ্ধি স্থায় অংশগ্রহণ হয়। উহা পাশ্চাত্যের প্রথম অংশগ্রহণ সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ ছিল যে, পরিবর্তিত সমাজের ধরন ভাবে নির্ধারিত ছিল যে, পরিবর্তিত - পরিবর্তন জন্য এর অর্থ ছিল দ্বন্দ্ব পথ, ক্রমবৃদ্ধি স্থূলের ক্রমে পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটে চক্রবর্তী সুস্থ পরিবর্তন বিশেষ ব্যতীত নীতি গুলি ভাবে ছিলেন তাহার উদ্দেশ্যের সহিত ঐ সংগঠন পরিবর্তন হইত। এই সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণী সমাজ জন্য সমাজকে উন্নীতকরণ জন্য ভবিষ্যত হয়।"

সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের জন্য ইহাকে আমাদের আজকে বিভিন্ন সমাজে সুপরিকল্পনার মত সাংস্কৃতিক

১' Man and Society by Mannhain. PP 15.

২ কৃষ্ণ নারায়ণ দেবের সমাজতত্ত্ব পৃঃ ৮২

সর্বহারার স্বার্থে যে কি ভয়ঙ্কর আচরণ অত্যাচার হয়েছে- তারই চিত্র অঙ্কিত করেছেন দীনবন্ধু তাঁর ভাবনার প্রকাশটিতে।

দীনবন্ধু চিত্র তাঁর প্রহসনের প্রমাণেই জাগ্রত মুখর নিঃসৃত বাণী দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য পরিচয় মনীষীর। ব্যক্ত করেছেন। যথা :—

Oh, thou invisible spirit of wine, if thou has no name to be known by let us call thee devil!" Shakespeare.

"Touch not, taste not, smell not, drink not, not anything that intoxicates." Elihu Burret.

"Oh why was ruin so attractive made
OR why fond man so easily betrayed!" Collins

উক্ত মন্তব্যের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে, দীনবন্ধু নিশ্চয় উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য অমোঘ সংগঠন প্রয়োগ। আলোচিত রচনা প্রহসন-গুলির লেখনী ধরেন করেন।

'অবতার প্রকাশী' বঙ্গলাংশে 'প্রবেশ' যে বলে অত্যাচার' অনুরূপ পরিচয় হয়। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। তথাপি দীনবন্ধুর সুন্দর প্রসারি যখনের বাণ প্রতিটি চরিত্র অঙ্কিতের জীবন্ত হয়। প্রবীণ, অভিজ্ঞ নাগরিকে অমুখ পড়িয়া নাটক কিভাবে অভিনয়ের সময় নাট্যকার দীনবন্ধু তাঁদের যখনের কালীন কুলি স্মার্শ উদ্ধৃতের অভিনয়। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার বিনিয়োগ:—[১]

"তাঁহাদের আলোচনার বেশবাস বিশেষ দেখাইবার জন্য পুস্তক লিখি নাই বটে, কিন্তু আলোচনার নাটক পুরাতন অবস্থার পরিবর্তিত, নাটকের বিষয় বর্ণনা বিস্তৃত না পাঠিলেও বেশ ভাবের সহজ সুন্দর।

---

১ 'বিদ্যা ও পুত্র' প্রবন্ধ — অক্ষয় কুমার সরকার

সুসংযত পালন করে। এর প্রমাণের জন্য just appropriate যাহার মুখে যেমন দেওয়া উচিত তাহার মুখে ঠিক তেমনি দেওয়া সম্ভব, এখানে সর্বত্র লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই বিশেষের জন্য মাইকেলকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিতাম, মাইকেলের 'শ্রেষ্ঠই বিশেষ সত্য' ও 'বীরের আত্মাকে ধারণ করে' অনুকরণে দীনবন্ধু প্রকাশিত করিলেন 'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। কোথাও দুই একটি উদাহরণে দুই গ্রন্থের অনুকরণের ও উদ্ধৃত দিয়ে দেখান হয়। অনুকরণ অনেক সময় দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাম হয় 'শ্রেষ্ঠই যদি বীরের সত্যকারে'। জাপানের উদ্ধারিত। শেষে দিয়ে দেওয়া হয়। নিজেও আবার অনুবাদ। সুতরাং মাইকেল মধুসূদন যতখানি দীনবন্ধু ততখানি জাপানের নিজস্ব মধুসূদন দত্তের ছায়া। অন্যত্র মধুসূদনের একজন একজন, সধবার একাদশীতে মধুসূদন বা নিজের একজন পাত্র বা পুরুষের dramatic Personnie বলিয়াছেন বলিয়া আবার আলোচনা করেন দেখিয়া বলিয়াছেন Milton সম্বন্ধে বলিয়াছি:—

"Hail Holy light! the offspring of Heaven
Fair born of the Eternal Co-eternal dream'.

ইত্যাদি অনুবাদ। এ আবার মাইকেলের চরিত্রের বীরত্বের বলা: 'যত কাল হয় না, thakin moral courage! (পুরুষত্ব) আছি সেই moral courage ও. যেমন তার।'

অন্য দিকেও যে মধুসূদন দীনবন্ধু সেখানে অস্বীকার করেন। কিন্তু অন্য ও তাহাদের অসম্মান নীরেন্দ্রনাথ, সতীর বিলাপ, জাঁরাই বিশিষ্ট আদর্শের সংযোগ তখন সম্মান দূর নয়।

প্রমথনের প্রমথনাথ যেটি ব্যাখ্যা করণ প্রবর্তিত temperance society ও দুটি দিকের অর্থে তাহাদিকের সম্মান পরিবর্তিত পরিমাণ আদর্শের সংশোধন বিদ্রূপ এবং ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মানুষ্ঠানের (সমাজ) প্রভাবিত হইত। তার সমাজের দুর্বলতা উল্লেখ করিয়াছে।

এই পরিবর্তিত পরিবেশে ব্যর্থ হইয়া নন্দুল অসহায়ভাবে বলিতেছে :— "মানে, একটু বেশি বেশি কি? তুমি তো Moderately খাওয়া বেশি ভালোবাসো না? সামান্য একটু বাড়াবাড়ি — সামান্য একটু বাড়াবাড়ি।" [৩য় অ: ৯ম]

কিন্তু মুনাফার পরিবর্তে অর্থাৎ অন্যের দেখিয়া বিলাস-জীবন চক্ষু অসহায় মহাজন শোষণের হাত ভালোবাসিয়া জীবনের জন্য শোষণ হয়। "তবে তোমার দৌলত নিয়ে যেতাম জান শোষণ হয়। সাথে বেজন্মা আর তোমার শ্রমিক — তুমি জান মানবতা, প্রাণ বাড়াবাড়ি করতে, আমাদের দীক্ষা হলো ব্যবসায়ে দীক্ষা হয়ে বাড়াবাড়ি দিলাম। কিন্তু এখন আমি দেখছি তোমার মতো মানুষ তোমাদের মতো চলেনা, বেশ্যাও চলেনা আর তোমার এখন হয়ে পাগলামির, শুধু, ভিক্ষেপাত্রী হাঁড়ির মুখোশ পর। — কিন্তু আমার মুখোশগুলোর সব বিপরীত — বলবো কি জান আর, বেশ্যাবাড়ীতে সব সাহসের পর। আর যত মাতলামির জন্য স্থিল।

কুত্তাই এত জেড় দিয়ে যদি তোমার জন্য দেশে নিয়ে আসে তাতেও আমি মুক্ত হইনা। তুমি যা দিলে তোমার তাই পর। হারামের ছোলে, তোমার দাদার বাবাকে — অর্থাৎ ছোলে কুত্তা আমার পুতোর।" [৩য় অ: ২য় গ:]

বিশু মহাজনের এই উগ্র উক্তিগুলোর দর্শন পরিবারের জন্যই কৃষ্ণগণ মহাজন আংশুগের দুটী হন। পরিবারের মহাজনের দর্শন প্রকৃতির মূর্তি হয়ে-পর্যন্ত দীনবন্ধু বসু মানবজীবন মুখ হইয়া বিভিন্ন পরিবারের। "পুরিবং তবে আমার আমার বহেরা মাতৃত্ব পুরাইদিয়া। আমার বেশ ভাল? — এত অন্য বহেরি তবুও পরিবারের মত হবার পারিনা। পরিবারের মত না বহেরি যে? আমীরানী মোরি — মাতৃত্ব বিশ্বাস দুটি পাইছি, মোরার বাড়ীর কিছু বন্ধন ঘাঁরি — আমিও বহেরি — এত হইলেও পরিবারের মত হবার পারিলাম না। তবে? পাপ যেহেতু আর কেন যে? আমি আর পাপ যেন — আমার হারামের দুঃখীরে বন্ধু বলে;" (আসল হয়ে পাপের তাড়াতাড়ি) [২য়. অ: ২য় গ:

উচ্চশ্রেণীর কলিকাতাবাসী শিক্ষিত যুবকের অপূর্ব বর্ণনা দান করিয়াছেন পূর্ব বাংলার রামমোহন। নিজেও আজন্ম শিক্ষাভিমানী। তাই ঘরোয়া ভেঙ্গুটিকে বলিতেছে:—

" আর, ছেলেরা পড়লে ঘরোয়া ভেঙ্গুটিও হ'তে পারে। ব্যাংলা হাবিজাবি হ'তে পারে — বাবা, শ্বশুরালয় কোরে ঘরোয়া-ভেঙ্গুটি হ'য়েছেন, বিদ্যে কেবে. ইউনি। কোরে কলকাতা. যাইহোক, যেখানে সেখি আবার ছুত ছ্যাংরামী করবে — I read English, write English, talk English speechify in English, think in English, dream in English — বাবা, ছেলেরা আমার বিয়ে না। — কি আর বাবা বলবো — claret for ladies, sherry for men and brandy for heroes! [২৬. ক: ২৬. খ:]

এ যেন চিরাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাভ্যাসের শিক্ষা অভিলাষ। সর্বজিত ভারত। মধুসূদন, ভূদেবের অনুসরণ করুনার। ইয়ং বেঙ্গল, মীরনের উদ্দেশ্য — বাংলা বাবু। বাঙ্গালুর লাবিড়ীর। জীবনীতে সাধারণ, বাইবার্ডের কি প্রকারে বাংলার তরুণীর উদ্দেশ্য অনুরক্ত হইয়া তিনি সুবাবাবে আরম্ভ করেন। তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার যে কতদূর মূল্য ছিল তাহার নিজেও বলিতেছে:— " আর, কলেজে পড়ে বিদেশ ব'লেছেন, বাংলাটি এবিলেও শিখেছি, এখনকার ছেলেরা ব্যাংলা ভাষা ভাষা উচিত নয়।" [২৬. ক: ২৬. খ]

মধ্যবর্তী শ্রেণীর বাংলার শিক্ষিত যুবকের পূর্ণ পরিচয় পাই নিজেদের উক্তিতে:—

" ভেঙ্গুটি বাবু, আমি তোমার বিবাহ দেব, এতে ভাত ক্ষাইন আছে। আমাকে বেশ ধীর শান্ত, বৌকে বাপ পাত মরি।" [২৬. ক: ২৬. খ]

ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের ভারতে পরিণাম দেখিয়া নিজেও অনুতাপ করিতেছে:— " হায় জগদীশ্বর (ভোলা) আমি কি অপরাধ ক'রেছি। আমাকে অপমানিত মদিরা হস্তে নিপাতিত কল্লে? যে পিতা ক্ষেত্রের ক্ষেত্র

ঐক্যবদ্ধ নিয়ামে, শ্রমিকের বর্তমান, পৌষের শীতে
ক্ষুধার্ত হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, সে
পিতার সন্তান যেখানে চক্ষু মুদিত করেন। যে জননী
আমাকে এত ধারণ করিয়া, তাহার স্তন্য, মুখ চুম্বন
করিতে করিতে আমাকে ধন্য জ্ঞান করেন
সেই জননী স্তন আমার যেখানে আমাকে
হত নাগিনী জ্ঞান করে, ফণাদ্বারা দংশিতে চাহেন।
যে শক্তি আমাকে যেখানে উন্নয়ন লক্ষ্যে আমরা
করেন — সাথী সাথীকেও আমার যেখানে হাসেন।
সেখানে আলোর, ঘৃণাশূন্য, অসীম ঘৃণ্যতার জড়নিধি
আমি আমারের চরণে আমারই ক্ষমাপ্রার্থী হই।" [তথ্যসংগ্রহ]

এখানে জনসাধারণের সম্মুখে বাদ্যযন্ত্রের বিভীষিকা
প্রদর্শন করিয়া মুসলমানদিগকে আত্মদান করিয়া
দেওয়া।

উদ্দেশ্য প্রচারের আবশ্যকতা অর্জুন ব্যতীত
নিরক্ষর দীনবন্ধুর আর্থিক দীনতা চরম সীমা।
ন্যায়ের পথে শত্রুমাত্র লোককে আপন করিয়া
বর্ণনা করেন নাই, তাহার এই মতবাদ সত্যকারে কি
ব্যর্থ অভিজ্ঞতাপ্রসূত দায়মুক্ত দীনতার স্বীকৃতি দিয়াছেন।
অস্বীকারের বিচার এইখানেই নিরক্ষর মনে সত্য হয়।
কিন্তু তাহার ব্যর্থ জীবনের অভিশাপগ্রস্ততার আপন
বিমূর্ত হইবার জন্যই স্থূল সুন্দরীর উপমান।
নিরক্ষর চরিত্রের এই দিকটির জন্য তাঁহার
সলক্ষ্য ন্যায়ের পথের স্থান দান করিয়াছেন।
তাহার দীনতার এই ব্যর্থতার দিকটির জন্য মানবিক
নিরক্ষর প্রজাশক্তি নীচ ও দর্পিত হইবার সহানুভূতি
আর্ত না করিয়াছে। ন্যায়ের পথ অবলম্বনের সহিত এই নাগিনী
পথ পাঠ এবং উচ্চাশা দ্বারাই চরিত্র রচনার লোভ-সম্ভবের করিয়া
দুর্গতিরও পথের প্রকাশের পাশ্চাত্য দিকটি স্থান দিয়াছেন।
তবে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল প্রকাশের দীনা ও নিরক্ষরের
অন্তরে যে ঈর্ষার উদ্দেশ্য প্রচার দ্বারা সমাজের সুদেশ সেবা

কিন্তু ঢাকার মুখ ও চরিত্রের জন্য 'অবিচার একাকী' বহু আলোচনার কেন্দ্র হইল। ঢাকা কলেজ পত্রিকা পর্যন্ত এইরূপ প্রকাশ করে চরিত্রের জন্য দীনবন্ধুকে অনুরোধ করেন কেরানীর নাম বিহারী বা 'জামাই বিরহ' অংশটি এবং 'অবিচার একাকী' এটি আলোচনার করেন:- "of this trash he ever put on the stage we cannot recommend a better place than Sonagachi and a better audience than its inmates and patrons."

কিন্তু নাম বিহারী বা

আলোচনার কারণ দীনবন্ধু যে সময়ে বুলার পরিবর্তে 'জামাই বারিক' বৌঠাকুরাণীর হাট অবলম্বনে নাটক রচনা করিলেন, ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন;-

"বৌঠাকুরাণীর হাট দীনবন্ধুর অন্য।"

অন্য দীনবন্ধুর ঐ অশ্লীলতার দোষের সূক্ষ্ম বোধ লোকের নিকট অতীব বিসদৃশ হইয়া গিয়াছে। দীনবন্ধুর বলিয়া মন্তব্য লিখিয়াছেন:-

"ঢাকার মুখ ও চরিত্র হইলে বেঙ্গল থিয়েটার, এবং সাধারণী ও নিমচাঁদ বিসর্জন অভিনয়ের পাত্র হয়।"

ঐ প্রসঙ্গে শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:-

"বিষে দত্তকে বর্ণনা করিয়াছেন, লিখিতে যে অশ্লীল কথা ব্যবহার করিতে হইয়াছে তাহিতে বঙ্গের নাটকের উন্নতিকল্পে তিনি ক্ষমা করিবেন। লিখিতে হইয়াছে বলিয়া নরকের বেদনার আদর্শ অঙ্কন। কাব্য নাটক কি জ্বালে নরক যন্ত্রণা ভোগ—করে তাহা দেখাইতে হইলে কাজেই নরকের উপাদানের আশ্রয়।"

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে সাধারণ প্রকৃতিতে দীনবন্ধু লেখনী ধারণ করেন তাহার বিচার্য্য সমস্তই

---

১ দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর ভূমিকা - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২ " " " " " "

৩ ১২৭৯ আলোর অনুরোধে বেঙ্গল - গ্রন্থ
শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অসাধারণ বলেই গণ্য হইয়াছিল। আদর্শবাদ এবং অন্যান্য নেশায় আসক্ত হইয়া তদানীন্তন সমাজের পুরুষ অন্ধকারময় যে অবোধগতি হইয়াছিল তাহারই বর্ণনা প্রসঙ্গে। শ্রী জীবনানন্দ মুখোপাধ্যায় রচনা করিয়াছেন "চার ইয়ার তীর্থযাত্রা" পুস্তক।

নেশায় আসক্ত হইয়া ভ্রমণকারীগণ যে হীন এবং নীচ কাজ করিতে পারে এবং নেশামুক্ত হইলে যে ঘৃণ্য তাহার জীবন ফিরিয়া পায় এই আলোচিত উপন্যাস লিখিবার জন্যই গ্রন্থ। লেখনী ধারণ করেন। বর্তমান চর্চা করে যে বাঙ্গালীর এখনও পর্যন্ত এবং ভবিষ্যতেও যে নেশার কল্যাণ নিহিত আছে নাটকের প্রারম্ভে গ্যাঁজার আসরে মুখুজ্যে যে কথা এবং এবিষয় বলিয়াছেন অবতরণিকা দিয়ে। সম্পূর্ণিত প্রকাশ হইলেও অর্থাৎ সমস্ত দিক দিয়া গ্যাঁজার এবং স্ত্রী বীর অনুযায়ী সুস্থির ও নাটকীয় দ্বন্দ্ব নাটকের। প্রসঙ্গত্রমে মুখুজ্যে বলিয়াছেন।

প্রারম্ভে সুস্থির বলিতেছে:— " . . . . কিন্তু এমনি কতকগুলি নব্য ভদ্রজন কর্ম বিদ্যার প্রচলন না করিয়া কেবল নির্মূল কল্পনায় যন্ত্রণা হইয়াছেন। কারণ তাঁহারা নাস্তিক্যবাদ এবং বিজাতীয় ভাব বিজাতীয় ধর্ম প্রভৃতি হইয়াছেন। তাঁহারা এত কাতর বিবেচনা করেন না যে প্রমাণ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাব বিচার করা উচিত। কিন্তু তাহাতে যে এই প্রকার ভাব নহে কারণ যেহেতু স্বজাতীয় ভাবের হেতু স্বীয় ভাব এবং প্রাচীন পরিত্যক্ত স্ত্রীর অন্যান্য সকল ভাবের হইয়াছে। যাহার হইতে প্রকারে এই ভ্রান্তবাদী দেশহিতৈষী কতিপয় উন্নত। যাহার হইতে প্রকারে এই ভ্রান্তবাদী দেশহিতৈষী স্বজাতাভিমানী ও সমাজের মেরুদণ্ডের মূর্তি হেতুর কারণের দূরীকরণ বেশিত নবীন লাভের অনুকরণ দর্শাইই।"

সুতরাং, আমরা দেখিতে পাই যে, সুসভ্যতার উন্নতি বিজাতীয় গ্যাঁজার জন্য ছিল। নেশাতেই ফলে ভদ্র সন্তানের যে ভয়াবহ পরিণাম উন্নতি, শ শতাব্দীর সভ্যতার প্রতি হয়ে যুবক দেখিতে পাওয়া যাইত গ্যাঁজার উপরেই মুখুজ্যে বলিয়াছেন। এই নাটকীয় কাহিনী বর্ণনায় ইহা সূত্রে গ্রথিত নয়। বিভিন্ন নেশাখোরের জীবনের দুর্দশা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শিক্ষিত আদর্শবাদী যুবক 'মন্মথ', পত্নী মৃণালিনীর দুঃখপূর্ণ জীবনীতেই নাটকীয়। সাধারণীর দীনা তাঁতিপত্নী সুখদায়ী মৃণালিনী' স্বামী জীবিত অবস্থায়, পতিব্রতা। মৃত্যুর পরে সংসারে আর অন্যান্য সাধিকা নারীর ন্যায় ব্যস্ত। কবিগুরু বলিয়াছেন :— "সংসার' চালাবেন যেন, সংসার করাই ধর্ম। আ সংসারে কাজ নিয়ে, পরকের মানের মত ধরে অর্থাৎ যেমন বিশ্বে মানবের কাজ। ছিল তাদের। আরও যেমন ধ্রুব তাই সংসার কে পরলোক। যদি দিদীকে এক লোকের আর আসিবে, যেন তাঁহাকে উপরেরই সংসার। নিশ্চিত: দিদীর চরিত্র আরও দুর্বল হ'বে, তবে। মনের সকল কাজ দিদীর সর্ব শরীরে ছেড়ে যেতে যেন শান্তিতে ভ'রে গেলে।" [২য় অঙ্ক]

অনুশ্রুতির 'প্রবেশে যত পল সন্ন্যাসী'র ন্যায় 'মৃণালিনী' নাটকে দুষ্ট হয়। স্ত্রীলোকী শিক্ষিত-নব বন্ধু ও নিশ্চাঁদের ন্যায়। শিক্ষিত আত্মসুখে হরি বলেছে :— "স্ত্রীলোকের যে আর ধর্ম নাই, নারী যত হয় ভাল দেখি। যত শাসন প্রেম, এ বিনে সকলি দাসত্ব করে লালায়িত, সকলের শাসনের চলন দেখে কে? পুরুষ নারী উভয়ের আর। ধর্ম নারী, আগে মরণের কোন দেখে কিন্তু শাসনের যেন নিরন্তর দৌরাত্ম্য। মুক্তি দুষ্কর। সাধের পুরুষেরা তে না পারে না। সাধ পীড়ন চেলে চলতে চায়। দুই দুই বেলা সকল স্ত্রীলোক নারীধর্ম যে ভাবিয়া এল দেখিছে; ভাগ্য লাগিয়া বলে যে, তাই কিনে সকল দাসত্বের স্বপ্ন নিয়ে জল কাটাইছে, নারী হ'লে যে হ'ত এল দেখি।" [২য় অঃ]

সুরা পানের হীন পরিণামের কথা জানী শরৎ বলেছে :— "সুরা বিষাক্তীর হস্তে প্রথমে পড়লে আমার যে ছিল হতাশ ও জীবন।" [২য় অঃ সপ্তম দৃঃ]

কৃষ্ণ সরকারের উদ্যোগে এবং সুশিক্ষিত সংলাপে চারিত্র পরিচালনের দ্বারা সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপিত হয়। এবার সাধারণ পূর্বেই সকলের জানা। এ নাটকের আমার উল্লেখ যোগ্য নাই।

"সৌদামিনী। সুর নিঝরিণী অর্থাৎ সমাজে? এখনো কানাকানি চলেনা।
সুর সঙ্গীতের জন্য চ'লল সমাজ থেকেও নেই।
সঙ্গীত দুর্ভাগ্য কেবল: যদিও লালিত হয় তবুও নেই
সুর তরঙ্গিণী- অতি ভিন্ন এর রূপ ধ'লেই?" [৫ম অ: ১ম দৃ:]

অন্য স্থানে সংগীত সংগোপিত করার
লাভ কেবল লাভের অনুপম দৃষ্টি দেখিয়েছেন। এস্থলে
অনুরূপ একটি সঙ্গীতের উল্লেখ করেছি :-

অনামিকার গান। "ভিখারে শ্রেষ্ঠ মানুষ তাদের বিলিয়ে দিলে
আমি আনন্দেতে উড়েই গাই গেয়ে গেয়ে॥
এই যে আমার ভাঙ্গা বাঁশের, ছিন্ন তারের সাধন।
কাজে নিল, তুলে সবার হাতে দেবতাদের।
কাঙ্গাল বিনে মূল্য দিয়ে, গোপন করবে যেই গাছি
ভাঙ্গে, সুরের তার যেখানে শেষ, সাঙ্গ হলো।
আমার যেটি বাকী রইল, সে যে শোনে অন্তরিক্ষে হয়ে
তারে এবার দান করেছি চরণেরই কাছে॥
হবে, ভাঙ্গে যে আর হাতে যেতে, ভেঙ্গে বাঁশের বাঁশি দিয়ে
আমার যে আজ মাঝে হাট ছুটেছে গান ছেড়ে।"
[৫ম অ: ৩য় গ]

পরবর্তী কালে রবীন্দ্র সঙ্গীত গিরিশ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতেও আমরা দেখিতে পাই। যথা 'ইচ্ছাসুখ'
সঙ্গীত :-

"দেহে সকল দেবতার হ'ল যেথা সকল
ইচ্ছা সুখের সোনার আর সুখী হলেন।"

সুর নিঝরিণী অতীত রচি বলিলেন:- "সাধনার বস্তু
বিশ্বের বিশ্বেশ্বরম্। এর জন্যেই যদি সাধনা থাকে তাহলে
আজ কেবল সফল।" [৫ম অ: ১ম গ]
আলোচনার সমক্ষে দেখিলাম- সৌদামিনী বলিতেছে :-
"হাঁ। সুর যাহে প্রকৃত সুর হয়, তার দুর্গতির
সীমা থাকেনা। আর যদি ঠিক হয়, তবে বিশ্বের
প্রকৃতির সকল সঙ্গীতের তাই সত্য হওয়া চাই।"
[৪র্থ অ: ৪র্থ গ]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অন্তরীণ। কিন্তু সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সরকার তাঁকে অবিলম্বে গৃহান্তরিত করে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করেন। পুনরায় আটক ও দীর্ঘ কারাদণ্ড প্রদর্শিত হয়। কারাগারে অবিলম্বে বিনাবিচারে বন্দী থাকেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র সর্বপ্রথম ইংরেজ, ভারতীয় জনগণের আর্থনৈতিক শোষণ 'প্রভুত্ব' প্রবর্তিত হয়। আন্দোলনের কারণ জীবন সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও গভীর দৃষ্টি তাঁহার ছিলনা। ভারতবাসীর দারিদ্র্যের গভীরতা ও বৃদ্ধি প্রতীত করেন। এমন অপরিমিত দারিদ্র্যের অবিচ্ছেদ্য কারণ আন্দোলন অবিচ্ছিন্ন বিদ্যমান সাহসীতার ও নৈরাশ্য ছিলনা। সুতরাং কারণ জীবনের অভিজ্ঞতার এবং অনুভূতির অনুপস্থিতির ফলে তাঁহার এ পর্যন্ত আর্থনৈতিক শাস্ত্র রচনায় প্রবোধিত ভারতবাসীর পাই। অথবা বিপিনের আলোচনা ছিলনা। তাঁহার শাস্ত্রে ও লেখায় কোথাও কারণ জীবনের শাস্ত্র ও ভারতের অর্থনৈতিক লাভ করা দূর। বাস্তব শাস্ত্রের চলুন্তের এমন অপ্রকাশ্য ঘুণার সহিতই অধিত। বাস্তবের এমন অপ্রকাশ্য ঘুণার সহিতই অধিত। তাঁহার এই আলোচনা তাঁহার কোথাও হইয়াছে। তাঁহার আর্থনৈতিক শাস্ত্রে সুবিধাতে যতখানি অর্থনৈতিক দান ভারতবাসীর আর্থনৈতিক শাস্ত্র প্রণয়নে ততদূর ব্যবহার পরিণামিত হইয়াছে। অসম্ভব জীবনের বিশেষ আলোচনা ক্ষুব্ধ উদ্দেশ্য নয়। বিশেষ আর্থনৈতিক শাস্ত্র রচনার মূল উদ্দেশ্য নয়। অসম্ভব জীবনের অসম্ভব অনুভূতি সমস্যাগুলিই অল্প। মনুষ্য জীবনের অসম্ভব অনুভূতি সমস্যাগুলিই অল্প। ভারতের আর্থনৈতিক শাস্ত্র রচিত হয়। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের আর্থনৈতিক শাস্ত্রগুলি যথা — "প্রভুত্ব" 'ভারতের বিপিনচন্দ্রের আর্থনৈতিক শাস্ত্রগুলি যথা — "প্রভুত্ব" 'ভারতের স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি সব যথাযথ শাস্ত্রই সমালোচনা বিশেষ দুষ্প্রাপ্য নিবন্ধীয় পরিণামের দর্শনীয় রচিত হইয়াছে। আর্থনৈতিক শাস্ত্র সৃষ্টি সম্ভবতঃ সমাজনীতির সমানুপাতিক ক্রমের অন্তরের অভিব্যক্তি বিশ্লেষণের। এর আর্থনৈতিক বিষয় এবং এত সংলগ্নের রচিত শাস্ত্র অভিনব। অধিক সমাজের শাস্ত্রের অন্তর

আশ্রমে গিয়ে। এই অবস্থায় শিষ্যের গিয়ে প্রফুল্ল নাথকে তৎকালীন কর্মসমাজ দুইজনকে প্রমাণিত করার প্রয়াস করিয়াছিল।

আচার্যদেবের ভাবের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্যটা অবশ্য জীবনে নয়ে ইয়ুং ন্যায়ের জীবনের এত ভাবের পরিণামে পর্যবসিত হয়। তাই প্রফুল্ল নাথের যোগেশ যেন তাঁহারই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল:— "'অবতার আকার নাম স্বীকার গেল,' আচার্যদেব অর্থনীতির তিনি আমার অন্তরে ১৪৪ বাহিরের অবলম্বন উভয়ের লক্ষ্য করিলেন ইহার আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিলেন। ইহা তিনি জানে আমুষ্ঠান জ্ঞান হারা সমাজের পরিণত হয়। অনুষ্ঠান বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার বাহ্যিক পক্ষের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। যোগেশ চন্দ্রের জীবনী হইতে জানা যায় যে তিনি প্রথমে আচার্যদেব করিয়া তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং ইহা হইতেই তিনি আচার্যদেব বিরুদ্ধ হন। প্রফুল্ল নাথকে এমনি প্রবল অর্থের সম্মুখে বিক্রমশালী ব্যক্তির জীবনে আচার্যদেবের দুর্বলতার দিকটা যে কোন কারণ বিভীষিকা প্রকাশ করে তাহাতে ভোলে নাই।

অর্থাৎ সম্মুখ সূত্রের যোগেশের সাধারণ আচার্যদেবের অভ্যাস ছিল। যোগেশ তাহাকে সমর্থন করিয়া বলিতেছে:— "আমি যে আত্মীয়দের ছাড়তে পারিনি। এত তাদের স্নেহ হয়; যা সত্য ভালবাসে আছে। যোগে আর্থ করেন হওয়া না।— এখন মনে? কিছু কিছু অদ্ভুত বল অদ্ভুত!" [৩য় খ: ১৪৭]

এই অদ্ভুতই যোগেশের জীবন চিত্র পরিবর্তিত হইল। জীবনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিনে স্ত্রীই তাহার সত্য পথের সন্ধান দিল। সংসারের বোঝাইয়া দ্বারা, ভাবিয়া দেখিলেন। 'স্বপ্নের প্রতিকার অসম্ভব হইলেও। তাঁহার স্ত্রী সৌদামিনী স্বামীর সহায়তার জন্য পৈতৃকীয় গহনাগুলি বলিলেন :— " একটি কি দু'টুকরো গেল? অবশিষ্ট সবগুলি বিক্রি করিলে, কিছু যোগাড় হ'বে। আমার, সবগুলির যা মূল্য, এত ব'লেছে, যদি ~~[illegible]~~ কয়েক দেখিল জ্ঞান করিল যে, উহাদের ধরে ধরে সমীচীন ধরে। সব দেখে আবার স্বামীকে গিয়ে তুলে দিয়ে ঘর করে।' [২৬. ম. ৫৬ পৃ:]

পরবর্তী কালে স্বদেশী আন্দোলনের সহযোগিতায় ব্যবসা। কয়েক দেখিল দিন দিন বেড়ায় সেকালের অন্যান্য জমিত দেখিয়া জীবন উন্নতির দিকে গেলেন। এ সময়ের কথা প্রমথ চৌধুরীর স্মরণে হইয়াছিল।

আজকাল যোগেশ স্ত্রীর পরিবেশনের

" এত লম্বা লম্বা কথা ব'লেছো যে? কিসের লম্বা? লম্বা বাজলে তেল বেশি খরচ? লম্বা বাজলে তেল বেশি লাগে? লম্বা বাজলে তেল বিক্রি করে? আমি যতদিন কিনে বিক্রি করি, ততদিন এমন কথা শুনিনি। এমন তো কখনও শুনিনি। এমন কথা শুনতে পাবো, জানতাম না। তাহলে লম্বা যোগাচ্ছ? তবে তোমার কি? কিসের লম্বা? ও হলো চাল কিনে। এলো।" [ছিন্ন অ: ৩৬. ম:]

লাইনের অবশিষ্টাংশে সংসার যোগাযোগের সেকালীয় পরিবারের দৈনিক বিবরণের উঠি। জীবনের সার দাবির পর যোগাযোগের সময়। এখানের অনুপানের যোগ নয়। স্বদেশের সংসারের অর্থনৈতিক অবস্থা যোগাযোগ স্বভাবতঃ বর্তমান। যোগাযোগের স্বভাব এবং :—

" বেশী খরচ না, এখনকার মতো, ও না করা জড়ো স্বর্ণচূড়ে দাবি, গরিবের তাহার বন্য এখনো সম্ভব নাকো।

যাই তাদের আশা।" [রক্ত অ: ২য় গ:]

কিন্তু আদর্শ প্রচার করাই নাটকের বা সাহিত্যের সৌন্দর্য সৃষ্টির চেয়ে বড় 'প্রহসন' ও তাদের ব্যতিক্রম হয় নাই। আর তাদের ফুটল যেখানেই নিজে নাট্যকার তাঁহার বক্তব্য জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অসমর্থ তিনি উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসুক। যোগেশ চরিত্রের সার্থকতা হয় নাই। আসলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য অন্তরেই আমাদের চক্ষে অধিক প্রতিভাত হয়। এজন্য নাটক দেখার স্থান স্থানই এই দুর্গতির মূল কারণ। যোগেশ চরিত্রের আদি পূর্বেকার জীবনের সাক্ষ্য পরিচয় আমরা পাই। সুতরাং এর দৃষ্টি পাত্রের কারণ এত বড় দুর্গতির পরিণামের পাত্র হওয়া সম্ভব নয়।

নাটকের নামকরণ দ্বিতীয় অঙ্কেতে। যোগেশ চরিত্র সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক লিখিয়াছেন:—

"কিন্তু বিল্বমঙ্গল এমন একদেশদর্শী— যোগেশকে আমরা না জানা পর্যন্ত জিজ্ঞাসুক— কিন্তু তখনও তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে।"

দুর্গতির ঘটনা বহুল 'প্রহসন' নাটকে বিল্বমঙ্গল চরিত্র জানে যে জনের সাধারণের দৃষ্টি জিজ্ঞাসুক তাহার দ্বারা হাস্য কৌতুকের অবতারণা দূরে থাকুক অধিকতর সাধারণীকরণ করিয়া দুর্গতির পরিণতি অধিকতর ভয়াবহ করিয়াছেন। জনৈক চরিত্র সমালোচক Mr. P. Guha Thakurta বলিয়াছেন:—[2]

"As another illustration of this defect we may mention the character of 'Madan Ghos' in Bilwa.

---

১ অ: সাহিত্যের রূপ ও রস - শ্রীসুকুমার সেন পৃ: ৩৫৬

২. Bengali drama its origin & development
P. Guha Thakurta
P. 136-37

By means of this character Girish Chandra introduces an absolutely opposite and irrational mind of human society which are hardly in ~~repo~~ ~~reproachup~~ reaping with the intense tragic passions aroused by the play as a whole. A tragedy has every legitimate right to take recourse to relief but the relief must be essentially of a nature which harmonizes with not contradicts, which softens not hardens and which forces down, not merely let loose an opposite set of emotions."

নাট্যকার নানান চরিত্র
নাট্যের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার বলিয়া মনে হয়।
সর্বশেষে উল্লেখ্য যে, নাটকের
গ্রন্থ নামই সূচিত করে যে নিমাইচন্দ্র সর্বজন প্রশংসিত
নাটকের প্রকৃত আলোচনার পর, কুল্লু বিচক্ষণ
ইঙ্গিত দেয় যে এক প্রকৃত পূর্ণ নাটক সার্থক
চরিত্র সৃষ্টি অনন্তর, মনস্তাত্ত্বিক ভাবের ঘটনা প্রকাশে
আত্মার সঞ্চারণী শক্তির 'প্রভুত্ব' এর সক্রিয় ক্রিয়া
ইঙ্গিত করে প্রকাশের। উপরি সমস্যা ছাড়াই নাটক
নাট্যের যে নাট্যকার সুদক্ষ শিল্পীর বিশ্লেষণ প্রত্য.
তার আনন্দিক সাহিত্যিক সমস্যা অবলম্বনে নাটক
যে দর্শন আলোচনা। চিত্তগত পরিচয় ও অন্য বিশি
আলোচনা। তাই সমালোচক ভাবের পরিণামে ব্যক্তিগত
কর্ম অনিবার্য সমাজে এক শিক্ষা ও উপদেশ প্রচার
মূলত নাটকের ঘটনা হইল। অর্থাৎ
অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টির 'ট্র্যাজিক' পরিণামের
অন্যান্য যোগাযোগ দুর্বিপাক অবশ্যই হইয়া নাট্যের
মূল চরিত্র যে প্রাণ সুন্দর উজ্জ্বল করিয়া

[illegible]

নাটকে
জাতীয়তাবাদ প্রচার

আজ যে স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী বলিয়া নিজেকে গর্বিত মনে করি, সে রাষ্ট্রের সুখ দুঃখ, গৌরব অগৌরব, যশ অপযশের অংশ নিজের ব্যক্তিগত সুখ শান্তি, মান অপমান একই সূত্রে গ্রথিত বলিয়া অনুভব করি সেই অনুভূতির কারণের ও চেতনার এক দীর্ঘ ক্রমবিবর্তিত অথচ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিদ্যমান।

সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই ভারতের বক্ষে প্রাচীন আর্য, দ্রাবিড়, আর্য, শক, হুণ, গ্রীক, পাঠান, মোগল প্রভৃতি-জাতি বহুবার বিজয়ী অস্ত্রাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া এদেশে আসিয়াছে, দেশ জয় করিয়াছে, আবার, আবার দৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারার সহিত ভারতীয় সভ্যতার উৎস সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নব নবরূপে ভারতীয় সভ্যতাকে দৃঢ়ভাবে, সংস্কৃতিকে উন্নততর ও উজ্জ্বলতর করিয়াছে। এই সম্পর্কে অনুপ্রাণিত হইয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

" কেহ আর্য, কেহ অনার্য
কেহ দ্রাবিড় চীন,
শক হুন দল, পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন। (ভারতীর্থ)

সুবিশাল ভারতে অসংখ্য আচারের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভৌগোলিক বন্ধনে আবদ্ধ বিভিন্ন ভাষা সমষ্টি দ্বারা গঠিত সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অধীন আমরা পাই ধারাবাহিকতার ছবি। আবার উত্তর দেশের দুর্গ দক্ষিণের অভ্রভেদী দুর্গ ও আকাশ নিকুঞ্জ ভারতে বাঙ্গালীর বিজয়ধ্বজা উড়ে না। এমনি করিয়া কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া কখনও বা শক্তিশালী বিশ্বজয়ী

অপর মুসলমান শাসনের অধীনে ভারতের অধ্যাত্মজীবন অবিচলিত থাকিতেন।

বিশাল ভারতের প্রবীণ দূত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতিতই ধীর ভাবে মনে হয় যে, তাহা হইলে কি ভারতবর্ষীয় অন্তরে দেশপ্রেমের ছিলনা? জাতিগত, দেশগত অথবা রাষ্ট্রগত ঐক্য কি প্রাচীন ভারতে দুর্লভ ছিল? আধুনিক জাতীয়তাবাদের কি পাশ্চাত্য সভ্যতার দান? এ সমস্যার মীমাংসা বা প্রশ্নের উত্তরে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। তবে হইলে সর্বপ্রথমে এই প্রশ্নই উদিত হয় যে জাতীয়তার বোধ কাহাকে বলে? দেশপ্রেমই বা কি? বিস্তারিত ইহার উত্তর হয়। আধুনিক রাজনীতি অনুযায়ী নানা কারণেই এই জাতীয়তার বোধ সঞ্চারিত হইতে পারে। — কখনও বা জাতিগত ঐক্য, কখনও বা ভাষাগত সাম্য অথবা কখনও বা ধর্মীয় আদর্শগত একতা দ্বারা। জাতিগত ঐক্য মানব সম্প্রদায়কে সর্বাপেক্ষা দৃঢ়সূত্রে আবদ্ধ করে। অথবা কখনও কখনও ভৌগোলিক ঐক্যও এক বিশেষ জাতির সৃষ্টি করে। কিন্তু এক্ষেত্রে — ভিন্ন সর্বাপেক্ষা দৃঢ়তম ধর্মীয় ঐক্যকেই জাতীয় ঐক্যের আধার রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং দুর্ভাগ্য বশতঃ, পাকিস্তান ভেঙ্গে গেল — এক্ষেত্রে ভাষাগত উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে যে, অতীতে জাতিগত ঐক্য বলিয়া কিছু ছিল। সর্বশেষ প্রাচীন ইতিহাসের ধারা ধরেই জাতীয়তা বোধ ব্যক্ত করে।

ভারতভূমি বিশাল ক্ষেত্র। পঞ্জাব, কাশ্মীর, কাশ্মীরের পার্শ্ব ভূখণ্ডকে এই কালের পূর্বে তলে ধরে এর জন্য সম্মিলিত কালেরও ও সংঘবদ্ধ নয় সম্ভব নয়। ইতিহাসের ক্রমে আমরা ইহাকে অতি অল্পসংখ্যক জন জনপদ — মহাজনপদের নাম জানিতে পারি — উদ্ভূত, সালাক, বর্ষকার, সালবত প্রভৃতি যাহার প্রায় সমগ্র ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু পুরা পুরা ভারত-প্রাচীন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ভারতে বহুকাল এক্ষেত্রে আবদ্ধ সম্ভবপর নয়। এবং প্রাচীন ইতিহাস তাহার সাক্ষ্যও দেয় না।

দ্বিতীয়তঃ ভাষা। যত ভাষা আছে distinctive survey স্বীকৃত। ভিন্নতে প্রকাশিত পার্থক্যটি ভাষা অধিকতর গুরুত্ব হয়। সুতরাং, ভাষার ভিত্তি সূত্রে সুবিধা জাতীয়তাবোধের বিকাশ, ভিন্নতের পক্ষে শুধু সম্ভবপর নয়, বাস্তবসম্মত।

তৃতীয়তঃ ধর্ম। ভারতের অধিবাসীর মধ্যে সর্ব প্রকার ধর্মবিশ্বাস বিদ্যমান। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন, বৈষ্ণব, খৃষ্টান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়। 'ধর্ম' বলতে শুধু নয়, ধর্মবিশ্বাস এবং বিশ্বাসের অনুগামী, ভারতের প্রধান, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম। ধর্মভেদের অধিবাসীর জীবনের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলেছে। এই প্রসঙ্গে প্রবক্তা পণ্ডিত নেহরু :-

"Therefore in no time in the last Thousand years has been an element in a simple caste religion Indian nationality."

বিখ্যাত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর 'discovery of India' তে বিভিন্ন যুক্তি দান করেছেন। বিভিন্ন বিশ্বাস বিভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন জাতি যে বিশ্বাস ভারত যে ভারতে বহু প্রধান ধর্ম নাই তাহা নয়। উদাহরণ স্বরূপ বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ, মুসলমান, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন জাতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির নামও উল্লেখ করিতে পারি। তথাপি এখন ভারতবাসীর স্বীকার করা উচিত যে বিভিন্ন শক্তি-সম্পন্ন বীরের মুখের সৈন্যদল একত্রিত হইয়াছিল, ঐক্যবদ্ধ হয়ে উদ্দেশ্য জন সাধারণের বিশ্বাস বা দেশপ্রেমের উদ্দেশ্যে হয় নাই। সুতরাং, পণ্ডিত প্রতিভার এবং এখানে পুনরায় বলা যায় যে :- "In spite of the cultural unity of large parts of India in the middle ages there was no unifying force strong enough either to bring her together for defence or to give rise to any genuine Nationality".[2]

---

১ The British Impact on India Sir Percival Griffiths P 240

২ " " " " " " " 241

এই মতের ভিত্তি করিয়া ইংরাজ পণ্ডিত ম্যাক্‌ডনাল্ড মহাশয়ের মন্তব্য হইতেছে — " It appears then, that none of the normal elements of nationality was present before nineteenth century. ^ ^ ^ ^ There was no Indian nationality before the British period" এই উক্তি প্রসঙ্গে নীচে তিন স্তরের প্রকাশ হইতেছে।

Mr. McDonald মহাশয়ের[1]:— "We came and consolidation followed on foot steps[2]. Diversities of race and religion found liberty and the spirit of a united India formed rest to its harassed corps. Under our protection India has enjoyed a recuperative quiet. If we cannot say that our rule was a necessary factor in the development of Indian civilization. We can say that in view of historical Indian conditions it has been a necessary evil".

আলোচ্য জাতীয় জাগরণের অন্যতম দেশ- বিজ্ঞানীদের বিদ্যাবৃদ্ধি স্পষ্ট হইতে এই বিষয়টি বিশেষ সত্য ভাবিত না পারিয়াই বলিয়াছেন[3]:— " এই পার্লামেন্টারিয়ানগণের সমস্ত বক্তৃতাগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের রচনা ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতের জন্য ঘোষিত আমাদের পার্লামেন্ট নাই"।

কিন্তু পার্লামেন্ট অতীত দিনের যত উজ্জ্বল স্বাক্ষরেরই প্রতিষ্ঠিত হয়ন না কেন, এতদ্ব্যতীত মিথ্যা নহে যে, আধুনিক জাতির জাগরণে, আধুনিক শিক্ষার প্রভাবেই ২৪ ঘ. মহাত্মা সিনি প্যারিবাদ্ধ বীজ্ঞানাদ্য ভারতে অঙ্কুরিত হইয়াছে ২৫ঘ. সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উদ্ভাবন হইয়াছে ২৬ঘ. বিশ্বের রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজস্বানেই ২৭ঘ. ভিত্তিতে ন বাণীর প্রভাবের- সম্ভব নয়—

১ The British Impact on India- Sir Percival Griffiths P 243

২ The awakening of India - J. Ramsay McDonald P 133-34

৩ বঙ্গীয়ানুবাদের মতো (পার্লামেন্ট) বক্তৃতাগুলি চট্টোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য ইতিহাস থেকে মুক্ত করিয়া সুশৃঙ্খলিত রোধ, ও ভাব ভাবাবেগ। তাহার উনবিংশ শতাব্দীতেই ইতিহাসের মূল উদ্ভূত হয়। সুতরাং, পাশ্চাত্য অধীনতা ও উনিশে শতকের সংযোগ উপলব্ধি হয় যে :—

"Burke, Macaulay and John Bright was to be political oracles of Indian politicians for several decades while Pattie and Mazzini provided the emotional stimulus for the nationalist movement which throughout this period was at work only amongst the urban intelligentia."

ভারতে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে ইংরাজী শিক্ষিত শিক্ষিত বাঙালী আন্দোলনে ছিলেন — ছিলেন যেন নিজের ধর্ম নিজের আচার, নিজের দেশ, নিজের অস্তিত্বের চেয়ে। এই বর্ণাশ্রম হীন হত গৌরব বাংলায় এই সময় যে জনজাগরণ অর্থাৎ যুগের নব সৃজন পরিপূরণ বাংলার জাতীয়তাবাদ প্রচার, উন্মেষ। তিনিই অগ্রদূত। আজ বাঙালী বাঙালীর কাছে যথেষ্ট বলাবলি, দেশের উন্নতির জন্য তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন এবং এতদিন ভারতের জাতীয়তাবাদের উদয়। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী জনীষীদের অবদানের বাংলায় ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তক রইল। এই শিক্ষার প্রসার এবং প্রবাহের ফল ধীরে ধীরে ভারতে পাশ্চাত্য বাতাস :— "It has thus not only given biographies of Garibaldi to India but has revived the worship of heroes like the Maharana Pratap the lion hearted Rajput who resisted the Muhammadans as Hereward resisted the Normans"[4]

এই উক্তি অতিরঞ্জিত নহে। জাতীয়তার উদয় বিদেশী ইংরাজ যথা ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি, ক্লোভার, ওয়াশিংটন ম্যালকম, লর্ড ক্লোভের প্রভাবে ভারতে। ভারত শিক্ষিত বাঙালীর যথেষ্ট সুবাস রইল।

১ The British Impact on India - Sir Percival Griffiths P 254

2 The awakening of India J. R. McDonald PP 136

উপরোক্ত পাঁচজন শিক্ষা এবং দুটি দুরূহ উন্নত পরিকল্পনা বাংলার ইংরেজ শোষণ পরিচালক।

পূর্বাশ্রম ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে বোধহয় হইল অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত। ইংলণ্ডে ভ্রমণ করিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর নৌকাযোগে আসাম পর্যন্ত যাইবার। ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ১৮৬৭ আসাম এক নব চিন্তাধারা লইয়া ফিরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন — তাহা হইল বিপ্লবী বিপ্লবী এবং গ্রহণীয় আদর্শবাদ, নাও।

কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই অন্যান্য বিপ্লবের রাজনৈতিক আন্দোলন এক দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। ইহা সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। জনৈক ঐতিহাসিক বলিয়াছেন:-

"এক হিসাবেই বলা হয় সিপাহী বিদ্রোহ, এর নেতারা নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, বাঈজী রাণী, কুমার সিংই পুরোপুরি সিপাহী ছিলেন না। এঁরা ছিল সমাজ প্রথার বা সামন্ত সাম্রাজ্যের।"

এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত এবং ইহার পরবর্তী আন্দোলনের যাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ি পর্যবসিত না। অষ্টাদশ শতাব্দে বাঙ্গালী চাষীর মুক্তির জন্যই এ বিদ্রোহ বটে প্রচলিত হয় এবং ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় ইহাই বাঙ্গালী জীবনের প্রথম ১ এবং ১৮৫৭ সালে ভারতের সকল প্রতিষ্ঠিত প্রদেশগুলির অধিবাসী হয়। বাঙ্গালা বাঙ্গালীর দেশ বাঙ্গালার বিপ্লবের ইহার সংগঠিত এবং অবিচ্ছিন্ন কেন্দ্র নাম সম্প্রদায়।

সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে যদিও অংশের মূলে বহরমপুর, ব্যারাকপুর ও রাণীগঞ্জ বিদ্রোহ সূচিত হয় এবং এখানে বাঙ্গালীরা এ আন্দোলনের নেতৃত্ব অন্যান্য সংগ্রাম কুশল বীরত্বই ছিল।

১ বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি - যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
পৃ: ১৭

ایم.یو.ڈی.ایم کے ایم کے مینن

۷ ۸۴-۷۵ : ۲

ایک ہفتہ قبل مدراس میں ڈی.ایم.کے. کے جنرل سیکرٹری، ٹی.وی.ایس. گروپ کے چیئرمین، ٹی.وی.سندرم اینگر، ایم.پی. اور ایم.کے. مینن کے درمیان ایک ملاقات ہوئی۔ ڈی.ایم.کے. کے ایک ذمہ دار ترجمان نے بتایا کہ ملاقات میں سیاسی صورت حال پر تبادلۂ خیال ہوا۔ ڈی.ایم.کے. کے ایک ذمہ دار ترجمان نے بتایا کہ ملاقات میں سیاسی صورت حال پر تبادلۂ خیال ہوا۔

مینن صاحب مدراس میں ڈی.ایم.کے. کے صدر کرونا نیدھی سے بھی ملاقات کریں گے۔ ڈی.ایم.کے. کے ایک ذمہ دار ترجمان نے بتایا کہ مینن صاحب کے ساتھ

"কৃষ্ণ কুমারী" ঐতিহাসিক সংস্কৃতি রচিত প্রথম নাটক। এবং বাংলার 'কাব্যনাট্য' মধুসূদনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। ঐতিহ্যের উপাদান দ্বারা নাট্য রচনার প্রথম বাংলা নাট্য সাহিত্যে ইহাই প্রথম।

স্বদেশ প্রেম প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলেও ইংরেজ অত্যাচার সংগ্রামী আবহাওয়া স্বদেশের প্রতি মধুসূদনের যে অনুরাগ সাধারণ পাঠকদিগের চোখে উদ্ভাসিত দেখিতে পাই 'কৃষ্ণ কুমারী' নাটকে তাহার প্রথম সাক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ডা: সুকুমার সেন বলিয়াছেন :— "মধুসূদনের স্বদেশ প্রীতি ও পাশ্চাত্য পাঠকদিগের কোনো কোনো কৃষ্ণ কুমারী নাটকে অতিসন্দিগ্ধভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ভীষ্ম সিংহের মেদে আমরা যেন মধুসূদনের অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি পাই। ১১ তাহাদিগের নিকট ভীষ্মসিংহ স্বদেশের দুরবস্থার যেখানে বলিতেছেন :— (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) ভারতি, এ ভীরুদুর্দশার কি আর যে শ্রী আছে। এদেশের পূর্ব্বকালীন হৃতাশ্রু সকল স্মরণ হলে আমার যে মনুষ্য দেহে মাংস এ নিশ্বাস বয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি-কেন এত প্রতিকূল হ'লেন তা বলতে পারিনে। হায়! হায়! যেমন ভেদ পরাক্রম তথা বিদ্যা বুদ্ধিতে আর নীতে কোনো কালে আর্য্য ছিল, সুসভ্য নাম ধরে, এ ঘোর অবনতি সেইজন্য এ দেশের সর্ব্বনাশ ঘটেছে। ভারতি, আমরা কি আর এ নামের যোগ্য হতে কখনও আশা পাবো।" [কৃ. কু. ১ম অঙ্ক]

ঐতিহাসিক বীরের মুখ নিঃসৃত সংলাপের মাধ্যমে স্বদেশ প্রেমের প্রকাশের যে সূক্ষ্ম সূত্রপাত আমরা এখানে দেখিতে পাই, পরবর্তীকালে তেজস্বিতা, দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধের তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে।

---

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — ডা: সুকুমার সেন
পৃ: ৮৪

ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಿ ।

ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ । ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮಾತಿನ ಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ।

ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಿ ।

ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ । ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮಾತಿನ ಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ।

ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಿ ।

ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ । ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮಾತಿನ ಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ।

ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಿ ।

ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ । ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮಾತಿನ ಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ।

ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಿ ।

ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ । ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮಾತಿನ ಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ।

নবীন সেন যেমনিভাবে বৃহত্তর বিশ্বের স্বপ্ন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মুখে "বিশ্বকবি" পরিচয়ে যে বাণী আমরা পাই :—

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
বাহির হও এ মহা বিশ্বে"

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণের জীবন আদর্শ। সমগ্র কাব্য শ্রীকৃষ্ণের আজীবন নবীনচন্দ্র দেশপ্রেমের কথা বারবার বলেছি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অবতরণ-পর্বে সমগ্র আর্যাবর্তের সংস্কৃতির লালনের আবার সঙ্কীর্ণতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া বৃহত্তর জীবন গঠনই ছিল শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ। এ স্থলে জাতীয় জাগরণের ঋত্বিক নবীনচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে দেবত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া মানবত্বের গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়াছেন। পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র বিরোধী হইতে পারেন কিন্তু জাতীয় জাগরণের নেতা শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়া অনিবার্য বলিয়া হইতে, দেশের জাগাতে করিতে হইবে, উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর করিয়া স্বদেশ কারাগার থেকে। জাগাতে করিতে হইবে আত্মশক্তি, দেশপ্রেম বীরত্ব, শৌর্য, বীর্য। দেশের জন্য, বিশ্বের উদ্ধারের জন্য অস্ত্র ধারণের ক্ষাত্রধর্মে দীক্ষিত করিতে হইবে এবং তার ফল স্বরূপে অর্জুনের ন্যায় শৌর্যবীর্যে জাগরিত করিলেও দেবতাকে মানবত্বে দান করিয়া মানবীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন নবীনচন্দ্র। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে মানবতার জয়গান আদর্শ হয় এবং তাহার আলোক পাই আমরা সুন্দর চরিত্রে। মানবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, সর্বজীবের সেবা, কৃষ্ণচরিত্রের প্রেম বাসনা মনকে আমরা ঊর্ধ্বলোক পাই সুন্দর চরিত্রে। সুতরাং নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহাই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী জীবনের পুরাণাদর্শ — দেশপ্রেম — সর্বজীবের কল্যাণের পথে মুক্তির সন্ধান।

সুতরাং কাব্যক্ষেত্রে ঈশ্বরভক্তি যে দেশপ্রেমের অঙ্গীভূত দান করিয়াছেন পরবর্তী কালের ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যে তাহাই প্রতিফলিত হইতে দেখিলাম।

এই জাতীয় পরাধীনতার বেদনাবোধের জন্য বিদ্যাসাগর অনেক চিন্তা করেছেন। উপন্যাস সম্বন্ধে, বঙ্কিমচন্দ্রের আগেই যে সচেতন দান করেছিলেন মধুসূদন তাঁর হেক্টরবধ কাব্যে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র, সর্বজনমান্য বাঙ্গালি তাঁদেরই প্রস্তাবের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন উপন্যাস সৃষ্টিতে। নব্য সাহিত্যের যে জাতীয়তাবোধের সন্ধান মধুসূদন বোধিত করিলেন ভীষ্ম দিয়ে চরিত্রে তাহাই সকলের পরিচয় দানে পথ প্রদর্শন করিল বেথুন-বাবু ও বিদ্যাসাগরকে। ইংরেজীর সুশিক্ষা স্বদেশের গৌরব গরিমা বিদেশীদের অনুকরণ, স্বাধীনতা বিস্তারে যেন বিদ্রোহী করা প্রভাব ২টীকের ভেতরেও সাধারণত দেখার এবং বাঙালী জাতের। এই সব জাগৃতি সুচনা করেছে। ঈশ্বর গুপ্ত — মধুসূদনের — বঙ্কিমচন্দ্র করিল উনবিংশ শতাব্দীর এক বিপুল সাহিত্য শাখা — কাব্য, উপন্যাসের এবং নাটকে।

কিন্তু নাটক সৃষ্টিতে মধুসূদন যে-ইতিহাসের উপর অনুসরণ করিলেন জাতীয় মঞ্চ প্রচার করিলেন শীঘ্রই এক প্রকৃত সাধারণ-আঙ্গিকের নাট্য শিল্প যেখানে সেইকালীন সমাজের সুখ (ব্যথা তুলিয়া — বাস্তব দৃষ্টিতে বাঙালির করিল।

এই সময়ে নীলদর্পণ সাধারণের সমাদরের, বাঙালির আবেগ বাঙ্গের সুযোগ এইরূপ উপাদান যথেষ্ট, নাটক এবং সুশিক্ষিতদের এই সমস্যার প্রতি নিজের দাবি ছাড়া। Sir Gurdas Pelin grant এর অনুমতিতে অভিনয়ের অধিকারে 'ইন্ডিয়ান নেশনাল থিয়েটার' নিযুক্ত হইল। এই থিয়েটার নীলদর্পণ

নীলকর সাহেবদের শোষণ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। তাদের অত্যাচারে নীলের চাষ প্রায় লাটে উঠেছিল কিন্তু এই অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য কবি দীনবন্ধু মিত্র বাংলার সাধারণ মানুষ তথা কৃষক শ্রেণির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিই বাংলার সর্বপ্রথম জাতীয় জাগরণের দূত, জাতীয় [illegible] ঐক্যের [illegible] আহ্বান তিনি প্রথম শুনতে পেয়েছিলেন, তিনি বাংলার দীনবন্ধু ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে লিখেছেন:-

"নীলদর্পণ বাংলার Uncle Tom's Cabin (টমকাকার কুটীর) আমেরিকার দাসদাসীদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীলদর্পণ নীলচাষীদিগের দাসত্ব মোচনের সূচনা করিয়াছে। 'নীলদর্পণে' সূক্ষ্মদর্শিতা এবং সহানুভূতি-পূর্ণ মানুষ যেমন দেখিয়াছিল তেমনই 'নীলদর্পণ' তাহার সুন্দর প্রতিকৃতি হইয়াছে। তেমনই শক্তিশালী।" নীল দর্পণের পূর্ব পটভূমিকায় আলোচিত হইল সাধুচরণ দীনবন্ধুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা প্রয়োজন। এসকলের পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে তৎকালীন সময়ে যে সকল শিক্ষিত পুরুষ বাংলা গদ্যের উন্নতি কল্পে তথা সাহিত্যানুরাগী হইয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দীনবন্ধু এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী।

সাধারণত কবি ও কবিতা লেখা লইয়া দীনবন্ধু মেতেছিলেন ডিপার্টমেন্টে অনুবাদকের পদে সামান্য কাজ করিলেন তাঁহার জীবনীকারগণ বঙ্কিমচন্দ্র এমন বলিয়াছেন। বঙ্কিমের ভাষায়:-

"দীনবন্ধুকে কর্মানুরোধে অতি দূর হইতে পল্লীগ্রাম পর্যন্ত

১। দুর্গাদাস দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২ " " " " " " "

পর্যন্ত, দার্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে; জীবিকার সেবিকার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি সাহেব পূর্বক সকল শ্রেণীর লোকের অবিত মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রতিবেশীর, ইতর লোকের কন্যা, সাধুবীর মত গ্রাম্য পতিব্রতা, ভোলানাথের মত গ্রাম্য প্রজা, তারীণের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নীলকমল ও রাসের মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নীলকণ্ঠদের মত সহরে শিক্ষিত মাতাল, অট্টলের মত নগর বিহারী গ্রাম্য যুবা, আদুরের মত মুক্তকেশিনী পাগলিনী নগর-বাসিনী বারাঙ্গনা, নবীন চাঁদ, হেমচাঁদের মত 'ইয়ার্কির বাবু' হাজু পাড়াগেঁয়ে হাজু সরদার, বাড়ুই বেহারা ঘটিরামের মত ভেড়ুয়া, নীলকুঠির সাহেব, মেজাজ, তাঁবেদার, উড়ে বেহারা, মুসলমান কাজরাণীর মত লোকের পর্যন্ত তিনি পাড়ী নক্সা আঁকিতেন। তাহাদের যে ভাব যে ভাষা যেমন বলিতেন। বলাইয়ের মুখে তাহার ভাব পর্যন্ত কহিতে পারিতেন — সকল লোক বাঙ্গালী লেখক তাহার পারিয়াছে।"

নীলকণ্ঠের বিষয়ে লেখনী ধরিয়া দেখিবার সর্ব্বত্র স্থিতি ধর্ম সাধারণের সুন্দর অভিনিবেশ তাহার সাথে সবিশুদ্ধ মুখ্যাবাধীন। তাঁহার পরিচালিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় যিনি নীলকর দিগের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের অগ্রণী কুলপাণী প্রজা তাহার জন্য প্রতিবাদের জন্য সাধারণে আহ্বান করিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রী হেমেন্দ্রনাথ দাসকৃত লিখিয়াছেন:—[১]

" অবিচল সংবাদপত্রে লিখিয়া বিনিয়োগ ও হরিশ্চন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া, বন্ধুত্ব দিয়া

১ ভারতের জাতীয় ভাবের - শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাসকৃত
পৃঃ ৩৬

দিয়া, দেশ-কালের পরিবর্তন দিয়া, বড়লোক, ছোটলোক
কে সমান চোখে দিয়া ইতিহাস নিজের স্বাস্থ্য, অর্থ
ও শান্তি ব্যাহত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই।
'মুক্তি যোগ' কবিতায় ও নিষ্ঠুর সমাজের কথা
বলিতে গিয়া তিনি প্রশ্ন করেন যে তাঁহার চেষ্টা
কোনো কাজে লাগে কি না।" এই হিন্দু পরিবারে
প্রকাশিত এক ঘটনা হইল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'
কাহিনী অবলম্বন করিয়া। পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে
সাহিত্যবস্তু হিসাবে নাটকে উল্লেখ আছে হরমণি নামক
জনৈক অত্যাচারী পুষ্করিণী হইতে জল সংগ্রহের প্রয়োজনে
গিয়া ঘড়ায় দড়ি বাঁধিতে গেলে সে ঘড়ি, দড়ি সহ
পানি পর্যন্ত তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখে। এইরূপ দীনবন্ধু
'নীলদর্পণ' রচনায় 'অত্যাচারের ঘোরতর দুর্দশার'
বর্ণনা করেন। এই পুস্তকে নীলকরের অত্যাচারের
কাহিনী ~~বর্ণনা~~ ও এমনভাবে বর্ণিত হয় যে পর্যন্ত নীলদর্পণ
বাংলাদেশে নাটক হওয়ার প্রেরণা যোগাইয়াছে। পণ্ডিত
শিবনাথ শাস্ত্রী 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:-
" প্রজাদের দুঃখ স্মরণ করিয়া দেশ হিতৈষী মাত্রকেই
কাঁদায়। যে সময়ে এমন অনুষ্ঠিত হইত, সময়ে সেই অগ্নি
লইয়াই তিনি 'নীলদর্পণ' লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন।"[১]

১৮৬০ সালে 'নীলদর্পণ' নাটক
প্রকাশিত হইল। বন্ধুমহলে দ্বারা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত
হইলেন। সাধারণের অত্যাচারের নগ্ন প্রোপটভূমি হইল।
গ্রন্থের আখ্যানবস্তু হইল:- নীলদর্পণ নাটক নীলকর
বিদ্রোহের প্রতিফলন। শ্রেষ্ঠাংশের কোনটি
বাস্তবতার: কৃতিত্ব। তবে শ্রী বন্ধুর লেখনি ভঙ্গি
অসাধারণ গুণে মুগ্ধকর। কাহিনীর গতি ২/২ অধ্যায়।

---

১ বাঙ্গালী সাহিত্যে ও সাময়িক পত্রে অধীন - পণ্ডিত শিবনাথ
শাস্ত্রী পৃঃ ২৮০

প্রাণের প্রতীক। প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের অধিকারী পুরুষগণের দোষ আছে। এই প্রতীকধর্মী প্রবণতা নাটকের প্রথম অঙ্কে এক চরিত্রের মুখে ব্যক্ত হয়েছে। বেলেক্স মহাশয় বলেছেন:—

"His drama was in fact the 'mirror' as its name darpana signifies that held up the full reflection of oppression and forlines practised by the haughty and defiant planters."

নাটকীয় কাহিনীর আধিক্য অংশ চরিত্র। হরকুমার ও নবীনমাধব বিলাত ফেরত পুরুষের উপস্থাপিত হয়েছে। নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব নীল কুঠির মালিক। বৈষ্ণবদাস ও বিন্দুমাধবের বিদ্যার দম্ভ, অর্থের দম্ভ, হৃদয়হীন আচরণের নিরবচ্ছিন্ন আধিক্যে। নাটকের সমস্ত চরিত্রই নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি যথা প্রজা সাধুচরণ, তোরাপ, আদুরী, রোগী, ক্ষেত্রমণি, পদীময়রানী সকলেই সরল ও উজ্জ্বল। নীলকরের অত্যাচার অঙ্কিত সাধুচরণ গোলোকবসুকে বলিতেছে:- 'পেতকার আমলার হাত থেকে, এইবার মান যাবে।"

গোলোক। আর পাওনার আর বাকী কি? পুষ্করিণীর চর পাত্র দিয়েছে। এবার নীল বুনতে তো'লে ক্ষেতের মুদুরে পাওয়া বন্ধ হ'ল। আবার আমার ক্ষেত নীলের পদ-পূর্ণ আছে। বাকী জমিতে ভাবনা নীল না বুনব, তো নবীনমাধবের আর দুটো জল খাওয়াবো।"

উপরোক্ত উক্তি হইতে সুস্পষ্ট নীলকরের হস্তে বঙ্গের সমস্ত কৃষকেরই মুক্তি ছিলনা। অর্থাৎ অত্যাচার ও অমানবিক অত্যাচারের দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে কেন্দ্র অবিষ্ট লাভের উক্তিতে:— "ও কাজের কুফল কোন কাজ, কিন্তু উহার অপরের উক্তি অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট হইলেও হয়তো

Indian stage - vol II Hemendra Nath Das gupta

pp 91

যে সময়ের দীনবন্ধুর সাহিত্যের সত্যিকার রূপের প্রকাশ হইয়াছে। স্বয়ং নিজের যে স্কুলে জীবনের চরিত্র জানার জন্য নীলকর সাহেবদের অত্যাচার আগ্রহী হন নাই কিন্তু দীনবন্ধু সে ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ নহেন। এপ্রসঙ্গে সাহিত্যের রসোপলব্ধির ভিত্তি হইতে আমরা দীনবন্ধুর অসংখ্য বর্ণনা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্র পাইব। নীলদর্পণ অভিনয়ের উল্লেখ তিনি লিখিয়াছেন :—

" এক্ষে সেই দৃশ্যটি এলো। কোন সময়ের ক্ষেত্রমণিকে ধরে সাহেব, সাহেব ক্ষেত্রমণি নিমের ডাল ধরার জন্য যেমন ক্ষুদ্র চীৎকার করে বলে — 'ও মা গো কি আমার দশা, মুই কোথা যেমু, কেডা কে, আমায় কেডা কে!' তাহার পরে যেন এলে কোন সাহেবের গলা ধরে ছেড়ে দেওয়া হইল। সেমনি সকলের দর্শকের মধ্যে একটি উঠে দাঁড়াল। এমনি সকলের দর্শকের উঠে দাঁড়ালো। কোথায় গেল সব লোক ছুটে এলে দুই লাইনের মধ্যে দাঁড়ালো — যে যেখানে ছিল সেই। তখন সাহেব লোকের তরওয়ালের ঘা খুলে ক্ষেত্রের উপর পড়তে লাগলো। সাহেব পাঁচ মিনিট তাদের ধরে রাখতে পারে না। যে কি ঝাঁঝরাই, কি ঝুঁঝরাই। ক্রমে তখনই সেই দেওয়া হ'ল। সাহেব আমাদের সেদিনকার সাহেব নয়। ভিতরের, আর নয় সেই পুরাতন ঠিক সাহেব সেও, সেলাম।"

অবশেষে নাট্যকার ঘটনার বহুল সংঘাতে অভিনয় বিস্মৃত ঘটনাটি, ঘাতপ্রতিঘাত বহুল কুলটার অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রতিপাদ্যে অগ্রসর হয়। নাটকের সাহিত্যের সৌন্দর্য হয়নাই। এ-ত্রুটিগুলি দীনবন্ধুর প্রথম অভিজ্ঞতার ফল। তবে সমালোচক লিখিয়াছেন :—

" যে হেতু তাঁর প্রকৃতিতে মাইকেলের মত বিশ্বাসিমান নাটককারের মত সত্যাভিমান ছিলনা সেইজন্য তিনি সমাজ জীবনের নিম্নতর স্তরের সঙ্গে সাধারণীকরণ বিশ্বাসের দৃষ্টি প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ তাঁকে নিয়েছিল সৃষ্টির প্রেরণা সংগ্রহ থেকেই তিনি আহরণ করেছিলেন তাঁর সৃষ্টির বিষয়।

১ সাধারণ অভিনেত্রী জীবন স্বরূপ 'জলধর সেন' ১৩৩৯
— বিনোদিনী

২ বাংলা সাহিত্যের দুর্দিন — কালীপদ সেনগুপ্ত
পৃ : ১৫৭

একদিকে বঙ্কিম যখন রাজা রাজড়াদের, বীরদের, অন্যায়কারীদের অতিমানবিক কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখছেন এবং মধুসূদন লিখছেন দেব দেবীর এবং তাঁদের অনুচর রাক্ষসদের জীবন নিয়ে, দীনবন্ধু সেই দিনে কি ভাবে নিম্ন চাষার ঘরে জন্মে 'নীলদর্পণ' লিখলেন তাই সাহিত্যের একান্ত হতে হয়। অন্যদিকে ভেবেছে তাঁর সব সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য হয়েছে কিন্তু সেদিন সাহেবরা এবং বাঙালিরা এর বাস্তবতা অনুভবের প্রতি এত সজাগ হয়েছে তাদের। কেননা বলেন দেখা যায়? এই মূলে ছিল দীনবন্ধুর মন এবং, ইতির অন্তর্গত সুপরিচয় যে বিলাতী কিংবা বা বর্তমানকালের সাহিত্যের সংস্পর্শে আসেনি, অন্যের জীবন ও বেদনা বেশি যায় যায়।"

দীনবন্ধুর সব লেখাতেই মূলেই তাঁদের নাটকে শিল্পীর সৃষ্টিতে অনেক লেখাটাই বড় হয়েছে। কারণ তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আদর্শ প্রচারধর্মী নাট্যকারকে বহুস্থলে অতিরঞ্জিত ঘটনা ব্যবহার করতে এবং নাট্য সূত্রের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করতে হয়েছে। অবশ্য আদর্শ প্রচারধর্মী সাহিত্য সার্থকতা: পরম সাহিত্য সেখে ছাড় হয়ে থাকে। Uncle Tom's Cabin ও অতিমাত্রায় বর্জিত নয়। যেখানেও লেখিকার সুবেদনা, স্বজাতির অনুভবের দরদ উদ্দেশ্য সাধ্যের চেয়ে দারুণ হয়েছে। এই প্রচারের আসল উদ্দেশ্য হয়ে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার প্রকাশ করে অত্যন্ত উলঙ্গ ভাবে উদ্দেশ্যের চরিতার্থ করার জন্য তিনি নাট্য সূত্র লঙ্ঘন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'নীল দর্পণ' সম্পর্কে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন: —

১

"নীলদর্পণ এই গুণ বিশিষ্ট হইলেও ইহা যে নাটকাংশে সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ নাটকের সকল অংশই অভিনেয় হওয়া উচিত কিন্তু প্রচারকার্য, শ্যামচাঁদ ও বসন্তের প্রহার, নির্মলী উন্মাদিনীর উক্তি, সুশীলার, উড়ানী বালির মতিতে সোলাবচন্দ্রের মৃত দেহ সৎকারার্থ গমন, গলায় বাঁধা দিয়া ভাবনাগুলি

২ আলোচনা ৩ সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব —
পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন
পৃ: ২৭৯

সংলাপের মধ্যে এবং প্রকৃতি বিষয়ক অংশে সাধিনীর যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজী নাটকে এ জাতীয় সংস্কৃত দোষের অবসান ঘটে কিন্তু সমাজের বিবেচনায় তাহার জন্য দায়ী হয় দর্শকের রুচিবোধ এবং শিল্পী-শ্রোতার অন্তরে নাটক জীবিত অনুরণন জাগাইতে পারিতেছে।"

কয়েকটি দৃশ্য ক্রটিপূর্ণ হইলেও 'নীলদর্পণে' নাট্যকারের চরিত্র সৃষ্টির বিফলতা ঘটে নাই। দীনবন্ধুর পূর্ববর্তী কোনও নাটকের সংলাপকার ও বিশ্লেষণে উপযুক্ত চরিত্র সৃষ্টি হয় না। তবে 'নীলদর্পণ' কালে উচ্চশ্রেণী আবার নিম্নশ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতে দীনবন্ধু অধিক সার্থকতার পরিচয় দিয়াছেন। তোরাপ, তাহার স্ত্রী দীনবন্ধুর সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য সাহিত্যে সার্থক চরিত্রগুলির অন্যতম। আবেগের প্রতি সহানুভূতি ও গ্রাম্য সমুদ্রতি এবং সাধু ভাষাতেই বৈচিত্র্য আনে।

'নীলদর্পণ' প্রকাশিত ও অভিনীত হইল। চীফ মেট্রোপলিটান কর্তৃপক্ষের অনুমতি ক্রমে এবং নাটক ইংরাজীতে অনূদিত হইল। লাঙ্গলবিদ্যাত মাইকেল মধুসূদন দত্ত তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় সাহিত্যিক দায়িত্বের সহিত 'নীলদর্পণের' অনুবাদ সম্পন্ন করেন। লঙ্গ সাহেব দুইবার কারাদণ্ড করিলেন। ইহা ব্যতীত F.H. Shuttleworth নামক জনৈক ইংরাজ ইংলণ্ডে ইহার অন্যান্য অনুবাদ প্রকাশিত করেন। কিন্তু প্রত্যেকটি লঙ্গ, জেরাল্ড হইলেন, কবীন্দ্রের সম্মান এবং মধুসূদন লাভান্বিত হন।

কিন্তু এই বিচার উপলক্ষ্য করিয়াই আমাদের আধুনিক জীবনে প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইল। তখন সমাজে সর্বত্র বিচার এবং আইনী উপায়ে দুই বিভাগের এবং তৎকালীন সাধারণের উপলক্ষ্য করিয়া সেকালের সুধীজন দুই বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সংবাদ পত্রের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে থাকে এবং সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট

নিজস্ব বিচার ক্ষমতা বিষয়ে অভিযোগ প্রকাশ করা হয়। সরকার উইলসন বিচার ক্ষমতা করতে বিচারকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে ফৌজদারী মামলাগুলি যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় নিজে চালাতেন। কিন্তু ১৮৬২ সালের ৩য় আইনে ফৌজদারী অভিযোগ বিচার বিভাগের হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করা হয়। এর প্রতিবাদে যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন:—

"Those who hold the judicial office may be sensible of how great importance it is, that their denunciations of crime may not be interpreted into hasty imputations against a whole people or country."

স্বাধীন সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের চরম বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ। এর পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন গড়ে 'নীলদর্পণ' মুক্তিলাভ করে।

নীলচাষ বন্ধ হইল। নীলকর নীলেরা বন্ধ হইয়াছে বটে। পূর্ব স্বাধীন দেশের উদ্ধার প্রচেষ্টার সময়কার 'নীলদর্পণই' সর্বপ্রথম ট্রিবিউন প্রয়োগ বিষয় সাহিত্য করিল। বাংলাদেশের বিষয়ে জাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া মুক্তির পথ খুঁজিতে আরম্ভ করিল এবং 'নীলদর্পণ' কে উপলক্ষ্য করিয়াই জাতীয় National theatre এর প্রবর্তন হইল।

ব্রিটিশ রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বাধীনতার সংগ্রামের ইহার পরবর্তী অধ্যায় 'ইলবার্ট' আন্দোলনের সময় ভারতের মুখে ঘৃণাসূচক শব্দ প্রচলিত হয়। ঘটনার উদ্ভব এ আন্দোলনের ফলে প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারী বিচারের ইংরেজ সভ্য ভারতের আইন আন্দোলন ১৮৮৩ সালে এ যখন বাংলাদেশ বিষয়ে যে দেশবাসীর সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে বিচার হইতেছিল এবং বাংলার সম্মানের সম্মানের জন্য সম্মানিত মুসলমান সুলতান ভাই পরীক্ষার নিমিত্ত

শিক্ষিত মুসলিম ভিত্তিতে রাজনৈতিক আন্দোলন উত্থিত করিলেন। তাঁর সাথী ও নওয়াব বংশের কিছু প্রধান দলে যোগদান করিলেন। তাঁর আত্মহত্যা নওয়াবের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন নওয়াবের শোনিতে হস্ত রঞ্জিত করিয়া। কিন্তু ইংরেজ আত্মহত্যাকে ফাঁসী দিল কিন্তু বিতাড়িত জ্ঞানশূন্য হইয়া আত্মহত্যার দেহকে ভস্মীভূত করিয়া বর্বরতার পরিচয় প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিলনা। লর্ড রোজ প্রধান 'হারকারু'।

তরফী আন্দোলনের পর হইতে মুসলমান ইংরেজের বিরুদ্ধে পতিত হইল এবং বিক্ষিপ্ত মুসলমান ইংরেজ বা হেস্টিংসের নিকটে পরিণত করিল। ঐতিহ্যের মুসলমান বন্ধু হেতু পতিত হইয়া দিন দিন হীনতার হইতে লাগিল। ১৮৬৩ সালে তরফী আন্দোলনের দমনকার্য এবং এবং ১৮৭৩ সালে তাঁর অক্ষয়কুমার দেশের 'কৃষকের দর্পণ' নাটক প্রকাশিত হয়। তাদানীন্তন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশে 'নীল দর্পণের' ন্যায় তথ্যবহুল পূর্ণ হইলেও 'কৃষকের দর্পণের' মূল্য নগণ্য নয়।

যদিও সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিয়াছেন :— "যে তরফী আন্দোলন বাংলা কৃষক আন্দোলনের কোন ইংরেজই তাঁর সাহিত্যে সাহিত্য পাইল না বা পাওয়ার কারণ তার নিজের সাহিত্য শ্রীতি ও শিল্পানুরাগ।" এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সত্যতা থাকিলেও আত্মহত্যার দেশবাসীর 'কৃষকের দর্পণে' ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। কারণ ইংরেজের অত্যাচার নির্যাতিত কৃষক মুসলমানের বক্তব্য প্রস্ফুটিত কোন কারণেই নাট্যে প্রকাশ 'কৃষকের দর্পণ'। 'কৃষকের দর্পণ' তরফী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ না হইলেও কারণ যথা।

নীলকণ্ঠ নাম গ্রহণ করিল

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলি আহসান
পৃঃ ৭১-৭২

ગુજરાત રાજ્ય સરકારશ્રી. તા.૧૮/૧૧/૧૯ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે
મળેલ બેઠકમાં લીધેલા નિર્ણયો અનુસાર તમામ કર્મચારીઓ
તથા અધિકારીઓ ફરજ પર હાજર રહે તે અંગે તમામ
કચેરીઓ તથા વિભાગોને સૂચના આપવા જણાવેલ છે.
તમામ કર્મચારીઓ ફરજ પર હાજર રહે તે અંગે
કાર્યવાહી કરવા વિનંતી.

ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારીઓ સંયુક્ત મહામંડળ
તા.૧૮/૧૧/૧૯ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે મળેલ બેઠકમાં
લીધેલા નિર્ણયો અનુસાર તમામ કર્મચારીઓ
ફરજ પર હાજર રહે તે અંગે કાર્યવાહી કરવા
વિનંતી.

ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારીઓ સંયુક્ત મહામંડળ. તા.૧૮/૧૧/૧૯ ના રોજ
ગાંધીનગર ખાતે મળેલ બેઠકમાં લીધેલા નિર્ણયો અનુસાર
તમામ કર્મચારીઓ ફરજ પર હાજર રહે તે અંગે
કાર્યવાહી કરવા વિનંતી.

તા.૧૮/૧૧/૧૯ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે મળેલ બેઠકમાં
લીધેલા નિર્ણયો અનુસાર તમામ કર્મચારીઓ
ફરજ પર હાજર રહે તે અંગે કાર્યવાહી કરવા
વિનંતી.

તા.૧૮/૧૧/૧૯ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે મળેલ બેઠકમાં
લીધેલા નિર્ણયો અનુસાર તમામ કર્મચારીઓ
ફરજ પર હાજર રહે તે અંગે કાર્યવાહી કરવા
વિનંતી.

તા.૧૮/૧૧/૧૯ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે મળેલ બેઠકમાં
લીધેલા નિર્ણયો અનુસાર તમામ કર્મચારીઓ
ફરજ પર હાજર રહે તે અંગે કાર્યવાહી કરવા
વિનંતી.

તા.૧૮/૧૧/૧૯ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે મળેલ બેઠકમાં
લીધેલા નિર્ણયો અનુસાર તમામ કર્મચારીઓ
ફરજ પર હાજર રહે તે અંગે કાર્યવાહી કરવા
વિનંતી.

চাষার দেশের দাবী লইয়া তাহাদের প্রতিনিধিরূপে তাহার পরিচয়ে প্রকাশ করিলেন। ঐতিহ্য সমাজ চরিত্রের দাবী যতদূর পূরণ হইল কিনা এবং সর্বশেষে তাহার কবিতা কে পূর্ণ অধিকার লাভ করিল সমাজীন দেশের নাগরিকগণ জনগণের দাবী প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত জাতীয় আন্দোলনের যেমন দীনবন্ধু ও পথিকৃৎ নিজে হতভাগ্যের পাশে আসিয়া তেমনিই দীন সমাজের দেশমাতৃ নিজেও 'জনী

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'অভিলাষ দর্পণ' প্রকাশিত হইল। সংস্কৃত রীতিতে নাটকের প্রস্তাবনা, নাট্যের উদ্দেশ্য বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেন এবং এই সংস্কার ইচ্ছাদিয়া তাঁহার সন্তানের যে আবার আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় তাহা তাঁহার আত্মপরিচয়ের স্পষ্ট মূল। নিম্নোক্ত অংশ হইতে আমরা তাঁহার রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে পারি:—

সূত্রধর। কথা, এমন কিছু না। বাঙালীদের প্রকৃতির স্বভাবসুলভ সহজ। বাঙালীদের প্রকার সুখ বিলাস, সর্বদাই ব্যস্ত। নিজের সুখের, ছিত্র হয়, তিনে মুখে থাকিও। তাহার অনুকরণ করিছেন। কিন্তু চক্ষের সাক্ষাতে অবলোকন যে বড়। সভ্যতার তত সৌরভ সংস্কৃত-তার যোগ্য নেই।

নট। কেন, এ সাধারণের নিতান্তই ভুল। আমার নিজে দেখেছি যে, সাধারণ, দুর্বল, ধনী নির্ধনী, সুখী দুঃখী সকলেই সমান। সকলেই সম স্নেহের পাত্র, সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার দাও। আজকাল সাধারণ দীন দুঃখীদের প্রতি বেশী টান।

সূত্রধর। (স্বগতঃ নিজেকে) অবশ্য, মাঃ স্কুলে প্রবেশ করিয়া সকলের সমান। তাহার বেশ বেশ শহরেও বাস করিত। শহরের সুধুর পর্যন্ত মাঃ স্কুলের ছাত্র, শহরে তাদের বেশ চেনেন। মাঃ স্কুলে যোগদানই যোগ্য। শহরে বেশ বেশ জানে যে এ বাংলাদেশ বড় শান্ত, বড় ধীর, বড় নম্র, হিংসা নেই দ্বেষ নেই মান বিচার নেই, কারু সঙ্গে সং যোগ না। কিন্তু মাঃ স্কুলে শ্যাল—ঈশ্বর গর্ব পর্যন্ত আর সহ্য না। বলবার কি বাংলাদেশের সাধারণ সাধারণ জন সাধু প্রকৃতির লোক হয়ে গেল। × × × প্রকৃত সাধারণ দুই দল।

নট। দল আবার কেমন?

মুক্তি। যেমন হিন্দু আর মুসলমান।
নই। তিনি বলেছেন। তাঁদের এই মুসলমানের যে দ্বী
কুলেন্তু- ভাবেছিল যে কথা মনে হ'লে এখনো বিশেষ চমকে
ওঠে। এমনও হয়ে মনে হয়ে পড়ে। ও: ভগবান।"

এই গ্রামে মহিলার অবশেষে মহিলার হাসানের জননীর
দীপ্তি 'মহিলার দর্পণ,' নাটকের মূল বিষয়বস্তু। গ্রহণযোগ্য
বলেন ন্যায়ের মুসলমানের দেশের, দীনবন্ধু ও মধুসূদনের
বলেই যে দুনী এ অন্য সাহিত্যের কথা ভাবনা। মধুসূদনের
'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের ডক্টরের চরিত্রের সহিত
হাসানের জননী চরিত্রের সাদৃশ্য বর্তমান। উভয়ের মধ্যেই
অন্ধের ন্যায় বিলাতের অনুকরণ বাদে পরাধীন প্রতি আস্থা।
এবং ডক্টরের ধর্ম ও সংস্কারের প্রতি কিন্তু হাসানের
জননীর নিয়ম নামাজ প্রতিও ঘোর লোভ সংস্কার মোহ
মূল অনুসৃত হয়নি।

বলাবাহুল্য পরাধীন জাতি আমাদের 'নীলদর্পণের' ক্ষেত্রটিকে
দূর হয়েছে কখনই এমন কথাটি দেয়। সত্য যে পুরোপুরি
-ব আবেগ অনুসরণ বা অনুকরণ করেছিল মধুসূদনকে-
ছিলেন। সুতরাং দীনবন্ধু অনুসরণ করেছিল দীনবন্ধুকে।
সাহ, কীর্তি মুসলমানের দেশের অনুসরণ করেছিল দীনবন্ধুকে।
কিন্তু নাটকের সংলাপে এ ছিল মুঁড়িয়ার পাতায় ঘয়না।
ডক্টরের উক্তিগুলি এলিয়ন, ভোজ করেছেন দল দীনবন্ধু
ন্যায় — কেবল কিন্তু বাস্তব বাস্তবের সংলাপ ছাড়াও
বিচারের বিচারে হাসানের জননী নির্দেশে প্রমাণিত হয়ে।
তাই আমাদের মত হাসানের জননী আমাদের বলিয়াছে:-
" তাই জন্য ভয় কি? আমোদ আহ্লাদ, সময়ের অনুরূপ,
আমার আদি পতাকা নামের ভোগলোর, জীবন বন্ধুর।"
[হা. অ: অ: পৃ:]

বিচার ইংরেজের অধিকারে যে
ভালোবাসে ছাড়ার চরিত্র আমাদের মুসলমানের দেশের লোকের
তাদের আমাদের পূর্ব বাঙালির। বিদ্যার আত্মীয়
সম্পর্কের, আমাদের উচ্চের, পরিবারের প্রতি

প্রতি ঘৃণা জন্মাইল। অধ্যাপক ওয়েবার আমাদের ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রশস্ত সংস্কার আন্দোলনের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। মুক্তানন্দের মৃতদেহ ফ্রান্স-তাপীকৃত ধনদার লোকজনের সম্মুখে চলিল। এবং ঘৃণা জন্মাইলে অধ্যাপকের কন্য দিয়া উত্তেজিত ফ্রান্সের চরিত্রের এক জটিলতার দিকে অত্যন্ত নগ্ন মূর্তিতে দেখা দিয়াছে। অধ্যাপক সাহেব ইংরেজিতে উক্ত বলিলেন :—

"If fever, can produce enlargement of the spleen then why not the sob of the blood with produce sanguinous apoplexy of the brain?"

ঈশ্বরের সর্বশক্তি বিলুপ্ত প্রমাণ ফ্রান্সের চরিত্র এবং বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবে তাঁহার অন্তরস্থিত দুর্বলতা পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য দীনবন্ধুর ন্যায় ফ্রান্সের চরিত্রের দোষ গুণের বীর সাহিত্যে অবতারণা দেখা দিয়া বীর সাহিত্যে অবতারণা করিয়া দুষ্ট হইয়াছেন। অবশ্য তাহাদের জটিলতার জন্য ফ্রান্সের প্রতিও ফ্রান্সের চরিত্রের জন্য ফ্রান্সের প্রতিও দোষারোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল।

চরিত্র সৃষ্টির দিক হইতে দীনবন্ধুর অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বিশেষ করিয়া দীনবন্ধুকে অনুসরণ করিয়াছেন। প্রকার দ্বিত্ব, দুর্দশার বর্ণনা, বিশ্বস্ত ভৃত্যশ্রেণী জন্মের পরিচয়। অবিশ্বাস্য, অবাস্তবতা, ফ্রান্সের শাসন অধিকারের অন্যায়, অবাস্তবতা, ফ্রান্সের শাসন ও বিচারের নীচ প্রবণতা প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিয়া নীচ সমাজের জটিলতা, সমাজের যে স্বার্থপরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন শেষ স্মরণ করিলে অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়। পরবর্তীকালে নারীর হৃদয়ের দ্বিত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্কুচিত চিত্তে কপালকুণ্ডলার নামের জন্য আসল কপালকুণ্ডলা চরিত্র সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ :—

বঙ্কিমের হৃদয়ের দ্বিত্ব বিষয়ে বিশ্লেষণ :—[১]

" অবশ্য এর প্রকারের জন্য হয়ত অসমান শ্রেষ্ঠ দুর্দশাগ্রস্ত জন্তুগুলির বিচার উচিত হইত। কারণের দোষ

১ বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় ভাগ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
'বঙ্কিমের হৃদয়' পৃ: 282

আমাদের নিজস্ব শ্রম, আমাদের নিজস্ব শ্রমজাত — আমাদের নিজস্ব বিদ্যা-বুদ্ধি বলিয়া স্বতন্ত্র হইত। সে সকল যাও থাকুক যদি সেই ভাব 'আমি দর্শন' আমাদের হইয়া আসিতে না পারে — যদি 'ভোগের স্বতন্ত্র অনুরাগের জন্য যত্ন না থাকে — যদি ভোগের স্বতন্ত্র বশবর্তী হইয়া অন্য দেশের নিকট পরাধীন হয় তবে যত শীঘ্র 'আমি দর্শন' আমি হইতে লুপ্ত হয় তত্ত্বই ভাল।"

এইই স্বাধীনতা বলিতে আমাদের সমালোচক বলিয়াছেন :— "সমাজের স্বাধীনতা বাহ্যসাপেক্ষ। অধিকার দান, অন্য লাভের প্রয়োজন। সহায়ের জন্য চাই, উপকরণের দিক চাই, আমাদের শক্তির উপাদান চাই। স্বাধীনতার সেনানী চাই। পরিবেষ্টিত সমাজ এবং আমাদের যথার্থ লক্ষ্যের স্বাধীনতার জোয়ার ও সমন্বয়ের বিস্তৃত বিস্তার প্রয়োজন।"

বর্তমান কালে যে জন্য প্রচার বিস্তৃত হইয়াছে সেই জন্য প্রচার অনুরূপ নয়। নিশ্চিত চিত্তে সেই উদার জন্য প্রচার বলিয়াছেন। আমার মনে আসিতেছে রবিবাবুর 'ভারতের দর্শনের' স্মরণ না হয়।

তখনো সমাজের পর ধীরে ধীরে ভারতে ব্যবসা হইবার প্রেরণা অনুভূত হইল। বাংলা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘ ও সমিতি সমূহের মধ্যে ব্যবসায়ীর ধর্মের সংগঠন বলিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমাদের জাতীয় ধর্মের নূতন সমাজ সমালোচনায় হইয়া গিয়াছে। অতএব অনুকূল বলিয়াছেন। 'হিন্দু মেলার' অনুষ্ঠান আমাদের মধ্যে হইল। বাঙ্গালার পুর পরি কল্পনা আকাঙ্ক্ষা শক্তি হইল। দেশীয় শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যে প্রদর্শনী পূর্ব হইল।

১ বিবিধ প্রবন্ধ (২য় খণ্ড) বঙ্গদেশের কৃষক - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ 289

সত্যেন্দ্র নাথ ও জ্যোতিরিন্দ্র নাথ সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশের দুর্গত সাধারণের জন্য দেশবাসীর প্রতি এক আন্তরিক আবেদন জানাবার জন্য রচনা করেন। শ্রী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:- "১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয়। আত্ম প্রতিষ্ঠা ও সাধনাদ্বারা এর স্বদেশপ্রীতি মন্ত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য যোগেন, নবগোপাল প্রমুখ বহু বরিষ্ঠজন উদ্যোগী হয়েছিলেন। নবগোপাল মিত্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন।

জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশনে সত্যেন্দ্র ঠাকুর গাইলেন:- "হিন্দুমেলার ঐ উদার উদয় অচল আলো গাও ভারতের জয় গান।"

দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগেন্দ্রনাথের লেখা স্বরচিত গান হয়েছে:- "জাগ জাগ সাড়া সবে, ভারত সন্তান অই যে দুঃখিনী মায়ের কান্দন।"

স্বয়ং যোগেন লিখেছেন:-
"অলস যে জন ভারতের
আহার স্থান দেয় না তাই
দীন দুখিনী অন্ন যোগাত
১৩ কোটি সন্তান মাতার।"

প্রকৃতি সঙ্গীতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আনন্দময় প্রকৃতি, নিজ-পর ও দেশের উন্নতি সম্পর্কে শ্রী প্রকাশ করেছিল। এই মেলার অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রী দেবেন্দ্র নাথ ভক্ত লিখেছেন:-

"১৮৬৮ শকে এই মেলার প্রথম প্রতিষ্ঠা। ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন (১৮৬৯ শক) বিডন উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। এর বিবৃতি নানা পত্রিকায় প্রকাশ। এতে যে হিন্দু জাতির শিল্প চেষ্টায় মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য সকলে উদ্যোগী হইলেন। অন্তত: জাতির জন্য ভূষণেই অনুষ্ঠানের বিশেষত্বের স্বদেশপ্রেমী হইলেন।"

এই সময়ে পরিষদের সদস্যদের আসন প্রদান করেন। বাংলার জাতীয়তার প্রথম পথিকৃৎ যাঁরা সকলে যোগেন্দ্র নাথ। তাঁদের সাহায্য, জমিদারগণের মতো, শ্রীকালীপ্রসন্ন প্রভৃতি বাংলার ছিল, জমিদারগণের

---

১ হিন্দুমেলার ঝুলি - যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় পৃ: ৭৮
2 গিরিশীয় জাতীয় ভাবধারা - শ্রীদেবেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত পৃ: ২৩

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সম্পূর্ণভাবে আত্মসচেতন হইয়া উঠিলেন। ভারতীয়-বিপ্লবীদের
সহযোগিতা করিতে। তেমনই আমেরিকাবাসীদের কাছেও বিপ্লব বাঁধিলেন।
ইংরেজদের চোখে- ইহাই ছিল ভারতের প্রতি ভারতীয় জাতীয়
নেতাদের এক মৌন বিদ্রোহীর অভিব্যক্তি। ইহার পর ইহাই তাহাদের আত্মচৈতন্যের
প্রকৃত রূপ। — স্বদেশের ও স্বজাতির জন্য সেবাই ধর্ম
হইল।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন
করিলেন। পূর্বেই শিবাজীর
ছত্রিশগড় সেনাবাহিনীর স্থাপিত হয়। ছত্রিশগড় নীতি স্থাপিত হইয়াছিল।
কুমার সেনাপতি। প্রত্যাবর্তন করিলেন। ছত্রিশগড় নীতি
ধীরে ধীরে সেনাপতি অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

বর্তমানে ভারতের হইলেন।

প্রাচীন ভারতের প্রাণের বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন
সম্পর্ক স্থাপনে জন্য অগ্রসর হইল। এসম্পর্কে কলকাতার
সম্পাদক পত্রিকায় যথার্থই লিখিয়াছেন:—
"Two generations ago, we said we should welcome
this awakening of India to it, we urged India to it, we
prepared for it, now that it is come, we are
afraid . . . . It has been an attitude
of friendship first and of bitter opposition
later!" ভারতবাসীর খুব বড় পরিচয় জন্য ভারত-
কুলের প্রেম প্রকাশ করা হইল। শ্রী অরবিন্দ ঘোষের
চক্রবর্তী লিখিয়াছেন:— [2] "১৮৭৬/৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি
ত্রিপুরাবিজয়ের পরিচয় বাংলা দেশে প্রকাশিত এবং
পত্রিকার। কিন্তু ১৮৫৭ সালে পত্রিকার ভারত বলিয়া উল্লেখ
করা হয় প্রধান পরিচয়। ইংরেজ হয় যে. ইহা ভারত
ছাড়া হয়ের স্থলাভ। ভারতের দর্শন, ভারতবাসী, বৈদ্য বিবেকানন্দ,
স্থলের ভারতের, প্রকাশের, বিশ্বদূত, চাঁদ প্রকাশ, গিরিশ লিখিত,
গিরিশ ভারতের ও সেনা প্রকাশের ভারত ভারতবাসী

১ The awakening of India. J.R McDonald PP 125
২ বিপ্লবী বাংলা - শ্রী অরবিন্দ ঘোষের চক্রবর্তী পৃঃ ৯৯

ফরাসী লোক তীব্র ঘৃণার উদ্রেক। আমার পত্রগুলির মুক্তি বর্তমান প্রচার দূরের হয় নাই।"

এই আইন জারির ফলেই বাংলা সংস্কৃত ভাষার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। কলকাতার জাতীয় কাগজগুলি এটি কেন বলিত ফরাসী ছাড়া প্রতিক্রিয়া ঘটল। কিন্তু পরে অবশ্যই এইগুলি সকল সম্পূর্ণ আইনের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেল। এইগুলি ব্রিটিশদের ঘটিত বিরুদ্ধে হয়। এইগুলি ফরাসী ভাষায় ছিল। কিন্তু ফরাসী ভাষায় ছিল। পরবর্তী অবস্থার ভিত্তি। কিন্তু উল্লেখ করা হইল। পরবর্তী লোকেরাই প্রকাশিত এই সংবাদ গুলিও কলকাতার ফলে অর্থাৎ হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই এত সুন্দর সুযোগ উপস্থিত হইল। যাহাতে কলকাতা পুনরায় একত্রিত হইয়া জাতীয় সংবাদপত্র প্রচারের সুযোগ প্রাপ্ত হইল। সাধারণের দৃষ্টিতে — সুরেন্দ্রনাথ বিহারী লাল ও নিরপেক্ষ শ্রেণীর ব্রিটিশ সাহিত্য পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া দেশে আসিয়া পড়েন। সুরেন্দ্রনাথ দুইটি বন্ধু হইয়াছেন। বিহারী লাল গুপ্ত হইলেন গোলাপ বন্ধু চুপ হইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ দুইটি বন্ধু হইলেন। এই সময় সেই সময় অনুযায়ী 'ক্যাথিলিক' চীফ প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এবং তিনি শ্রেষ্ঠাংশের সব. কি নীল হইলেন। এবং তিনি শ্রেষ্ঠাংশের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পালন। কিন্তু নীলমণি চন্দ্র পরিবার বেলায় ব্যাপারে আবার এই সংবাদ হইল পর্যন্ত হইল। তাঁহার হইতে এই কাজ করা পরিত্যক্ত। তাহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেলা পর্যন্ত এবং প্রকাশ্যে প্রচারের প্রচারের শ্রেষ্ঠাংশের বিচার পরিত্যক্ত হইল। সুরেন্দ্রনাথ বিহারীলাল শ্রেষ্ঠাংশের দাবী প্রধানের অভিযোগ করে। বিহারীর জন্য সংবাদপত্র ইংরেজী ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বিলের সমস্যা প্রস্তুত করিলেন। অবশ্য শ্রেষ্ঠাংশ সম্পর্কে হইয়া বিচারের বিরুদ্ধে হইল। নাগরিকের প্রাণ গেল। শ্রেষ্ঠাংশের লোক পাশে নাগরিক দেশীয় খ্রীষ্টান অথবা এবং হইল। সর্বত্র হইল অবস্থা পড়িল সকল শ্রেষ্ঠাংশীদের তাহাদের বিচারের বিচার নিয়ে নাগরিক। ফরাসী বাংলা সংবাদপত্র অবশ্য ওঠে নাগরিক। খ্রীষ্টান অবস্থিত হইয়া উঠিল। শ্রেষ্ঠাংশ পাশে লোকের বলিলেন :—

" সেলাম, সেলাম, আমাদের স্বাধিনতা অন্যায়
তোর জাতি বুঝাবার কেমনে বিলাত
লোভ লোভ, জীব পাতার লোভীর লোভীর

লেখিতে গেলে অনেকের, হয়তো বিস্তারের
লেখিতে অনেক সম্ভার, অনেকের জানাবার
বর্ণনার মোর প্রাণ যথেষ্ট তা হবেনা।"

এমন সময় বাংলাদেশে হঠাৎ চাঞ্চল্যের ঘটনা ঘটিল। বিদেশী নীতির কারণে প্রেরিত একটি কবিতা "বেঙ্গলী" পত্রের জন্য বাংলাদেশের এক ধনী হয়ে রাজপুত্র ছেলেটি উপস্থিত করেন। হিন্দুসমাজের বিরোধ উঠিল। সেখানে উনার হচ্ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাঙালীদের "বাবুলীলে" হয়ের তীব্র প্রতিবাদ করে হইল। রামকৃষ্ণদেবের মতামত হইল। বাবুলীদের উদ্দেশ্য — তাঁহাদের কাছে অনেকে ধর্মাচরণ ও চিত্ত বিশুদ্ধ করার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সুরাপানের দোষে বাবুলীদের নাস্তিকতার ও; নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে সুচিন্তিত নির্দিষ্ট করিলেন।

এই ঘটনার ছেড়ে দুর্বলতাও বাবুলীদের 'চাল প্রথম' তৃতীয় সম্ভ উচ্চারণ করিতে পারিয়াছিল। হইয়াছে তিনি সম্পূর্ণ শ্রীরামেন্দ্রনাথ প্রকাশ করিল।

দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন : "প্রেমের নামে বিশ্বাসের সঙ্কীর্ণতা অনুচিত বাসনা নানা রোগের ধর্ম বাড়িবার অবসাদ। তাই নয় কুল হলে এমন প্রাণ খুশী ও চাঞ্চল্য বহুল যেন যে সমস্ত বাংলার গ্রামগুলি প্রকৃতির প্রতি সমস্ত বিশ্বাসের গর্ব করিতে পারিলেন।" বাংলার এই ঘটনার ঘটনা দাসগুপ্তের অনুভূত ঘটনার সাথে বর্ণনা প্রভৃত ঘটনার সোপানিত্ব নয় সম্ভব।

এখন প্রশ্ন হইল যে হিন্দুসমাজ বা সোপানিত্ব নয় ছিলেন তাহার অন্যতম সম্ভব হয়.. সোপানিত্ব নয় সম্ভব বাড়িবার শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং উদ্যোগের। দেশ ও জাতির প্রতি প্রকার সোপানিত্ব নামের শ্রীরাম- দেশ। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সোপানিত্ব নামের তৃতীয় জাতীয় সংগীত সংগীত সংগীত সোপানিত্ব নয় শুধু করিল। দাসগুপ্ত শিক্ষার শিক্ষিত- সোপানিত্ব নয় নয় সংগ্রাম প্রভৃত ঘটনার এবং আত্মসংরক্ষণ নয়/ধর্ম নয় সংগ্রাম প্রভৃত ঘটনার

নাট্য ভবন। আরও নাটক নাট্যশালার মাধ্যমে জাতীয় ভাবধারা প্রচারে অগ্রসর হইল। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের "জাতীয়তা-প্রচার" নামক একখানি প্রবন্ধ নাটকের নাম "পুরুবিক্রম"। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন:—

"বাংলার রঙ্গমঞ্চের অগ্রদূত গিরিশ- সম্প্রতি প্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রঃ, নগেন্দ্রনাথ মিত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলার কুশলী প্রঃ জাতীয়তাবাদের গীতের প্রসঙ্গ সূচনা। জাতীয়তাবাদ- 'সন্দর্শন', ও ঐ নামের পত্রের পূর্বেই প্রকাশিত হয়। ঐ নাট্যকারের নাটকাদির অন্তরালে ভাবের ইহার মর্ম্ম স্পষ্ট দেখা যাইত।"

এই হিন্দু মেলার প্রাণেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাতীয়তা-বোধ প্রচার মূলক নাটক রচনায় উদ্বোধিত হয়। নাট্যকার তাঁহার জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছেন:—

"হিন্দু মেলার পর হইতে যেখানে একটার পর একটা— বিভিন্ন দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ প্রীতি উদ্বোধিত হইতে থাকে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক গীতের গাঁথা ও পিতৃদেব গৌরব কাহিনী কীর্ত্তন করিলে এত ভাবটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"

সুতরাং দেশ প্রেমের উদ্বোধনের জন্যই যে নাট্যকার নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ।

এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বিশ্বিজয়ী বীর সালাবাহাদুরের বীর সঙ্কল্পের কাহিনী অবলম্বনে তিনি নাটক রচনায় ব্রতী হইলেন। সালাবাহাদুরের বীরত্ব গাঁথা প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; তাঁহার নাটক প্রধানতঃ মহাবলী ৪০০ তাঁহাদের নেতা বীর শ্রেষ্ঠ পুরুর বীরত্ব ও পঞ্চনদের জন্য মহাবীর প্রতাপের প্রজ্ঞা মূলক অবজ্ঞা উচ্চ প্রীতির আকাঙ্ক্ষায় তিনি প্রচার করিতে সচেষ্ট হইলেন। অন্তত সন্ধি ভারাক্রান্ত ঐ নাটকখানি হইতে উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া লিখিত হইলেও ঐতিহাসিকতা সৃষ্টি রূপে পরিমার্জিত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ

১ বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ - শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
পৃঃ ১১২

তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান আদর্শবাদী ছিলেন। বস্তুত জীবন ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টে যখন পাশ্চাত্যের সৃষ্টি কৌশলের মূল্য অযুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞান মানব এই উভয় দৃষ্টভঙ্গী হইতে পরিত্যক্ত ছিল। তাঁহার আদর্শবাদ তাঁহাকে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য সৃষ্টিতে চালিত করিল। বস্তুবাদ ও মানব জীবনের অধিক প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফল তাঁহার পক্ষে প্রতি চালিত হইল না। এমন কি কেপলারের পাশ্চাত্য দূর স্বাধীনতাও, তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ধর্মোপাদান অন্য নিজের তাঁহার সৃষ্টির প্রতি পাশ্চাত্য সৃষ্টাদিত করিল। অবিচল অস্ত্রাঘাত বলিষ্ঠতা এই পার্থক্যের বিরুদ্ধ অস্বীকার করিল। যেমন তাঁহার কাছে এ পার্থক্যে বীরত্ব অথবা প্রাণের নাই।

সেনাপতিদের প্রধান কাজই যুদ্ধ ও শান্তি সৃষ্টি। সংস্কৃত পাশ্চাত্য অনুসারী অন্য যুদ্ধ 'বীরোত্তম' নাম নির্দেশ পায়। কিন্তু প্রাণ হীন এবং দৃষ্ট হীন। এজন্য বীরত্ব ও শক্তির দীর্ঘ আলোচনা ব্যতীত তাঁহার চরিত্রের কোনো দিকই বিশেষত হয় নাই। অন্য এই সময় আলোচনা উক্তি অনুসারে তাঁর বীর্য গ্রহণ করিল। যুদ্ধের বিষয় হইত তাঁহাদের প্রতি পাশ্চাত্য হইয়া পাশ্চাত্য। অস্ত্রশালার অধিক আলোচনা যুদ্ধ পরিত্যাগ :-

" এখন তিনি পূর্বপ্রতিজ্ঞার সাথে অবস্থান পরামর্শ ক্ষেত্রের নাম অধিকৃত জন্য পারিলেন। কিন্তু প্রতি দুঃখ। বীরপুরুষ নিজ দুর্বিপাকে এখনও তিনি জেলেন নি। ^ ^ ^ অশোভন ক্ষেত্রের তিনিসাথে। যদি আমাদের সুনী সিংহাসন সাথে ঐক্য আত্মবিশ্বাস তার প্রাণকে ক্ষয় করিতে হয় তাহাকে কিন্তু সে সিংহাসনকে, সাথে কিন্তু সেই প্রাণকে এবং কিন্তু সেই কাপুরুষকে [illegible] স্বরূপ পুনঃপাত করিবার করে।"

[৪র্থ অঃ: ২৩.৭]

দেশ প্রেমের শ্রীমন্ত তিনি আত্মহারা, দেশ তাঁহার জননী স্বরূপ ছিলেন, তাহার অস্ত্রাঘাত ও শৌর্যের গৌরবে হৃদয়ের প্রাণ নিবেদন করেই তাঁর কর্ম, তাই ইলারিয়ার প্রেমও তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে হয়নি। অস্ত্রশালার দূত

একাকীত্বের দূর করবার উদ্দেশ্যে গীতিকার গীতিরচনা করিলেন। কিন্তু প্রেমিকের প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে দোষের জন্য সারা বিশ্বের সহিত দোষারোপ। এই পুরাণের বর্ণনাদিন :— "যে-কারণে আমাদের প্রেম হইতে আমাকে বঞ্চিত করলেন আত্মীয়তার জন্য আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রামের প্রাণ দিতে যে আমাদের কিছুতেই নিবারণ করতে পারবে না।" [গ্রন্থ সং: ২৮. গা:]

একাকীত্বের অন্তরের তৃপ্তি হয়নি। গীত দুঃখে বর্ণনাদিন :— দুঃখ নয়, যেখানে এই না-কে স্বীকার করবার জন্যই অস্তিত্ব নামের সৃষ্টি, সেই বিশুদ্ধ অস্তিত্ব বলে কিছুমাত্র বহমান থাকে কেবলই একাকীত্বের একাকার অসীম শূন্যতার উপর অন্ধকারে এইটুকু সৃষ্টিকে ধরে রাখতে পারে না। সৃষ্টি নিঃশেষ হ'তে পারে, অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে, পীড়িতাকুল হ'তে পারে, কিন্তু অস্তিত্ব ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারে না। যতদিন অস্তিত্ব নামে জানাতে থাকবে ততদিনই বিশ্বের সেই বেদনার জন্য একাকীত্বের নাম অমর হয়ে থাকবে।" [২৮. গ্র: ২৯ গা:]

গানের পদে গীত নাটীয় সংলাপের সর্বত্রই সুরলোকের সুর হইতে জীবন নাট্যের সংগীত সংযোগ, জাতীয় চেতনা ও জাতীয় বোধের সুর প্রকাশে গীতি প্রাণবন্ত হয়েছে। এইরূপ উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য মুখ্য নাটীয় চরিত্র জীবন সুখ পর্যন্ত বিভাবই সুরবেদনা। এই বেদনার সুর ঐতিহাসিক গীতিই রচিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের লেখনীতে নাটীয় নাটক রূপে সুর ভাবপূর্ণ মানবসত্তার গীতি সুর বাজতে পারেনি না।

ইলাবতীর সাধ্যমে গীত গেয়ে বলেন— সৃষ্টি করবার ইচ্ছাতে এত সাধনার ফল। কিন্তু পূর্বাকাশে সঙ্গীতের ভাবের না পাওয়ায় ইলাবতীর মনে সৃষ্টিও ব্যর্থ হইয়াছে। অনাবিলানী নাট্যের যে একাকীত্বের ও জাতীয় চেতনার প্রকাশ ভাবের -চারিত্রের ভাষা তাহাই নাটকের সংলাপ এবং সঙ্গীতের ভিতর পরিবর্তন ভাবধারা নাট্য ভাবানুযায়ী। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ সঙ্গীতকে ছিলেন স্বতন্ত্র তাঁহার জাতীয় সঙ্গীত সংযোজনা সর্বসুখী ও সমন্বয়ী হইয়াছে

সর্বোপরি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যগুণ। তাঁর নেপথ্যে থেকে যিনি রূপ সৃজন করেছেন। একদিকে বিদ্যাসাগরী প্রভাব বলিষ্ঠতা এবং অন্যদিকে আলালী ভাষার প্রচলনই ছিল তাঁর নাটক রচনার ভাষা। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সাধারণ কুশলবাদী, তিনি ছিলেন যুক্ত বাংলার প্রথম সুদক্ষ, প্রাণবন্ত নাট্যকার। ভারত ইতিহাসের এবং পুরাণের সুগভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। আর্য্যদর্শন, কাব্যশাস্ত্র ও গদ্য ছিল। শ্রীকান্ত মহাশয় তিনি তাঁর নাটকীয় সংলাপ নাট্যরস প্রাণবন্ত করতে পেরেছেন। সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে বিষয় রূপ দিলেন তার বক্তব্য চেতনার অনুপুঙ্খ রূপ তখন নাট্যকারই গ্রহণ করেন এবং বিচার করেন।

সাহিত্যের দিক 'পুরু বিক্রম' নাটকের এত অধিক সমালোচনা হয়েছে এবং সমস্ত বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৮৭৪ সালে বেঙ্গল থিয়েটার ও গ্রেট ন্যাশনাল 'পুরু বিক্রম' নাটক অভিনয়ের অভিনীত হয়। ১৮৭৪ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার বিভিন্ন পত্রিকাগুলিতে এর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন:- "Plot is certainly very interesting and well drawn. The different phases of the Rajput character are admirably exhibited. Porus and Ailabila - hero and heroine are very types of Rajput warrior and his Queen. Taxilus and Ambalika present very striking contrast to Porus and Ailabila. Their weakness; their vacillation, their treachery set off very conspicuously the virtues of consistency and patriotism in character of hero and heroine. Look at the language and spirit of the stirring words which Porus uses to infuse ammunation into the heart of his soldier arrayed in the field :—

৩০ হাত দীর্ঘ
ইন্দ্রিয়জিত বলবান হস্তে তোমার ধনুষ্ঠ গ্রহণ
২৩ আঙ্গুল প্রস্থ হৃদয়, আত্মগৌরব বল দান
শত্রুমুখে বজ্র নিঃক্ষেপ।

যত্র বিচিত্র বিদ্যা-লহরী আর
শরীর নাচন যিদ্যার বিদ্যা যাহিন।"

সাহিত্যের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রচেষ্টায় নিরলস জীবন্ত গীতি 'সুরু বিলাস' নাটক দর্শক মনকে বিমুগ্ধ করে। গীতিনাট্য স্বীকৃত নাচ, গান, সুর নিঃসৃত বীরত্ব ব্যঞ্জক দেশপ্রেমের প্রচার, নাট্যকারের বাক্য সুদীর্ঘ ও বক্তৃতা প্রধানিত হওয়ার সম্ভাবনা কমই হয়। সুতরাং আলোচ্য নাট্যবিষয়ে 'সুরু বিলাস নাটক' আজও যে সমাদৃত হইবার অধিকারী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দেশাত্মবোধ জাগরিত করিবার প্রেরণায় জ্যোতিরিন্দ্র নাথের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা 'কালমৃগয়া' নাটক। ১৮৮২ সালে রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। রঙ্গমঞ্চের কাহিনী অভিনয়ের উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য নাট্যকার পুরাতন ইতিহাসের ছায়া অবলম্বন। 'কালমৃগয়া' বলতে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভা যে রঙ্গমঞ্চের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের নিম্নে স্থান লাভ করিতে পারে, তাহাতে সংশয় নাই। কথা লক্ষ্মণ সিংহ ও ভীমসিংহ চরিত্র নিজের বাক্যে মূর্ত হয় না। কালমৃগয়ী কৃষ্ণকুমারীর ছায়া এবং নাট্যীয় পরিণতিও প্রায় এক।

'সুরুবিলাস' নাটক অপেক্ষা 'কালমৃগয়া' নাটকে নাট্যকারের নাট্য সৃষ্টির কৌশল উন্নততর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ ইহাতে ঘটনা প্রবাহ চুম্বক হইলেও নাটকের ঘটনাংশ অধিকতর প্রকট হইয়া নাট্যীয় সৌন্দর্য হানি করে নাই।

নাটকে লক্ষ্মণ সিংহ রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জনের' রঘুপতিহীন নক্ষত্র রায়ের ন্যায় অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রাণ হীন, দীপ্তিহীন রূপমুগ্ধ চরিত্র অঙ্কনে ও বিভিন্ন নাট্যকার লক্ষ্মণ সিংহকে জীবনধর্মী ও প্রাণবন্ত রূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। নাট্যীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারের হইয়াছে অনুযায়ী তাহার বিজয় সিংহের চরিত্র সৃষ্টিতে। বিজয়সিংহ লক্ষ্মণ সিংহের ভাবের সংঘাত বলিয়াছে:— "মহৎকার্যে কেবল কথায় প্রকাশ পাইলে কোনো কার্য হয় না। মহৎকার্যের প্রতি ভাব আবার অনুরূপ দৃঢ় কার্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমার বলিদান দিয়ে দেশোদ্ধারে পরিশুদ্ধ করিব। যবে স্বাধীনতা উদ্ধারিত হবে তবে

তারই প্রতীকে কোন কিছু বিদ্রূপ চিত্র প্রকাশের উপর নিষেধ আরোপ। এ অবস্থায় সমস্ত জীব প্রকাশের বাধা, আমাদের নাম অপ্রিয় জীব পুরোহিত উপস্থিত না (লক্ষ্য শিল্পের প্রতি) অবশ্যই সকলের অনুমতি দিন আমি প্রয়োজন বোধে বিষয়টি পেশ করছি। বিনীত কোন প্রশ্নের নাই।" [প্রথম: ২য় শ:]

শেষ পর্যন্ত এইরূপ জীব যখন অসিত মুনি জাতির জাতির বিচার, সাহিত্যের প্রতিনিধি অন্তরে প্রবেশ করিলেন। বিদ্রূপ দৃশ্য ২ চরিত্রের বাহিরের রূপ ও স্বভাব অবস্থা পুরুষ মানুষের মনোভাব বিষয়ে সম্পর্কগুলি আলোচিত আমি এবং জীবনীকে সাত জাতির জন্য শক্তিরূপের ফলে তাদের চরিত্র নাটকীয় উপস্থিত অনুপস্থিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী 'পুরুষ বিদ্রূপ' নাটকের পুরুষগণ আবার বিদ্রূপ দৃশ্য ২ চরিত্র বাস্তব উপস্থিত ও প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভাবন। নাটকের চরিত্রগুলি -সংগীত অভিনয় হয় নাই বন্দিনী যখন নারীদের বিদ্রূপকারীদের মূর্তিতে পরা হইয়াছে

অরোরানী নাটক সম্পূর্ণ অন্যান্য আলোচনা পর মন্তব্য করিতে পারি যে এই নাটকে পুরুষ বিদ্রূপ নাটক আলোচনা চরিত্র সৃষ্টির প্রধান অভিনব বহিরঙ্গ আলোচনার উদ্দেশ্য সৃষ্টিকর্তা বহিরঙ্গ আরোরানী নাটক। 'পুরুষ বিদ্রূপের' যখন মুসলমান নহে, শ্রীকৃষ্ণ সেবাদাসী। সুতরাং পুরুষ নাটক বাহিনী জাতিধর্ম নির্বাচন শেষে উত্তর বাংলার আশ্রয়ে অন্তর স্বর্গ বলিয়াছিল। কিন্তু আরোরানী নাটকে সেই বিদ্রূপ নাম প্রকাশ্য হয়নাই বিমুখতা প্রকাশ করেন। এই বিদ্রূপলক্ষ্মী কর্তৃক অন্য উদ্দেশ্যে আরোরানের প্রকাশ অন্য অবস্থার রচনা বিদ্রূপ সুতরাং নাটক। বেতারিবিদ্রূপ নাম আর বেতারিবিদ্রূপ নাটক অবলম্বন ও শেষ প্রতিপন্ন করিলাম।

এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া উত্তর বাংলার দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ১৮৭৯ সালে বেতারিবিদ্রূপ নামের 'অশ্রুমতী' নাটক প্রকাশিত হয়। অনুপ্রাণিত অনুকরণে 'ইতিহাস' রচনা করিয়া ইতিহাসিক কাহিনী গ্রহণ করেন। তাহাতে নিজস্ব নাট্যদর্শন প্রতিফলিত করিয়া অশ্রুমতীর অশ্রুবিলাপ। নাটকের সূচনায় নাট্যকার তাঁহার নাটকীয় বিষয় বস্তু সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন:—

"There is not a pass in the Alpine, in the Aravalli that is not sanctified by some deed of prowess, some brilliant victory, often more glorious defeat. Haldighat is the Thermopylae of Mewar the field of Dewari her Marathon".

অতীত ইতিহাস গৌরবময়। কিন্তু বর্তমানের তিনি অনুপ্রেরণা দেয় বটে। অতীত স্মৃতিগুলোর মধ্যে ভারতের সেনা এবং আধুনিক উদ্দীপ্ত করাই উদ্দেশ্যে স্মরণীয় এবং। বীর পুরুষদের দেশ প্রেম এবং আত্মত্যাগ যেমন স্মরণীয় দেয় তেমনি অতীত দেশের জন্য আত্মপ্রকাশের জন্য আমাদের প্রেরণা দেয়। তেমনই ছিল রাজপুতদের অনেকটা ছাড়া, কিন্তু এই যে দেশাত্মবোধের এত আগরণ এবং প্রকৃত বীর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল দিকবাসীর বীরত্ব প্রদর্শন হতো না। ইহা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু উদ্দেশ্যেই এত আগরণ ঘটেছে। হিন্দু প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বাধীনতা লাভ করা হইতে বেশি। পুনরায় স্বধর্ম প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান। শেষ পর্যন্ত দেশাত্মবোধের আগরণের ফলে হিন্দু মুসলিম সংগ্রাম। স্বাধীন হইল হিন্দু মুসলিম সংগ্রামের স্বরূপ। ফলে বিভিন্ন উপাদানগুলো একই দেশবাসীর অন্তরে গৌরবময় স্মৃতি সকলের বিস্মৃত উদ্দীপিত হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম আনন্দমঠ, ভবানীমন্দির, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহিত গোবিন্দচন্দ্র রায়ের নামোল্লেখ একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত। অন্য এমন অন্য যে উপাদান বিস্মৃত প্রকার ঘটিয়াছে মত- বীর সন্ন্যাসী বীর অন্তঃকরণের অধিকারী তাঁহারা ছিলেন না। বিশেষ করে সন্ন্যাসী হইয়াই অন্যত্র অন্য আগরণে হিন্দু মুসলিম সংগ্রাম ও অনুপ্রাণিত বীরত্ব গাথাগুলো সম্পূর্ণ ঘটিয়াছিল। এবং স্বাধীনতা স্বরূপ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত এবং পুনরায় ঘটিতে এবং অনেকে তাঁহাদের ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা মুসলমানদের প্রতিপক্ষ কাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু যে সকল উদ্দেশ্য এবং সকল গোবিন্দচন্দ্রের এই শ্রেণীর ~~সকল~~ নাটক ভবানী ইচ্ছাক্ষেত্র এবং তাহার পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করিতে পারে নাই উপরন্তু সম্প্রদায়গত নাটকেও ~~[illegible]~~ ইসলাম

মুসলমান হিন্দুরা প্রতারিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীর শিষ্য সন্তানের প্রতাপ বলিতেছেন:- "আমিও, তুমি তাদের বিশ্বাসে শিক্ষিত যে সব যবনদের, পাষণ্ড রাজপুত বীরদের গুণ বীর্য ও মুসলমানদের নিবাসভূমি আছে সেই সব পাষণ্ড তব জন্মভূমি ধ্বংস হইত।" [২য়. অ. ১ম গ:]

প্রতাপের মুখ নিঃসৃত এই সংলাপ প্রতাপ চরিত্রকে, তাঁহার বীরত্বের গৌরব রবীন্দ্র বর্ণিত অভিধানে/প্রাবল্যে ফুটে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নির্দেশিয়াছেন:- "কাব্য ক্ষেত্রে কল্পনার মুকুরে যত বেশি বিশ্বাসীর তাঁহার সন্ন্যাসী-জননী উপলক্ষ্যে 'সন্ন্যাসী' নামক অভিনীত এবং পরে অনুবাদ মুখে সিংহাচন্দ্র প্রতাপ সিংহের দ্বিতীয় নামকরণ। দুই প্রতাপ পাশে তিনি বলিয়া যান। কিন্তু ইতিহাস চলিয়া যাওয়ার পরে কেবল নির্বিচার বর্ণিত নাটক। কাব্যের ধুঁকিয়া তাহার শেষ উদ্ধৃত হইল গুলির — "এ সময় যদি ধুলায় জানতাম প্রতাপ সিংহের সন্তান পালিয়ের অনুসারিণী এই যে এই পুত্র অভিনীত করেছি দিই।" মুখের এ সত্য গ্রহণ যোগ্য যে রিপুর জাতীয় চরিত্রও সন্ন্যাসী, নামক সম্মত হইয়াছিল। ধূর্তি হইয়া সত্য পাশের দাবিত্ব জ্ঞান করেন; তবে ধূর্তি হইয়া সত্য পথ ও তাহার সত্যতম বক্তব্য। কিন্তু কেবলমাত্র নাম 'সন্ন্যাসী' নামে ঐতিহাসিক নাটকটির গ্রহণ করিয়া তাহা চরিত্র কল্পিত সম্পূর্ণ। পিতৃ বলিয়া হিন্দু মুসলমান উভয়ের ধর্মীয় ও জাতীয়তার বোধ স্বপ্ন বলিয়াছেন। প্রতাপের মুখ হইতে সত্যের দেশপ্রেম প্রচার বলিয়াছেন:-

"কি মানসিংহ তুমি, তুমি আমার অন্তরের দূর ভাবিতে? সর্ব্বলোক পূজনীয় তাহাদের আলোকিত করে যে ধর্মীতে বহমান তাত অন্তরের দূর বয় যে দেশ মানুষ হতে মান ধর্মে মান সিংহের ধর্ম।" [৩য় অ: ১ম গ:]

সন্ন্যাস যুদ্ধ ক্ষেত্রে আলাপাতি মানুষের বলিতেছেন:-

"না আমার দ্বন্দ্ব উদ্যত হয় — আমি চাই যে এই বিদেশী মানসিংহ আমার কাছে সম্মুখ — যদি সে অনুযায় না হয়

১ বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পৃ: ১২০

না হয় অন্যায় আসবে – চল চল যেখানে মানসিংহ যেখানে চল।" [২য় অং: ৭ম গ:] এ স্থলে প্রতাপ চরিত্র প্রতাপ সিংহের, নয়ে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ঐক্যসাধনই লক্ষ্য যার। সুতরাং প্রতাপ চরিত্র আলোচনা অপরিহার্য।

নাটকের দ্বিতীয় চরিত্র সেলিম। সেলিম চরিত্র সৃষ্টি- দেখিয়ে প্রকাশ করা: জাহাঙ্গীরের ধর্ম চলে যে- ঐতিহাসিক নাটক মতের সংঘর্ষ-দ্বন্দ্বের প্রতিফলন।

নাটকের অন্যতম বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীলতা আধুনিকতার সৃষ্টি করেছে। ঐতিহ্য চেতনার জন্যই লক্ষ্মীশ্বরের প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ পায় নাই। অন্যান্য চরিত্র সৃষ্টিতে আধুনিকতার ছাপ পড়ে নাই।

পাশ্চাত্যপন্থি সংলাপে- অন্যান্য নাটকে সংস্কৃত রীতি অনুসরণ করেছেন প্রয়োজন মত- গদ্য ব্যবহার করেছেন। এই নাটকে ঐতিহাসিক নাটক জন্য সৃষ্টি ও সঙ্গীত সৃষ্টির পরিচয় দেয়।

নাট্যশিল্প কৌশলের দিক হইতে বিচার করিলে 'সন্ধ্যাবতী' পূর্ববর্তী নাটক হইতে অধিকতর আধুনিক, নিপুণ সৃষ্টি।

'সন্ধ্যাবতী নাটক' রচনার পর রজনীর পর্যন্ত ঐতিহাসিক নাটক লেখার উদ্দেশ্য স্থগিত নাটকগুলি রচনা করেন নাই। মূল্য, নাট্যকার হইয়া তাহা দেখিয়াছেন:-১

"ইহার পরবর্তীকালে বাংলাভাষায় যখন নাটক লিখিতে বসিলাম, তখন আমার কল্পনা: বইগুলি পরিত্যাগ করিলাম। দেখিলাম দেখিতে বাংলাভাষার সামান্য প্রতিভা- নাট্যসাহিত্য সৃষ্টিতে প্রতিভা- বিস্তার করিব। আর্থিক নাটকগুলি লেখাতে ব্যবসায়ের হেতু ছাড়িয়া যখন- সাহিত্য সৃষ্টির সত্য নতুন অবলম্বন করিলাম।

---

১ ঐতিহাসিক নাটক রবীন্দ্র সাহিত্য - রবি লাহা ভূমিকা পৃ: ১৫০-৫১

এই চিন্তার প্রেরণায় আর পুনরায় তিনি ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া 'ক্ষুদ্রমনা লোক' বলা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয়দের কাছে প্রচার এবং বৃটিশ শাসনের সুবিধাদানের মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি যে পত্রখানি লোক জনের অভিপ্রায় বিষয়ে গড়ে এবং সাম্যমূলক উদার চরিত্রধারী হইতে 'ক্ষুদ্রমনা-', তাঁহার নাম বিস্মৃতি, এই লোকগণের পরে প্রচারিত হইয়াছে- তাহার বিস্তৃতি রচনায় এবং জনপ্রিয় বাংলার দৌলতে যে ইতিহাস সংকলনে তিনি এই লোকগণের কথা এবং তাহার সত্যতাও সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে।

সুতরাং উপসংহারে আমরা এই কথাই বলিতে পারি যে, তাহাদিগের অনেক যোগাযোগ লাভের লোভে ভারতের সাথে সংযোগ স্থাপনের কথা জানিয়া লইলেও পরবর্তী যুগে উহাদের বহু সমালোচনার অধীন হইয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জনজাগরণের ফলে সমাজ উন্নয়ন চিন্তিত হইল। উক্ত শিক্ষার ফল বহু পরিবারের মধ্যে শিক্ষিত সাহিত্য পরীক্ষার তথা হইতে [illegible] হইল। দেশ ব্যাপী আন্দোলন উদ্বেলিত হইল। ফলে পুনরায় পরীক্ষার্থীর তথা পরীক্ষার্থীর, বিস্তারিত হইল। উপরোক্ত বিষয় ইহাদের প্রকাশিত বহু বহু সংবাদপত্রের জন্ম লাভ নির্দিষ্ট হইতে পারিল। এবং

" Leading Indians felt the need of a more comprehensive political organization than any of the existing associations and accordingly the Indian association convened the first All India Conference in Calcutta from 28th to 30th December 1883"

এই কারণে ধীরে ধীরে ১৮৮৫ সালে প্রথম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন সংগঠিত সংগঠিত লাভ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে

The British Impact on India- Sir Percival Griffith

কংগ্রেসের উপস্থিতি সভা আহূত হয়। এখানে ~~[illegible]~~ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নামাঙ্কিত একজন কৃতপূর্ব রাজনীতিবিদের উদ্যোগে সর্বপ্রথম এই সভার অধিবেশন হয় বোম্বাই প্রদেশে। ব্রিটিশ শাসিত বিভিন্ন অঞ্চলের নির্বাচিত সদস্যগণ ব্যতীত সরকারের মনোনীত সদস্যগণও এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন। বাংলার গৌরব উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার সভাপতিত্ব করেন। এই সভার দাবী হইল ভারতে আইন সভা স্থাপন, প্রদেশে এবং ইংলণ্ডে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রবর্তন করা, এবং ভারতীয় জনগণের উপর পুনরায় সম্মানী শুল্ক প্রবর্তন। অবশেষে ভক্ত প্রজারা "three times three cheers for her Majesty the Queen." বলিয়া জয়ধ্বনি করেন। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর এমন পুনঃপুনঃ আনুগত্য প্রকাশ সত্ত্বেও সরকারের মধ্যে সরকারী মহল বিশেষ আশঙ্কিত হইয়া 'বন্দেমাতরম্'। কিন্তু এই অধিবেশনে বাংলার সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দ মোহন সনিমন্ত্রিত বহিলেন। কারণ তাঁহারা সরকারী বিরোধী বলিয়া পূর্বেই পরিচিত হইয়াছেন।

পরবর্তী কালে ১৮৭৬ সালে আবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স হইয়া গেল। দক্ষিণী চরম চক্রান্তকারীদের 'ভারত দর্পণ পত্রিকা' উদ্দেশ্য করিয়া এই আইন পাশ হইল। পত্রিকাটি ইংরাজদের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও বাংলাদের সাহসের নীচতা ও দাসীবৃত্তির লোমহর্ষক কাহিনীতে পূর্ণ হইয়াছে। তবে পাঠকগণ ইহার 'নীল দর্পণেরই' ন্যায় অনুবাদ। 'ভারত দর্পণ' পত্রিকা উদ্দেশ্য করিয়া এই আইন পাশ হইলেও ভারতবাসী বেশ পাইত এবং 'পুষ্পবিকাশ' 'মালতীকুসুম' এবং 'শরৎকালিকা' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' পত্রিকের প্রভৃতি, এই প্রকারের, সুধী বেঙ্গেন্দ্র নাম দাসের কর্তৃক লিখিয়াছেন:— ১ যে সতর্কতাসত্ত্বেও সিভিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার পূর্বে এই পত্রিকাটি সম্ভবপর হইল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ইহা সম্ভবপর মাত্র। ইহার প্রচলিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'আনন্দমঠ' এবং পুনরায় এর বিষয় এই কিছু প্রভৃতি প্রকাশের সিভিলের সরকার চটিয়া যান।

১ বাংলা পত্রিকার ইতিবৃত্ত - শ্রীবেঙ্গেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত
২: ১৪৩

বিশেষত: 'পূর্ব্ব বঙ্গের', 'আলেয়ার', 'শেষ আলেয়ার' প্রভৃতি উদ্দীপনা হয়। এবং সুলিখিত নাটকের অভিনয়ের 'অভিনব নিয়ন্ত্রণ সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম পরিচয় হয়।" এ সম্বন্ধে যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:— "বঙ্গের সকল বর্ণসঙ্কর নিয়ন্ত্রণ সমিতি হয়। বঙ্গ সঙ্গে আন্দোলনের এর প্রচার বাড়িল। তাই এর নাম হইল। যদুনাথ সম্পূর্ণ বন্ধু ও উদ্দেশ্য দামের প্রচারের জন্য হয়। সকল বই, ক্ষেত্রে অভিনয়ের ভাল তাঁর দ্বারা পান।"

বাংলার বর্ণসঙ্কর নিয়ন্ত্রণের জন্য স্ত্রীশিক্ষা বই পড়ে। গিরিশ চন্দ্র ধীরে ধীরে পরিণত উন্নতিশালী। যথা — কমলে কুঞ্জলতা, জীবনের প্রভৃতির নাট্যরূপদান বর্ণসঙ্কর নিয়ন্ত্রণশীল পরিচালক।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুর রঙ্গমঞ্চ হয়। বিনোদ্র মিত্র নাটক অথবা জীবনদান করিলেন। অক্ষয় নিজে রঙ্গ মঞ্চাকারে সঙ্গীতের দীর্ঘশূন্যতা অন্তাংই তরঙ্গ পরিল। এর অঙ্গে অগ্রজ গীতের প্রতিনিধিত্বকে বাংলার অভিনব বিনোদকর বিনোদের ফলাফলের হিন্দুধর্মের নিম্ন শ্রেণীর ছোটনী করিলেন। নাট্যগুরু বঙ্গ বিলাস মনেতে অবিত করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় পদার্পণ করিলেন।

বাংলার আবহাওয়ায় অবিত মনস্তাত্ত্বিকগণও হস্ত মিলাইল বিভিন্ন ভাবের প্রভাব এবং হইল ভিন্ন শ্রেণী। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সুনাম নাটকাভিনয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৮৯৬ খৃ: লোকমান্য তিলক শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করে। বাংলা প্রকাশ সিংহ ও শিবাজীর আদর্শের বিপ্লবীদের প্রতি হইতে আরম্ভ করিল। ১৮৯৭ সালে আবার দুর্ভিক্ষ উৎসবের দিন ব্যাপ্ত ও আবার হইল। হত্যাকারী চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় দামোদর ও বালকৃষ্ণ ফাঁসীর আদেশ জীবনের জন্য গান গাহিয়া নেলেন। তিলকের প্রতি বাংলায় ও লিখিত হইল:—

"The Emotional Bengali"[২]

১ বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি - শ্রীযদুগোপাল মুখোপাধ্যায় — পৃ: ১৯
২ The British Impact on India - Sir Percival Griffiths PP 287

Bengali soon began to regard Tilak as a national hero and even Surendra Nath Banerjee whose approach to the politics was fundamentally different from that of Tilak, deeply deplored the Chitpavan's imprisonment; for Mr. Tilak, he said "my heart is full of sympathy, my feelings go forth to him in his prison house, a nation in tears."

এই যে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীর স্বীকৃতি স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত 'শাস্তি কারাদণ্ডী' নাটকেই সম্ভবপর নয়, সুরেন্দ্র নাথের 'শাস্তি কারাদণ্ডী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকে বোলাইডলি ও বোম্বার হত্যার জাতীয়তা বিরুদ্ধ। নাটক-রচনার উদ্দেশ্য নাট্যকার 'শাস্তি কারাদণ্ডী' নাটকে নায়কীয় কণ্ঠে নায়কের আত্মপরিচয় ঘোষণা করেছেন:—

"না না, নাটকে প্রবেশের মূর্তি যে এত অধিক অধিকতর পেয়েছে বাস্তবে তার নিশ্চিত কারণ আছে। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য পূর্ব আমাদের অর্থ প্রধান জাতীয়তা। সাড়। শান্তিদের ব'লে আর — আমুদের না-; অন্ততঃ হওয়া উচিত না। আর তাই যেন বাল পূর্বের মত হবার কি এই সময়? আমাদের ঘৃণ্য নাম? শব্দ আমার মত বিদেশের শাসিত বাঙালি অবিচার — মান আসুক না? পাশে পাশে স্বাধীনতার বিদ্রোহীর সহচরের যেমন বক্ষ উন্নতিতে লিখনের মত শাস্তি হয় না? মান বিস্তার জন্মায় না? সত্যই, সত্য স্বাধীন? সত্য অভিলাষ?

নন্দ। ও! এতক্ষণ ধরে না — চেনে?

শাস্তি। আপনা — ভাবে হয়নি?

নন্দ। শীঘ্র হয়?

শাস্তি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত) আশা যে হতাশা — আমুদের মত। এখন ধ্রুবা ধ্রুবা তাদের জন্য যে হয় ঈশ্বর সমাজে জন্ম স্থান পাবে। কিন্তু যতদিন না নিজের স্বাধীনতা জন্য পুনরুদয় হয়, যতদিন না

না- সমাজের শোষিত শ্রেণীর সামনে আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নাটক তুলে ধরি। তাদের যে গুণগত রূপ, সেই শোষণ-অত্যাচার অনুসরণ করতে গেলে সংগ্রামের, শোষণের দুঃসাহসিক।" [সি.অ: ৯৯ পৃ:]

বাংলার মুখে যে বিপ্লবী নীলের ক্ষোভ এবং — তাই বিধি, সত্যিই যে ইংরাজ বিদ্বেষ করে প্রজাদের জীবন 'সবে অবোধিনীতে', বোঝাতে চাইছে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সৃষ্টিশীল ও ইঙ্গিত সাধারণের মুখে শোনা যায়। অন্যত্র তোরাপ বলেছে:-

"এমনিই এত-লোক শোনা আকাল হাতে খাদ্য জুটে আছে। এখনও লোকগুলোর বাড়ী দুকে আছের ওপর এমনি উৎপাত হাচ্ছে —

সত্য। কিন্তুর ইংরাজ চরিত্রের বীরত্ব শুধু — ইংরাজী সুমাসাদের উদ্ধীপনার রূপ দেখাবে"। [অ.অ: অ.অ:]

উপেক্ষণীয়ের পূর্বে এজন্য 'নীলদর্পণ' এবং 'জমিদার দর্পণ' নাটক প্রতীত এমনি প্রজাদের যেহে ইংরাজ জাতির চরিত্রগুলির বর্ণনা আছেই।

অথবা নাট্যকার বিরুদ্ধ কারণ সম্মুখীনের প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে দুর্বিষহ সৃষ্টিগুলি। নাটকের পরিণতির দায় নাটক বলেছে — "এসব সেখুন-কালাবাদী ওদের জানুয়ের অবস্থা সত্য যে বিদ্যার (জীবনের ভেদ-ভেদ অবিশ্বাস্য অবস্থান) ^ ^ ^ অবিশ্বাস্য অতি যেন সুস্থ সাক্ষী- কালাবাদী জানুয়ের না। ১১ [ইন্দ্র অ: ৫৬ পৃ:]

শুধু কালাবাদী পুরুষের অন্তরে সেখানের জাতিত্ব ও ইংরাজ বিদ্বেষ বোধের পরিচয় দিয়ে নাট্যকার শ্রেণী অন্য এমন নাই। আমাদের রমণীদের সর্বস্বের জন্য নির্যাতিত করার স্বার্থের প্রয়োজনে কোন কালোবাদী চরিত্র আসতে পারেন। কালোবাদী উচ্চ শিক্ষিত- কিন্তু উচ্চ স্তরের নয়। অবশ্য নারীদেরই নাট্যের অবস্থান পরিচালনা।

ঘটনা বৈচিত্র্যের ধর্ম নাটকের প্রাণ। চরিত্র সৃষ্টির বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়াস দৃষ্ট হয় না। কালোবাদী চরিত্র

চরিত্রে পুরুষ বেশ ধারণে লোকশীলতার প্রতীক হয়ে ওঠে। 'শাস্ত্র অন্বেষিণী' আলোচনায় প্রসঙ্গে শ্রী সুকুমার সেন লিখেছেন :— "রেকাবিকের ভাবের সাদৃশ্য এবং বৈচিত্র্যই 'শাস্ত্রঅন্বেষিণী' নাটকের প্রাণ। সুতরাং এই চরিত্র নাটক বর্ণিত চরিত্র বিশেষের বর্ণিত উপলক্ষ নাই। চরিত্র চিত্রেও বর্ণিত রসের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নাই। তবে সুখের সাজিল সুর ও বিশেষজ্ঞ এবং স্বাভাবিকতার জন্য শিক্ষিত নাগরিক পুরুষ-নারী চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। যে সকল নাটকখানি পরিচয় হইয়াছিল তখনকার শিক্ষিত পুরুষদের মনোরঞ্জনের স্থানের প্রিয় শিক্ষিত পুরুষদের আলোকের পরিচয়। ইহাতে নাটকের পরিচয়।"

বাংলা রীতি প্রচলিত হইলেও সঙ্গীত রচনায় নাট্যকারের পারদর্শিতার অভাব দেখা যায়। তাদের সম্পর্কে "শাস্ত্র অন্বেষিণী" যে সালের 'সুহৃদ' হইয়াছিল তখন ১২৮২ সালের ৮ই মাঘ ও ৪ঠা ফাল্গুন ~~[illegible]~~ 'রোমান্স প্রকাশের' সমালোচনা হইতে সামান্য জানিতে পারি :—

"উভয়ই পদ্য নাটকের অন্তর্গত বাংলা নাটক লেখার জন্য বলিয়া স্বীকারযোগ্য। তাহাদের হইতে নাটকের যে নির্দিষ্ট বর্ণিতাংশ উপেন্দ্রনাথ দাস হইতে প্রায় দূর হইবার, উপেক্ষা করিয়াছি। তাহার 'শাস্ত্র অন্বেষিণী' বিশুদ্ধ সমালোচনা অবলম্বন নাট বলিয়াছি - . . . . . । উপেন্দ্র নাথের সুশীল নাটকের একটি বিশেষ গুণ আছে, ইহার সাত দৃশ্যে সুধীর, ধীর কথা সাধারণ ভাবের সমালোচনা বলিয়া নাটক লিখিতে বিশেষ আনন্দলাভে অনুপ্রাণিত হয়। তাঁহার নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। যদিও নাটক রচনা সকল বিশেষ অভিজ্ঞতা বলিয়া থাকেন, প্রদেশের স্ত্রীলোকদের অবীরের অসংযত লোকের বলিয়া থাকেন। তাহার রঙ্গনাটিনী ও বিধবা মোহিনীর ব্যবহার ও কার্য ধারা ভাবের সুন্দর ঘাতে প্রতিবন্ধ হইয়াছে। সুশিক্ষিত সত্যমন্ত্র যে সকল আবেগী ও সংলাপের ভাবের লোক হইতেছিল, তাহা সুন্দরভাবে প্রতিবন্ধ হইয়াছে।"

উপেন্দ্র নাথের দেশপ্রেম ও সমাজশিক্ষার প্রচার উদ্দেশ্যে গঠিত

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রী সুকুমার সেন
পৃ: ৩৭৬

লিখিত দ্বিতীয় নাটক 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' ১৮৭৫ খৃঃ লিখিত হয়। নাটক রচনার উদ্দেশ্য বিনোদিনীর অভিনয় কর্মের পরিচয় হইতেছে :—

"হায় যে অভাগী নারীর পিতা স্বর্ণ বণিক
সোনার পিতা তাহার ধেনু রজতের কুলিক।
সোনা রূপাতেও নারীর
পিতা আর দিবানিশি
স্বামীর পূর্ব্ব যাহাকারী
শাশুড়ীর সহিত
যে সুখ নারীর
জননীর সম্প্রদান",

জননীর সম্প্রদান সোনার জন্যই নায়ক নায়িকার দেখাশুনা সম্ভবপর হইয়াছে। আক্ষেপের বিষয় এক অভাগা হাঁসুর চরিত্রের জন্যই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। অথচ এখন সুরেন যখন তার প্রত্যাশিত না—হওয়ায় হাঁসুকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, উত্তরে বলিতেছেন :—

"তাহাকি যে তোমার ঘরের শুকুর
ছা'তে ধরিলাম ঐ তোমার নাম সৌভাগ্য। তুমি আমার
প্রত্যাশিত প্রত্যাশার।" [২য় অঃ ৪র্থ সঃ]

এই যে প্রদেশবাসীকে হীনচক্ষে দেখা ইহা আমাদের অন্য সোনার ঘরের হাঁসুদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া বাঙ্গালীর বর্ণহিন্দু সমাজ প্রতি নাটক সুরেন্দ্রের উক্তি :— "বৃদ্ধ, বিদ্যাধারণ নারায়ণ। তাম সুরেন্দ্রের এক অংশ বেশীতে আমু আমাদের লোকদিগের তাই বলা যেতে পারিবে সমাজ জীবনের ভাবের দুই অংশ হইয়াছিল (ভদ্রলোক হইয়া সুরেন্দ্রের) স্বর্ণ কাঙ্গী যখন জীবিত থাকিবে পূর্ণ আনুগত্য হয়। প্রত্যেকের গ্রহণ করিবে।" [২য় অঃ ২য় সঃ]

কৃষ্ণকলির প্রতি সেকালের অত্যাচারের জন্য তাহার বেশ্যাবৃত্তির শাস্তি বিধান হয় না। বিনুকের জন্য বিনোদের প্রতি অত্যাচার দণ্ডনীয় নয় কারণ সেকি বিনোদের ঐ অত্যাচারীকে শাস্তি দিবে? হাঁসুর শাস্তি নাই যত অত্যাচার যত অন্যায় সবই শাস্তি। তাই সুরেন্দ্র অনুশোচনা করিতেছে :— "বিচারালয় যে লোকের নেই। আত্মসম্মান করে অবলাদের অন্যায়ই স্বাভাবিক করিলাম। আর এইত্য করে একটি প্রধান বক্তব্য কর্ম।

আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তির। এমন অনুশাসন কিন্তু সত্যের বিশ্বাসের সংরিত সংস্কারের সর্বজনীন আবেদনের জন্যই সেই সত্ত্বেও মানুষের জন্তুসত্তার নাকি বিশ্বাসের দাবি নীতি হয়। তাদের সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে সত্য কিছুর পরিবর্তে ৪২ বছর পূর্বের সেই উদ্ভবের লাঞ্ছিত ও নিঃস্বার্থ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদেরই যখন সত্যসন্ধী উদ্দীপনা ও স্বার্থপরতা হয়ে, তাদের তখন উদ্ধারের জন্য আবহমান দেশের চুক্তি হয়। তখন শুধু ভেদজ্ঞানের অভাবের অনুসারে বিচারশালাতে অবতরণের জন্য হয়ে সেখানে এর তখন মহান শাস্ত্র 'হিন্দুর সুখদুঃখী সম্মুখে বিদ্যমান। বলাবাহুল্য, তখন সহস্র সহস্র লোকের ঠন প্রাণ ও মান বক্ষা ও নাগরিকের সম্পূর্ণ অমতে নির্মিত হয় — তখন সমাজের সেই সমাদর সত্ত্ব সমাজের বলে প্রত্যাখান করে। তখন উনাদের এর যাদু-ধূর্তির ভীরুতা ও সমানুভিতের, ধর্ম - তখন জাতীয়ের কলঙ্কের যা বলে ঘোর প্রত্যাখান করে।" [২য় সং: ৪৭ পৃ:]

এবং উদ্দেশ্যে রচিত- দুইখানি নাটকের কাহিনীতে অত্যন্ত সাদৃশ্য বিদ্যমান। শক্ত এবং অবিচ্ছ সুখদুঃখের এবং সাধারণীর সহিত বিনোদিনী ও বিনয়ের সাদৃশ্য অত্যধিক। বিনয় ও সুখদুঃখীর চরিত্রের দুর্লক্ষ্য।

অন্যচারী আলোচনের এবং বিনোদিনীর প্রতি গভীর অনাচার অবমাননাকে 'নীল দর্পণের' ক্ষেত্র আদির তথা সুরের তারতম্য রয়। চরিত্র সৃষ্টির নীরস ঘটনার বাহুল্য এবং এ ধারার চরিত্রের উপর অসাধারণ চরিত্রের উদ্ভবের এবং সেখানে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য।

অসাধারণী পুরুষের জন্য অন্যায়বিরোধ এবং আত্মসম্মান বোধ সাধারণের তথা বিশ্ব নাট্যকারের সাধারণ।

অন্য এই নাটক উদ্দেশ্যের 'দুর্গাদাস' এই দুর্মনাদের রচনা করেন এবং স্বদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য বিদেশীদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যের চেতনা ও আত্মমর্যাদা প্রকাশের চেষ্টা করেন। এদের চিত্রের বিশ্লেষণ তারাশঙ্কর অসামান্য হয়। আসলে বিচার পাত্র বিশ্বাস ও সর্বজনীন সার্বজনীন রূপে উপস্থিত স্থান লাভ করেন।

হিন্দুত্ব আন্দোলন দেখিয়ে দেয় যে জাতীয় আন্দোলন ও ধর্ম সংস্কারের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক সংযোগ ঘটে গেল।

ধর্মীয় কংগ্রেস শান্ত নীতির জন্যই সুপরিচিত ছিল কিন্তু শ্রী অরবিন্দ, বিপিন চন্দ্র ও অন্যান্য নেতাদের পরিচালনায় বাংলার মুক্তি বিপ্লবীদল মাথা তুলে দাঁড়াল।

কিন্তু তিলকের আন্দোলনের ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হলেও ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজের এক অংশকে বিরূপ করে তুলল। ইতিহাস ও সমাজতাত্ত্বিক এর বিশ্লেষণ:—

"The immediate occasion of this anti muslim propaganda was the govt order forbidding Hindu processions to play music in front of Muhammadan mosques but its more prominent support came from an "anti cow killing society" established by Tilak as part of his programme of India for the Hindus."

পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দের মুখ হইতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিবর্তিত রূপে অভিযোগ আনা হয়েছে "কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলন করেছে বটে, কিন্তু সে-টি হিন্দুর জাতীয় আন্দোলন — সেটা ঠিক নয়। কেননা হিন্দুরা যথার্থ মুসলমান পূর্বপুরুষদের বংশজ এবং কংগ্রেস মুসলমানদের জাতীয় দাবিদাওয়া ও দাবী সম্বন্ধে অতিশয় বেশী সচেতন। কংগ্রেস জাতীয় নয়, ওর বলিষ্ঠ যে — হিন্দুত্বের উপর আধিপত্য বা — তাদের প্রাধান্যের দাবী। হিন্দুত্ব শুধু একটি স্বাভাবিক আন্দোলন ছাড়া কিছু নয়, সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণ

১ The British Impact on India - Sir Percival Griffiths PP 256

২ শ্রীঅরবিন্দ ৩ বাংলার মুসলমানী প্রশ্ন - সাহিত্য-সাধক চরিতমালা চৌধুরী

ডাক্তার, আইনজীবী, অধ্যাপক, গবেষণা কীর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর প্রভৃতি শ্রেণীর সম্প্রদায় সমাজ, শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পূর্ণ অভাব। ইহার চেয়েই জন্য জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা না।"

বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে যে আন্দোলনের ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হইতে লাগিল তাহাই জাতীয়তা বিকাশ সৃষ্টি করিল।

১৮৯০ সালে আনন্দময়ী সরস্বতীর নীরব সৃষ্টি হইল। সাহিত্য চর্চা 'আনন্দময়ী' নাটকের অভিনয়ে-সংলাপে চমৎকৃত করিলেন। আনন্দময়ীকে কিশোরীলাল নীরব জেলিয়ার নাটকে যে নারীর চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে 'আনন্দময়ী' তাহার সহিত। কিন্তু বৈষম্য আছে। সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য মহীতোষ — তাহা প্রকাশ হয়। সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য শিল্প কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন। মহীতোষ হৃষিকেশের নাম প্রকাশ হইয়াছিল নিজে প্রশংসা, জাতীয়তার।

তাই বলিয়াছেন:—

"হৃষিকেশ — বলে মতি, কি করিব বিত্ত অর্জনের
যতদিন শিল্পবিদ্যা করিনে প্রসার
কিছু দিন শিল্প কোন উন্নতি সোনার।

আনন্দময়ীকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন:—

অনুমতি মম মুরত, নহে নাহি বিশ্বাস
বাঙ্গালীর আছে একমাত্র শিল্পের অভাব
সে আবশ্যক বিনা শিল্প আর নিয়ে যায়
ছিল কিছু নাকাশের, শেষে শিল্প হেরে হয়-
নিয়ত করহ শিল্পকার্য না করে প্রচার
ধীরে ধীরে আনন্দময় দেহ সমস্তর কর।"

পূর্বের ঐশ্বর্য পুনরায় করিয়া বলিয়াছেন:-

"ছিল তখন ভাবে কোন সাধ্য ও ধীরে
অবলাদের সম্মানে, কোনো প্রয়োজন।"

কংগ্রেসপন্থী। তাঁদের সাহিত্যচর্চার জন্য 'মহাবুদ্ধি' নামটি সূচীত হইল। ইহাতে নাট্যীয় বিষয় আলোচনা সঙ্গীতের সাহিত্যের দেশাত্মবোধ প্রচারই অধিক হইত হয়, বঙ্গভঙ্গের পর আবেগের সাহিত্যের যে দেশাত্মবোধ প্রচারের জন্য দেখানো করণ তাহার 'মহাবুদ্ধি' তাহারই অন্যতম ইতিহাস।

১৮৯৬ খৃঃ কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গীত হয়। ১৮৯৭ সালে বিপিনচন্দ্র দেশের প্রচারকার্য করেন। শুধু ও অশুদ্ধ প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনে এক নব সঞ্চারের সূচনা হইল।

১৯০৫, সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করিলেন। বাংলার ঘরে ঘরে পূর্ব বাঙ্গালীর চিন্তাতে উচ্চ বঙ্গভঙ্গের প্রবাহিত হইল। প্রকাশ্য বিদ্রোহের সূত্রপাত হইল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ মানে বাংলার মুখে দেশপ্রেমের বাণী প্রকাশিত করিলেন। গিরিশ নাট্যোদ্দেশ্যে সঙ্গীতের মধ্য প্রচার ব্রতী হইলেন ধর্মের বাসনার সঙ্গীতের মধ্য প্রচার করা 'বিল্বমঙ্গল', 'মীরকাশিম' ও 'সিরাজ দ্দৌলা' বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত হয় তখনি বিংশ শতাব্দীর বিংশ শতাব্দীর নাট্যের বলিয়াই গ্রহণ করে হইয়া নাটক করে তাঁদের জীবনের অধিকাংশ স্থানীয় ভাবে বিংশ শতাব্দীর দেখা গেল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত বিষয়ের বিষয়ক সমালোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

১৯০৬ সালে ১০ই জানুয়ারী নাট্যকার বিপিনচন্দ্র পালের 'বিল্বমঙ্গল' প্রকাশিত হয়। ~~বিপিনচন্দ্র~~ গিরিশ প্রতিভার যে স্ফুরণ ঘটে নাটকের সাহিত্যের আকার নাম যে সঙ্গীতের তাঁহার জীবনীকার লিখিয়াছেন :—

১ "গিরিশ চন্দ্রের অধ্যাত্ম প্রেম ও ভক্তি বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম প্রেম তাঁহার বঙ্গভূমির নাটক দেশাত্মবোধ অনুপ্রাণিত।

১ গিরিশ প্রতিভা - শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ২৯৯

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রদ্ধাকরণ যেকোনো প্রকার অধিক ক্ষমতার প্রার্থী নহেন। নবীনচন্দ্রের 'সিরাজ' শুধু পাঠকের হাত ও জীবন লাভ করিলেন। শৌর্য, বীর্য, দেশপ্রেম, কর্তব্যশীলতার প্রতিমূর্তিরূপে প্রতি বাঙালীর অন্তরে, বাংলার, স্বাধীন নবাবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

'সিরাজুদ্দৌলা' নাটক রচনায় গোবিন্দচন্দ্র তত্ত্ব প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক মালের বিবরণ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ~~[illegible]~~ বিদ্যানুরাগ সংগ্রহশালা, মার্শম্যান বিরচিত ইতিহাস, ইংরেজি লিখিত Harlup Mss. in British Museum, ক্লাইভের ইতিহাস, Seraglios Ives Journal, Despatches to Court of Directors, Letters from Clive & Watson, Mills History of British India, Hunters statistical Accounts of India প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যেমন বিশ্বস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তেমনি স্ত্রী বিহারীলাল সরকার, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, জগদীশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি বাঙালী গবেষক পাঠক ~~[illegible]~~ নাটকের ইতিহাসের তিনি অপ্রধান ব্যক্তি। মূল ঘটনা লিখিত নাটকের নায়ক সিরাজুদ্দৌলাকে নাট্যকার উদার মূর্তি দান করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নীতিকে পূর্ণ মীমাংসা দান করিয়াছেন। চরিত্রগুলির আদর্শ মূল নাট্যকার দান করিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসের প্রতিকূল নয়, বরং সিরাজচরিত্রের যে পূর্ণ পরিবর্তন আবিষ্কার হয় সেই পরিবর্তিত স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালী বীর সেই নবাব সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রের বিচার করিয়া তাহার অনুভূতির সহিত অধিক সহানুভূতি প্রকাশ।

চরিত্রগুলি যেমন ইতিহাসের বিশ্বস্ত সামান্য ঘটনার ছায়া অনুসরণ করে, বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক সিরাজের সঙ্গে স্বকীয় ভাবে ফুটিয়াছে। উক্ত বিচারের নীতির পর আলোচনীয় বিষয়গুলি :——

"তব আজ্ঞা যিনি না লঙ্ঘেন
প্রতি ঘরে সমাদর পাবে
কবির সম্মান করে।
কিন্তু তাহে নাফরমানির ফল
কুটিলের কুটিল না কবিরে দহুন।" [১ম অং: ২য় দৃ:]

মিঃ হারুনের সমালোচনা কবিকর্ম এবং এতদিনের ভাবোচ্ছ্বাস ও স্বপ্নালু, অন্যদিকে এর শাস্ত্র বেপরোয়া রোমান্স ও সমাজবিধ্বংসী ঐক্য যুদ্ধের জন্যও সুস্থ শক্তির- বলিষ্ঠতার কবির দেখা নাই। তথাপি দেশ সম্বন্ধের প্রেমে নিরাসক্ত সম্ভব নয়। বিদেশীর কাছ থেকে দেশকে মুক্ত করিতে তিনি শাস্ত্র দিয়ে সাধারণ দুর্বল হইলেন। নতজানুতে সাধারণ কবির সাধারণ ভিক্ষা জানাল:—
"হে সাধারণ জন, সাধারণ শাস্ত্র বলেছেন ~~[illegible]~~ ঘটাতে না। কিন্তু যদি সত্যিই শাস্ত্র হই, আমি আমার দেশের শাস্ত্র বাংলার শাস্ত্র নই। আমাদের যদি ~~[illegible]~~ এবং আমাদের অভিপ্রেত হয়, আমাদের সাধীন বাস্তব সুদেশ বিদেশী ~~[illegible]~~ নির্ভেজাল হয়ে কেবলমাত্র বিদেশী বন্ধনজাল মুক্ত হবে না। কিন্তু মুসলমানের এক সাধীন বাংলার সম্ভব। যে সুমহিমা বিশ্ব হবে। বাঙালীর অবিভক্ত বাঙালীর ঐক্য প্রাপ্ত হবে। যদি আমার প্রতি বিশ্বস্ত আকাঙ্ক্ষা লালিত, পূর্ণবিদ্যা সম্ভবতে করেন। অবিভক্ত সোনার বাংলা কিন্তু বিশ্বের জাতির মিলনের বাংলার উদ্ভব হবে।" [১ম অং: ৫ম দৃ:]

বিদ্রোহের মুখ নিঃসৃত বাংলাদেশ জাতীয় জাগরণের ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী, নজরুলের কাব্যের শেষ লক্ষ্য এবং দেশ ভক্তির দাবী জীবন- গাহে:— "
সেনাপতি, সেনাপতি, সব বিদায় নেবে?
এ সন্ধ্যায় কেন এমনতর ব্যাকুলতা জাগিল? আজি এর
পর আমাদের ব্যাধি অসহ্য যদি অসাধ্য
বেদনা—এখন আমার ব্যাকুলতা ভাবে শেষ ব্যক্তিকে
সজ্ঞা প্রদান করল। এই বিশ্বের এই- বহু যুদ্ধও সমাধান
আজকের স্থাপন করিছে। আমার সুখের গ্রহণ করল।
আমুন আর্দ্র ইরাক্ত সৈনিক সম্মুখে আমাদের বাংলা

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বা'লে সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। বাংলার নবাবের মর্যাদা, মুসলমানের মর্যাদা, হয়ে উঠেছে। তার বিচার হবে না। অথচ মূঢ়, বাংলার স্বাধীনতার আজ বুদ্ধি সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষা। বিদেশী বিধর্মীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। নিজের নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে না।"

[দ্বি.অ: ২৩]

এমন দেশপ্রেমীর প্রতি সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, গান্ধি, অরবিন্দ, বিপ্লবী আদর্শ, বাঙালি জাতিকে এবং বিপ্লবী মুক্তিকামীদের প্রতি আকর্ষণ — অথচ এর উদাহরণ হল অসৎ। কিন্তু তাঁদের প্রকৃতির সাথে তাঁদের জন্য সাধারণ। তাঁদের চরিত্র ছিল দুর্বলতা দোষেই হেন। এতটি বিদেশীদের অসম্মান বৈষম্য এবং আরও এটি শ্রেষ্ঠ হওয়ার রীতি। হওয়ার রীতি তাঁদের চরিত্রে অনুভবে পরিণত করেছে :—

"বীর জাতি, বীর জাতি, অর্থাৎ ভীরু নয়, দুর্বল বলেই বিদেশীর প্রেমে পড়ে দোষের। কিন্তু ভিক্ষার দাবি আমার দেহ অস্থিত হয়। সহস্র সহস্র বোধিনী অস্ত্র পড়ি এতটি হাঁসাবার বোধের শব্দ হয় আর তা দুলাতে পারি — সে শব্দে আমার আনন্দমন্ত্র অস্থিত হয়।" [দ্বি.অ: ৩৬৫ পৃ:]

কিন্তু বিপ্লব চরিত্রের এই দুর্বলতা তাঁদের চরিত্রের অর্থাৎ কেবল অবিচ্ছিন্ন নয়। সাধারণের প্রকৃতির সাথেও। কিন্তু সৌভাগ্য বীর বিপ্লবীর উপযুক্ত হয় নাই। দুটিতে অন্যান্য চরিত্র দোষের ও অভিনয় চালাতে বিপ্লবের প্রতিনিধি প্রধান দানবীয় বৈশিষ্ট্যকে নিজে জীবন দুত বইয়েছেন। কুল চরিত্র দুটি আলোচনার জন্য সম্মুখে বলার বৈশিষ্ট্য-সাধের আদর্শ অভিজ্ঞতা স্থূল বইয়েছে। সাধু হয়, মৈত্রিণ উভয় জাতিই এই সাধারণ বইয়েছে। অন্য সাধারণ প্রকৃতিতে দাঁড়ানো বিপ্লবের সেরা প্রকৃত দেশের অভিজ্ঞতা বইয়েছেন আর সাধুকের বৈশিষ্ট্যের

[illegible] মন্তব্য করেছেন :—

"If we accept Dr. Brunder Mathew's contention that the greater dramatist of a period when drama has flourished has always produced his plays for performance in the theatre of his own time, day actor of his own time and by the spectators of his own time, girish chandra ghose can with perfect justice be acclaimed as a really great dramatist."

সমসাময়িক কাল আলোচনা করলে গিরিশচন্দ্রের যে উল্লেখযোগ্য দেশপ্রেমের দিক প্রকাশিত হয়েছিল তাহা তাঁহার জীবনচরিত্রকার কর্তৃক উল্লেখে সাধারণ অন্যান্য উপলব্ধি হইতে পারে :[2]

"সমগ্র ভারতীয় অধীনতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় বাংলাদেশ। এবং এই বাংলার নীরব শিল্পী ও ভাবুকদের দেশপ্রেম কত গভীর, কত স্থিরশান্ত ও কত অন্তর্মুখী। ... ইহার পর দেখিবার বিষয় কত কথা কত স্থূল পরিচয়। কিন্তু বাংলার ইতিহাস শেষে সকল প্রথম শিখিয়া বাংলার কথা যাহা কিছু গাঁথিয়া পরিচয়। প্রকৃতই বাংলা হইতে যখন দেশমাতৃকার আহ্বান প্রথম আমার কানে বাজিয়াছিল সেই আহ্বান। সাহস করিল মোর প্রাণ। মোহ ছাড়িয়া দাঁড়াও। আমিলাম আর ধীর আসিতে পারিলাম না।"

দেশপ্রেম ও ভারতীয়তার প্রচার

এক্ষণে বাংলার বাতাসে গান। গিরিশচন্দ্র,

১ The Bengali Drama its origin & development
P. Guha Thakurta PP 137

২ গিরিশ প্রতিভা - শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
পৃ ২২৩

ইতালীয় শিল্পীদের ন্যায় ফ্লোরেন্সের শিল্পীরা ছিল ইতালীয়। তাই তাদের মধ্যে যে ভাবধারা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল সেই ভাবধারা হইতে নবীন ফ্লোরেন্সীয়দের জীবনী লেখার সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বিলাস ব্যসন আড়ম্বরের দেশে ফ্লোরেন্সীয়দের কৃষ্টিগত মুখ্য ভাবধারা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁদের কাছে জীবন ছিল গভীর চিন্তাশীল। ভাসারি বলেছেন :- "ফ্লোরেন্স, যেখানে জীবনযাপনের উদ্দেশ্য হইল কাজ করা। ফ্লোরেন্সের অধিবাসীরা ধনী হইতে চায় না। ধনীরা ব্যয় করিতে ভালবাসে, কিন্তু ফ্লোরেন্সের অধিবাসীরা সামান্য আয়ের, সামান্য ভোগ্য বস্তু — ফ্লোরেন্সের অধিবাসী ভোগ করিতে ভালবাসে না, আরামের জন্য লালায়িত হয় না।" [ভ. অ. ৩৮ পৃ.]

অন্যত্র বলিয়াছেন :- "ফ্লোরেন্স নিঃস্ব নগর। নগরী যে শ্রেষ্ঠ আড়ম্বর না — ব্যয়ের। আড়ম্বর বাহুল্যের সহিত সামান্য ব্যয়েও ঈর্ষা জাগে না। মূল্যবান বস্ত্র পরিচ্ছদ আবশ্যক প্রয়োজন, নচেৎ আমার প্রয়োজন নাই।" [ভ. অ. ৩৭ পৃ.]

এইজন্য আড়ম্বর বিলাস ব্যসন ত্যাগী শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা বাংলার প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। কিন্তু কখন, বিশেষভাবে সব বিদেশের শিল্পী বেশিরভাগ শালী জীবন হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পর ভূমিজাত শিল্পী বর্ণিত হয়, কিন্তু বিশেষ ও বেশিরভাগ শালী চরিত্র যে সর্বধর্ম সমন্বিত জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল শিল্পীতে তাহার স্বরূপ হয়। শিল্পীকে জাতীয়তাবোধের মাধ্যমের অন্তর্গত নাটক নয় বলায় জাতীয়তাবোধ উদ্দীপক নাটকগুলি সম্ভব।

পাশ্চাত্যের অন্যান্য রঙ্গনাট্যকার ভূমিকেন্দ্রিক জীবনী আলোচনা করিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচারে অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন ইব্সেন ও বিয়র্নসন। ইব্সেনের প্রতোমাস্ও, ডক্টর স্টকম্যান সাহেব অধ্যাত্মে দেশাত্মবোধের ধারণাটির আভাস প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ইবসেন অংশ অবশ্যই ব্যক্তির বলায় তাঁদের ঐক্যের দিক বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া বলায় আলোচনার বহির্ভূত রহিল।

নারী সমাজের উন্নতি কল্পে বাংলা পাঠক।

"Upon the condition of women depends the happiness and prosperity of the heroes. Upon their fitness will hinge the evolution of our character. The school and universities may make us highly intellectual but as for our character, we must look to our home and home alone."[১]

এই উক্তিতে সত্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা সর্বদেশের সর্বকালেরই প্রযোজ্য। এই জন্য পৃথিবীর অন্য জাতের সর্বত্রই নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, নারীকল্যাণ প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। ঐ নারীশিক্ষার ও নারীর সার্বিক সমগ্র অধিকারের দাবী যাহা পৃথিবীর অন্যান্য সাম্যবাদী ব্যক্তি বহুকালের লেখনীতে রূপ পাইয়াছে:—

"আমি সাম্যের গান গাই
অনন্ত চক্রে পুরুষ রমণী
কেহ নেহারেনি নাই"।

এ বাণী শুধু সাহিত্যের পাতায় নয়, এ বাণী আদিম মানব সভ্যতার বর্তমান ইতিহাস। সমস্ত পৃথিবীর আদিম মনুষ্য সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে সকলেরই দেখিতে পাই যে সৃষ্টির প্রথম হতে নারী পুরুষের সহচর, সহকর্মী, সহধর্মিণী প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কোন কোন সময় নারীর জীবন ধারণ এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা উভয়ের সমর্থনে এবং অসমর্থনে প্রশ্ন উঠিল। সমাজে অন্যান্য পার্থক্য সৃষ্টির মধ্যে এই দৃশ্য সমাজের প্রায় পরিচিত। ধীরে ধীরে সমাজের সভ্যতার বিস্তার আরম্ভ হইল এবং পূর্ব এবং সেই অন্য সমাজেও নারী পুরুষের সমান অধিকার হই হইল না। ভারতীয় আর্য সভ্যতার ইতিহাসে আমরা নারীকে পাই সমাজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাদানে। তেমনি সমাজের নানা বিভাগে

১ The education of women of India by Mumia Q. Cowan
PP 25-26

অন্য কিছুর ছিলেন, পর্দা প্রথা ছিলনা। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় ছিল — সতীদাহ প্রচলিত ছিলনা। যাসাযজ্ঞ সম্পাদন ও ধৈর্যের সূত্র প্রসঙ্গে নারীর ছিল পুরুষ অপেক্ষা অধিক। ইতিহাসে অবিস্মরণীয় বিদুষী নারী সাধ্বী, খাজাবন্দা ও তাঁর পাশে মৈত্রেয়ীর বিদুষী, লীলাবতী, খনা প্রভৃতির মেধা ও পাণ্ডিত্য এবং সংগীত, নৃত্য বিভিন্ন কুশলতার প্রতীক ইতিহাসে নারী অবিস্মরণীয় গৌরব ঘোষণা করেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে অন্তঃপুর কারাগার প্রবেশ করে। নিম্ন দৃষ্টি সমাজের উচ্চ এবং তাদের পুরুষের সঙ্গে কার্য বেদাদ, শ্রমবিভাগ এবং শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে সৃষ্টি হল। পুরুষ সমাজের অনুশাসন অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী প্রবল করে, নারী প্রবেশ করিল অন্তঃপুরে। পুরুষের কার্য কর্মক্ষেত্রে তাদের TV সমান প্রতিষ্ঠিত ছিল ধীরে ধীরে আশা সেবাদাসী নারী এবং আরম্ভ নারী স্বাতন্ত্র্যহীন সেবাদাসীতে পরিণত হল। নারীর জ্ঞান গেল, মর্যাদা গেল, কর্মক্ষেত্রের অধিকার হইল পরিত্যক্ত হইয়া তাদের স্থান সুনির্দিষ্ট হইল অন্তঃপুর।

ইসলামের ইতিহাসে যিনি প্রথম প্রকাশ্য মত প্রকাশ করেছিলেন। আরবে নেতৃত্বের ক্রমবিলুপ্তির অন্ধকারময় কালের মুসলিম নারীর অবস্থা আরও নারী, ইসলামের নারী আদর্শ নেই মূর্তি, নেতৃত্বের নারে। কলেজের অধ্যাপক ডক্টর মুসলিম নারী সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ:— "In early ages the Musalman women of Arabia was permitted equal instruction with men. The social position she occupied when the power of Islam reached its Meridian proves that she possessed rights similar to those enjoyed by men. The prophet's own women folk were very far from leading lives of idle seclusion on the contrary they were allowed great freedom

১ The position of women in Indian life — by Her Highness the Maharani of Baroda & S. M. Mitra pp 25

His first wife Khadija shared the changes and chances of his career for seventy five years, and after her death Ayesha, his young wife took prominent part as an active combatant at the battle of the 'Camel'. His daughter Fatima gained high distinction in political debate. His grand daughter Jairab was noted for her attainment both in public and private life. A life of empty idleness was no part of the prophet's scheme of the feminine existence. Moslem women held position as sovereigns, teachers, theologians and superintendent of religious communities and like Hindu women were famous for learning and capacity to impart instruction.

x x x x x x x

In ancient Egypt women were the equals and comrades of their men folk, the law conferred like privileges upon them; they were eligible for the priesthood and the throne."

কিন্তু বৈদিক নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতা
ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। অন্তঃপুরে আবদ্ধ হওয়া
মুসলিম নারীর ক্ষেত্রেও তেমনি পর্দার নিয়ে সামাজিক
বাধা। সুতরাং মুসলমান সমাজ দীর্ঘ বর্ষ ধরে বিভিন্ন
ধর্মগোষ্ঠীর লোক, শীখ, খ্রিস্ট, সংস্কৃতি নারীর বিশিষ্টতা
সত্ত্বেও ধর্মে উদ্যত তখন সমাজের 'সেরেস্তা' ছিল
নারী সম্পর্কে পর্দার। সমাজের শীর্ষে থাকা সম্ভ্রান্ত
ঘরের মেয়ে স্ত্রীরা ছাড়া বাকী মহিলাদের বিনা হাতে
সম্মান। বাদের আর্থিক সামর্থ্য ছিল পর্দার
অবলম্বন করেছিলেন। কারণ কায়িক শ্রম-
সাধ্য পেশায় সাধারণ অর্থনৈতিক সঙ্কট বাধ্যতার জন্য
অন্তঃপুরে নিম্ন শ্রেণীর মহিলাদের পুরুষ অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ
অংশগ্রহণ অপরিহার্য হয়েছিল। ফলে নারীর হয়ে
পড়েছিল নিম্ন মুসলমান নারী সমাজের অধিকাংশ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আধুনিক সমাজে এক মৌলিক পরিবর্তন উপস্থিত হইল। এই পরিবর্তনের বাংলার সাহিত্যেও প্রতিফলন না ঘটিয়া পারে নাই। 'বিচিত্র বিচার' নাটক রচনা করিলেন উপেন্দ্রনাথ কিন্তু উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নাম করিলেন বিচিত্রাক্ষর নাটক'। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত কিন্তু পূর্ণচন্দ্র করিলেন 'বিচিত্র জানকীহরণ' নাটক। বহু নাট্যকার স্বীয় পরবর্তী জীবনে এই একই অন্যান্য ঐতিহ্যের নাটক রচনা করেন। স্বয়ংসিদ্ধ হইল 'বিচিত্র জানকীহরণ' নাটক 'চলন্ত চিত্রচাঞ্চল্য' 'বিচিত্র পরিণয়ের' 'বিচিত্র বিবাহ' নাটক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এমন কি নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত তাঁহার 'আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য' নাটকে এই সমস্যাকে অবলম্বন করিয়াছেন।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনে পাশ হইল এবং এই বৎসরই উমেশচন্দ্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটক প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত হইতে আমরা জানিতে পারি যে নাটকখানি তাৎক্ষণিক সমাজের শ্রদ্ধা সমাদর লাভ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর বলেন —

" বিধবা বিবাহ নাটক এমন প্রসন্ন প্রসন্ন এবং এমন সরসভাবে রচনা করিয়াছেন যে ইহা পুনর্মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু পুস্তক প্রকাশ হইবামাত্র সকল বই পূর্ব্বেই নাট করিতে আরম্ভ করিলেন যে সকল শীঘ্রই পুনর্মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হইল।" অত্যন্ত বিদ্যা ও সৌন্দর্যের সহিত নাট্যকার তাঁহার বক্তব্য সকলের কাছে তুলিয়া ধরিলেন।

বাংলার সমাজ কাল বিবাহকে কুপ্রথা বলিয়া মনে করিত। সমাজ স্বয়ংই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিত যে বিধবা হইলে স্বামীর জন্য হইত কামনা করিয়া বিধবাদের হইয়া থাকিতে হয়, সংসারের কোন সুখের আশা করা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ পালিত না। নাট্যকার নাট্যরসের মাধ্যমে সমাজের সেই ভুল ধারণার কথাই বলিলেন।

" বিদ্যাসুন্দরী। তোমি এত কেন কাঁদ? তুমি বড় মানুষের মেয়ে, সামান্য লোকের ন্যায় কেন? কোথায় তুমি এত ধন

কেন বেশ্যাপাড়া? ধুক্কাড়ের গান শুনিতে আসিয়াছে, ফুলের গন্ধ সহিতে আসিয়াছে, শক্ত কেমন লাগে, জানিতে? তোমার এই ধর্ম তবে হয়?

সুমঙ্গলী। না আমার আর কাজ নাই। যেদিন ইচ্ছা হইবে সেদিন অনুচরের মুখে সংবাদ পাইবে। আর চরণে যতদূর পৌঁছিয়াছে। আমাদের ধর্ম কিছু শেখিয়া? প্রেমপাশে আমি বাঁধিতে চাহিয়াছি।" [উভয়ের প্রস্থান]

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত পরিচয় ছিল না। নারী যে মানুষ, তাহার যে ভুক্ত ভাবনা, সংস্কৃতিগত সংস্কার তাহার স্বীকার করিতে চাহে নাই। বিধির বিচারে সংস্কৃতি ভদ্রলোকের সংস্কারের মত। কবি ধরণীকান্ত ন্যায়ের জীবনালেখ্যে স্মৃতি এক জায়গায় :— 'সেখানে সমস্ত রাত বাঁশীর, বৈষ্ণবের বিরহে গাঁয়ে ভাবোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমস্তই ছেলেমেয়ে, তাহা সেইজন্য তর্ক করিতে করিতে শ্রমন শেষের উদ্দেশ্য হইয়া যে সাধ্য কেন তর্ক করিতে পারিল না। সাধারণ বিশ্লেষণেই সেটি যে বৈষ্ণব বিশ্বাসের নাম সংস্কৃতির বৈষ্ণব সাধ্য, তাহা বুঝিতে হয়। সংস্কৃতিগত সংস্কারের সংস্কারের জন্য চাই সাধ্য। বিধির বিচারে সংস্কৃতি ভদ্রলোকের সংস্কারের মত। কবি ধরণীকান্ত ন্যায়ের জীবনালেখ্যে স্মৃতি এক জায়গায় :— 'সেখানে সমস্ত রাত বাঁশীর, বৈষ্ণবের বিরহে গাঁয়ে ভাবোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমস্তই ছেলেমেয়ে, তাহা সেইজন্য তর্ক করিতে করিতে শ্রমন শেষের উদ্দেশ্য হইয়া যে সাধ্য কেন তর্ক করিতে পারিল না। সাধারণ বিশ্লেষণেই সেটি যে বৈষ্ণব বিশ্বাসের নাম সংস্কৃতির বৈষ্ণব সাধ্য, তাহা বুঝিতে হয়। সংস্কৃতিগত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মৃদু শ্যামা - সুলোচনা বলছে:- (অতি মৃদুস্বরে) মা, আমার কেমন ভয় ভয় করছে, আর চোখে দেখতে পাচ্ছি না। উমা! উমা! বিপদভঞ্জন আমার প্রাণ গেল। আমাকে একটু জল দাও। দেখে প্রাণটা জুড়াই।

কাঠুরিয়ানী। উমা! উমা! একটু জল কি আনবে? এরে আর দুঃখ কষ্ট না দেওয়া ভাল কি?

পদ্মাবতী। (ক্রোধে গর্জিত) মা, আমার আর জ্ঞান নেই। জলের জন্যে মা'লো - একটু জল এনেছে, ~~[illegible]~~ দুধ-দাও আর কি হবে।

সুলোচনা। উমা, বিপদভঞ্জন খুব দেখে গেল, আর কাঁদিস, একটু জল দিয়ে প্রাণ বাঁচা।

কাঠুরিয়া। (জলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে) মা, এই জল এনেছি। সুলোচনা বিপদভঞ্জন যে কেমন, এই ধীরের ছোঁয়া থেকে বিষ্ণুজল এনেছি, যত পারিস খা।

সুলোচনা। উমা, জলের নাম শুনেই প্রাণ শুকিয়ে (মৃত্যুযন্ত্রণায় বলিয়া) আর জল খেলে আমার কেমন কাঁপছে (গাছের নিচে শুয়ে পড়া) মা এত জল খাই।

মুমূর্ষুরাণী। (শিরশ্চালন করিয়া) উমা আমার যে একাদশী করে কেমন ক'রে জল খাবে। একাদশীর উপবাসের পরে দ্বাদশীতে পারণ। তবে কিনা এই ধীর আমার জল, কিছু দিতে হবে। (সুলোচনার হাত ধরে জলপাত্র লইয়া) না-হলে তোর জল খাওয়া হবে না।

সুলোচনা। উমা, তোর আমার মুখের জল কেড়ে নিলি? জল জল ক'রে কি আমার প্রাণটা যাবে?

মুমূর্ষুরাণী। কাঠুরিয়ানী আমার ভক্তিপূর্ণ বিষ্ণুজল। আজ যে একাদশী। তোর মুখে কেমন ক'রে জল দেবো? তবে, কাল একটু পারণের জল দিব।"[৩য় অঙ্ক]

এইখানে আর একজন পরিবেশের অভিনয়- নাট্যকার তাঁর বিচারের কোনটিও সেকালের বর্ণনাভঙ্গির নাটকের। প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার সংস্কৃত-সূত্র পরিত্যাগ করিবার জন্য যেখানে বলিয়াছেন:—

" সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নাটকীয় 'ইতিবৃত্ত' যে-সকল প্রণালী অবলম্বে তাহার গ্রহণ করিলে, সুশিক্ষিত হইয়া কিছু পরিত্যাগ করিলাম।"

নাটকের আর একটি বিশেষত্ব হল- হয়। কখনও দৃশ্য বা গানের কোনও চেহারা নাই। চরিত্র সৃষ্টিতে- ন্যায়ের আচরণ অনুভূতি প্রভৃতি সকল চরিত্রের প্রকৃতিরূপ। রইল প্রমথ প্রমথ গাইত- ধর্ম সাধী বলাতে মধ্যযুগের তিনি নিজে কোনোরকম জড়ান নাই। সুঙ্গুমার সেন সংক্ষেপে এই নাটকের আলোচনায় বলেছেন:-১

"বিদ্যাসুন্দরের বিচার বিষয় বিষয়- দ্বিতীয় পুরুষ আলোচনায় বিচার বিশ্লেষণ অন্তর্গত নাটকীয় অনাড়ম্বর। দৃশ্য উদ্দেশ্য মূলতত্ত্বের জন্য- ' ন্যায়কেন্দ্রিক অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাব্যের সৌন্দর্য সুলভতা ও মধ্যযুগ পূর্বের লীলা- বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা- তাকে রইল প্রকৃত এই সংলাপ অন্যত্র দুর্লভ, যে কবিতাগুলি আজ তাদের বিষয়বস্তুর মূল— লক্ষিত হয়। নাটকটি আসলে আখ্যানের অবয়ব জন্য বিস্তার ঘটেনি। - নাটকীয় নাই, গ্রাম্যতাও নাই চরিত্র চিত্রণ এতোকার অনুপম বর্জিত হয় নিতান্ত- ব্যবহারিক প্রমথের মুখোমুখি আসতে পারে হয় নাই। ভারতচন্দ্রের বর প্রসঙ্গ বর্ণনার এতোকার নাই। জৌলুসের সাজানো যেমন আজ পরীক্ষার এবং কালের দৃশ্য হইতে"।

এই নাটক বর্ণনার সময়ের বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবিত সৃষ্টিতে। স্বয়ং পূর্বে অন্য কৃষ্ণকুমারী নাটক রচিত' হইয়াছে সুতরাং, সামাজিক দুর্গতিরূপেও এই নাটকখানি মূল্যবান। যে উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য নাট্যকার যেখানে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সার্থক হইয়াছিল কারণ তৎকালীন সমাজ 'বিদ্যা বিচার' নাটকে আদর্শ স্থান অধিকারিল।

সমসাময়িক কালে রচিত রামনারায়ণের অন্যান্য নাটকগুলির অধিকাংশের নাটকীয় বৈশিষ্ট্য বিষয় অভিনব এবং রসোত্তীর্ণতার দোষে দুষ্ট। এই সকল নাটক রচিত হওয়া এবং শ্রেষ্ঠ সমাজ বিদ্যা বিচার প্রচলন ও হিন্দু সমাজের সংস্কার। এ প্রথা গৃহীত হইলে বিংশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজের এবং সমস্যার সমাধানমূর্তি

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস. শ্রীসুকুমার সেন
পৃ: ৫৭ - ৫৮

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রমথ। কেন কি আর? বিধির বিধানে শান্ত অশান্ত — নীতি অনীতি। এর নিষ্ঠুর লোকাচার? — যা হবার হবে। লোক নিন্দার ভয় করি না।

নিখিলেশ। বিধির বিধানে শান্ত অশান্ত হ'তে পারে। নীতি অনীতি হ'তে পারে। কিন্তু বিধির বিধানে অন্যের দুর্দশার না, বিধাতাই দুঃখুক। যদি শান্ত অশান্ত হয় যে বিধির আমার দুঃখুক — ইচ্ছা হয় বিধাতা যেমন — আমি তার দরদী হ'য়ে বিধাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াব, আমার বিধাতা যদি দরদী হয়, আমার বিধাতার বিরুদ্ধে আমি দুঃখী হব?" [২৬.অ: ৪র্থ দৃ:]

অনেকের এই আচরণের মূল অভিপ্রায় দরদী ন্যায়পরায়ণ দেবতা। বিধির বিধানে সকলে সমান হইলেও অন্যের বিধানের জন্য দায়ী নয়। যাহার জন্য দুঃখভোগ করিতেছে, তাহার কৃত কর্মের ফলে তাহাদের অবিচলিত জীবন অশান্তির পথে; কিন্তু যাহার দোষে যাহারা — অন্যের অন্যায় জবিতার শাস্তি নষ্ট চৈতন্য দানের তাহাদের কর্তব্য। সুতরাং যে বিচার নিজেদের অন্যায় বলিয়া তাহার বিধানের প্রয়োজন নাই কিন্তু আত্মসংযমে অন্যায়ের বিধানের প্রয়োজন। এইজন্য প্রমথ বলিয়াছে :— "শান্ত বিধাতা, দেবতার বিধাতা-ই বিধি? যে নারী যন্ত্রণাময় ছিনিয়াছি? যার শান্ত বিধাতা যেমন দেবতার বিধাতা বিধানে তবু অন্তর বিদ্রোহী নারীর। পুণ্য হয় না, ধন্য শ্রেষ্ঠ নারী হয় না। ঈশ্বরের লোক ধর্ম্ম ভূষিত হয় না, এমন সন্ধি নাই।" [২৬.অ: ৭ম দৃ:]

উপরোক্ত উক্তি হইতে এই ধারণাই

২৬. যে ক্ষেত্রে বিমলেশ নিখিলের বিধান বিধানের কর্তব্যাকর্তব্য বিচারের।

কিন্তু নিখিলেশ লোকাচারের যে তাহার শেষ জীবনের অবলম্বন ছিল বিধির নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে বিধি তাহাই বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তথাপি এক্ষেত্রে জীবনের অবিচলিত যে নিখিলেশ অন্যের বিচারবাদিনী সাধনার বন্দনী নহে।

" প্রমথ। তুমি যোগমায়ী, তুমি প্রেমপরায়ণী, কোথায় সংসার চলেনা।

নির্ম্মলা। তার তেজস্বিনী মূর্ত্তি। বিধির বিধানে প্রচলিত হ'লে বৃদ্ধচর্য্যিণী যাবে না। হিন্দু সমাজের এ জীবন যাবে না আর এও জীবন হয়। তার, যে-দেশের বিধির বিধানে প্রচলিত সে দেশেরই যে বিধির বিচিত্র বৈচিত্র্য এও গ্রহণ করে সেই প্রকৃত ভারতীয়ত্বের দাবী। তার, বিধির বিধানে 'অনাদি' আমার হাদয়ঙ্গম হয়। কারণ হয় যুগের হিন্দু সমাজের ভারতীয় লোকাচার। তার, আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্তারূপে হিন্দু রমণীর উচ্চ ভারতীয় চরিত্র হ'তে বঞ্চিত হবো না।"

[২য় অঃ ৪র্থ দৃঃ]

নির্ম্মলার এর উক্তি হইতে জানা যায় বঙ্কিমের মত ভারতীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠাই, কিন্তু বিধবা বিবাহ সমর্থন করিয়া বাল্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু কি তাঁহার হিন্দুধর্ম সংস্কারের সঙ্কীর্ণ মন এ সুযোগ গ্রহণ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। 'বিষবৃক্ষে' বিধবা যখন যেমন ক্ষুধানাশিনী কমল ছুলা স্বেচ্ছাচারিণী এবং বঙ্কিমের অবশ্য চরিত্র হইয়াছে তেমনি ঘোর রক্ত সংস্কার ও উদ্দীপন দ্বারা নাট্যের মধ্যেই প্রমাণ করিয়াছেন যে বিধবা বিবাহ চালাইয়া গেলে তাহার সর্ব্বনাশই হয়। এজন্য সঙ্গত এবং সাহিত্যিক উদ্দেশ্যের বাধাস্বরূপ হইয়া না।

নাটকে বিধবা বিবাহের অনিষ্ট ও বিধি যে সকল যুক্তি তর্কের অবতারণা বিনোদিনী করিয়াছেন তাহাতে স্বয়ংই জানা যায় যে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে এমন বিনোদিনী তাহার সমীচীন করিয়া নাটকে প্রকাশ না তাই বিধবা বিবাহের করিয়াছেন।— "শাস্ত্রানুসারে, বিধবা সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা তাহা 'শাস্ত্রি কি শাস্তি'?

[৫ম অঙ্ক ৩য়]

বিনোদিনীর অন্যান্য সামাজিক নাটকের ন্যায় 'শাস্তি কি শাস্তি'ও হাস্য, অশ্রুজল, জাল জুয়াচুরি, আশা-নিরাশা, বিদ্রূপের ঘটনাবলীর প্রস্রবণ। উদ্দেশ্য মূলক নাটকে যে সকল দোষ ত্রুটি অবিনাশিত হয় বিনোদিনীর এই নাটকেরও এই হইতে মুক্ত নহে। এ সম্বন্ধে শ্রী অচিন্ত্যকুমার সুপণ্ডিত লিখিয়াছেন:-

"নাট্য জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য চিত্রিত জন্য স্বয়ং চরিত্র গুলির

১ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রী অচিন্ত্যকুমার সুপণ্ডিত পৃঃ ৩৭০

কার্যাবলী প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে নারীর শ্রমের ক্ষেত্র থেকে চরিত্র সৃষ্টিতে। আমাদের নাট্য পরিণত পারে নারী — "হয়নাত ক্ষেত্র আগল অন্দরের ও হরমনির চরিত্র সর্বত্রগামী সাধারণের নারী থেকে হইবে। পিতার কর্তৃত্ব অনাবিষ্কৃত বিচার অন্যায়, হয়ের বর্ণনাও স্বামীদের থেকে নির্মমভাবে পীড়িত হয়।"

চিত্রিত বিষয় প্রকাশ ব্যক্তিত্ব তৎকালীন সমাজের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যও প্রচেষ্টা চলিত থাকে। নারীর আবরণ জীবনের উন্নতি হয়, মানসিক বিকাশের জন্য বহু অবস্থা- আঁধার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজন। নারী শিক্ষার প্রচলনের উদ্দেশ্য যে নাট্যকার দেখানো করেন তিনি বিবিধরোহন সেনগুপ্ত। নাটকের উপসর্গ পত্র নাট্যের উদ্দেশ্য, কারণ বিষয়ও এর প্রকাশ করিয়াছেন।

হিন্দু মহিলার নাটক
অর্থাৎ
হিন্দু কোলকাদিগের স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা
উপলক্ষ
অন্যতর শ্রীযুক্ত গোবর্ধনচন্দ্র নাট্যরত্নপ্রণীত
আহ্লাদপুর অধীনস্থ
কলিকাতা ৺ নিবেদন করেন।

হিন্দু মহিলার নারীর বর্তমান দুরবস্থার বিষয়ে প্রথমেই নাটক রচনা করিলেন উদ্দেশ্য রচয়িতাকে সমাজের স্থিরচিত্র সুন্দর পরিবেশটির প্রদান পরিচয় এবং বিবিধরোহন 'সার প্রকাশ' ও 'বাঙ্গালী সংলাপ পাঠে হয়ে ওঠে। এ নাটকখানি প্রকাশ হইল। নাটক লেখার পূর্ব সমাজের প্রসঙ্গ। প্রকাশ্যে যে গোবর্ধন চরিত্রের স্বীকৃতি দিয়ে। সমাজবিশিষ্ট হইল অবস্থা

বিশেষত বেথুন অথবা কাদম্বিনী অথবা প্রতিষ্ঠা মহিলাগণের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অনুকূলে হওয়ায় এবং বাল্যবিবাহ নিবারণ আইন পাশ করিয়াছে। যে যে স্থানে ৮ বৎসরের না বালিকা বিবাহিত না হয় এবং প্রকৃত স্থানে তাহাদের নির্দিষ্ট বয়স ১৪ বৎসর পর্যন্ত বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় আইনানুসারে। যাহা হউক যদি বিবাহ পরিবর্তিত হয় আইনানুসারে। স্থানীয় রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে। কলোনিয়াল সমাজে সাম্রাজ্য সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্য ভারতে। তাহার বলিল স্ত্রীর সহিত পূর্বদিকে যেতে সাক্ষাৎকার জন্য।

নিবেদনকারিণী
ডাক্তার মেডিকেল শিক্ষিকা
শ্রী বিনোদবিহারী (মেডিক্স)

গোকুলের বাড়ী
৩০ নং বৈশাখ
সা: ১৭৮৮

শাস্ত্রকারের উক্তি হইতে স্বয়ং ঈশ্বর অবতার কর্তৃক- বাহির হে তাঁহার প্রত্যেক সাধারণের সহিত হইয়াছিল অর্থাৎ রাজনি ইঙ্গিত সুখকর লাভ করিয়া দিলেন।

কর্মচারীর জীবন যে ভাবে প্রকাশ অবস্থায় অনুভব তাহা যে আকাঙ্ক্ষিত দুঃখ সকলের সমস্ত হয় দুঃখ সূত্রে জড়িত তাহা শাস্ত্রকার বেদীর অভিমত উক্তি অভিলাষ :—

"তবে আমার যে প্রার্থিত ঈশ্বর শুনিলাম। তাঁর ও সমস্তই হ'তে জিজ্ঞাসিল। যত বেশ এই পাঁচ বেশী স্কুল অবলে দেখিবার সর্ব্বত্রই শ্রীবৃদ্ধি হ'ল তাঁর তাহার কি? বেশবাস তাহাতে ভাবে। আমাদের দেশের বাল্য বিবাহ নিবারণ, সহমরণ রহিত প্রচলন, স্ত্রীবৃদ্ধির পরিবর্তে সম্প্রতি নূতন প্রণালী অং স্থাপন, দুর্লভদের দুর্লভ্যতা দমন, ভাবনাদের বিদ্যার উন্নতি সাধ, বৈধব্যদের বেশ বেশ্যা সম্বন্ধ নিবারণ, আর তাহ আমি সাধ স্ত্রীবিদ্যার প্রচলন করত আর তবু এখনিই অল্প বিশ্বাস স্ত্রীবৃদ্ধি হয়। [৩য় অ: ২য় পা]

শাস্ত্রকারের মূল সাধন অবলম্বে অবস্থানেই বিভিন্ন সমালোচনা অভিলাষ। ভাবীদের জন্য অভ্যাসন গ্রহণের রীতি ছিল,

সর্বত্র তাঁর লেখায় কন্যাদের বিবাহ দিত। শিশির কুমারের 'সংসার রামায়ণ' নাটকেও এই প্রথার উল্লেখ আছে। এখানে সুমতি বলিতেছে — "যেমন যেমন কথা, দুর্লভীনাদের যেমন মেয়ে হলেই বড় দুঃখু। আমাদের তেমনি মেয়ে হলেই আহ্লাদ, মেয়েরা বাপের বাড়ীতে 'বড়লোক' আর শ্বশুরবাড়ী গেলে 'গরীব'। আমার যে আর বছরে পা দিল। তিন বছর হল, বছরের মেয়ের বিয়ে হয় নেবিনি, তবে বড়মানুষের ঘরে বিয়ে দিল, তখন বছরের মেয়ে আমার তিনশো টাকা পণ নেবে।" [২য় অ: ১ম গ:]

এই প্রথার কন্যার বিক্রয় পর্যায়ে অবনতি বলে হয়, এবং এই প্রথার অর্থলোভী বাঁধ বছরের মেয়েদের আশীবছরের হাতে তুলে দেয়। হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহ নিষেধ থাকায় বলে বাল বিধবা অল্পবয়সে সধবা বালিকা নিরানন্দময় হয়ে বালবিধবা জীবন অতিবাহিত করিত। বিবাহ অনুষ্ঠান না হয়ে কন্যা বিক্রয়ে পরিণত হয়েছিল। বিলাসিনী পরস্পরী চলিত থাকিত।

"সংসার। কি বিপদ্ কি, আমরা পরস্ত্রীর টাকা চাই। আমার দাদাকে অটো? এই কারণেই আমার কন্যার সমাজ নাশ আনিতে পারি। আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের কন্যার বিবাহ অসম্ভব।" [২য় অ: ৩য় গ:]

যে ব্রাহ্মণের পক্ষে ভেড়ার ন্যায় কন্যা বিক্রয় অন্যায় সে সমাজ নারীবিক্রয় নয় 'সমস্যা' ন্যায়, এদের মানসিক বিকারের ই- প্রকৃতির বিকৃতি- এবং এদের দুঃখ কষ্টের বিষয় সমাজ পাত্র এমন নীচ স্তরের অধিকার কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সে সংস্কারের ভিতরে আঘাত করিল। মধুসূদন তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে দেখিয়ে শীর্ষ শীর্ষই অভিলাষী যে নারীজাতি অবহেলিত করিলেন তাদেরকে শিক্ষিত সমাজে আবার অন্তঃপুরের দীনা হীনা অবলার রমণী মূর্তিতে সোচ্চার দিল। তাঁহারা দেখাইলেন যে নারীর আত্ম চেতনা বোধ জাগ্রত না হইলে এ সমাজের অগ্রগতি নাই। বিদ্যা লাভের না আসিলে ব্যক্তি আসিতে না- আর নারীর সংস্কার এই অন্ধকার দূর হইতে

৩ সামুদ্রাচরণ স্বাস্থ্য জীবনে বহুল পরীক্ষিত। যাদের শিক্ষিতা নারী স্বীয় জীবনে তাদের প্রতি সন্তানের প্রতিকার জানিতে পারে। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের জন্য ভারতী শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী কেহই জটিলতা। তাহাদের সমাজ সম্বন্ধীয় দিগের জ্ঞানোন্নতি লাভ। নিম্নে উদাহরণ :—

"শোভাসুন্দরী। কিন্তু, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের বিদ্যাবিহীন হওয়াতে দোষের অধিক। বিদ্যা বিনা অধিক বিদ্যাবান জীবনে দিগের বর্ণনাতীত। তাহাতে, আমাদিগের বিদ্যাবান জীবনে দিগের মূর্খ। কিন্তু অন্য দেশীয়ের সম্বন্ধে নহে।

কুসুমকুমারী। তবে আমার (জিজ্ঞাসা করা নিষেধ) পিতা তবু অনায়াসে পারিবারিনী হতে পারেন না, লোকেরা বিদ্যাবিহীন বলায় বর বুঝতে অসমর্থ হবার।" [৩য় অঙ্ক]

স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে এইরূপ ছিল লোকদের সম্বন্ধে জাতিভেদের ধারণা ছিল। এমনকি যে নারী সকলের জন্য সুযোগের পূর্বে তাহাদের ঐ সংস্কারের ফলে প্রবৃত্তির অবস্থা ছিল তাহাদের পিতাদের চমৎকার লিখিয়া লিখিতে।

"কমল। কাল্পে যি কালই পড়লো, জালে জালে সাব, যত যি দেখলে। কালের কাপে জলে তো মেয়ে ইস্কুল জানলি। এখন যিতে দেখে। যিন্ন হতে চাইলো, সাব যিন্নাদের লেখা পালে সাবের মেয়ে মানুষ চালাকী করে। ঘরে ঐসব সাবের জন্য মেয়ে জালে।", [৩য় অঃ ৪র্থ দৃঃ]

উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমকালে নারীর ছিল অত্যন্তই অবনত। সমাজ সেই সুপ্ত জাতীয় জীবনের বহিঃপ্রকাশ। তাহাদের মেয়ে সমাজ সুযোগের মত সর্ব বিষয়ে জীবনের। লক্ষ্যের উপর সুপ্ত অবস্থা রহিয়াছে।

নারীর প্রমাণ স্বরূপ কেবলমাত্র স্বামীর প্রতি উপেক্ষায় বলে:— "কাদম্বিনী। ... তাহাদের ভয় কিসের? আমাদের। কিসের ভয়। তার হচ্ছে ভাল খাওয়া। যাতে মেয়েটি হয়।" [৫ম অঃ ২য় দৃঃ]

[illegible]

রবি। তুমি এমন চুপচাপ আছ কেন? তুমি যে কারণে যে কোথায় গোলমাল বিশ্বাসের তার সঙ্গে নিজে পড়ে তত নাটক অজানা হয়না। যখন তোমার কারণে হলো যখন গ্যালেরি জানতেন তা কেমন করে তিনি তোমার কাছে আসতে হলো?" [২৮.৩]

শিক্ষিতা সুশীলা তোমাদের বিচার হবে যে তোমাদের আলাদাভাবে। কিছুতেই অভিনয় করা যায় না। শিল্প আবেগের কাছে, আবার সুন্দর জীবন বাস্তব কিন্তু অন্তত পারিনা না।

গায়ত্রী। (স্বগত) মুক্তি, মুক্তি আমার। এতটুকু স্থান দাও আমি তোমার সাথে পুড়তে চাই। আর আমার এতগুলো অনুরোধ হয় না। হ্যাঁ! আমার বাবার বাড়ির অবস্থা কেউ জানে না। সেই যে তা অনুরোধ করে কারো? সেই কি আমার কাছে বাধিত হলো? অথবা আমি কাছের সেই সেই। আমি আমার কাছের সেই। বন্ধুর আমি নারী কাজ সুন্দর করিল কেন? যাদের এমন আমি যে চাই? আমার তো কোন কারণে আর আমার। তোর চাই স্বাধীনতার (২৮.৩:)

সন্ধ্যে আকাশে নারীর সেখানকার শোনাচ্ছে ছুটের আলোর পড়ুন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) না, আমার কিন্তু আমার কাছে, আর তোমে ছুটে যাবার নয়। এই আকাশে আমার আমুর জানা হবে না। তা হলেই আমি। কিন্তু এত ছোট বৌঠান সাহস দেখে। আমি দেখে, এখন আমাদের ছাগল ছুটির নাম। তাই দিয়ে বেরতে পারে তখন আমার আমুর জানা হবে। যেমন করে বলবো? যাদের আর আমি তত দোষ দিতে পারিনে। আমার জীবন যে উপায়ে আমি বলে? না পারি বেরুবার করে যুক্তি আর। কিন্তু। তা জিনিস আমাদের দেখি করে বেরুবে আমার ছিল।" [৩৮.৩]

নিরুপমা নারী সাক্ষাৎকারে নিজেকে যেন স্বপ্নে করিয়া আছে তেই আমার লাগে। যথার্থ ছিল উপলব্ধি অন্তরালে অন্য রূপে তার জীবনের। সমাজের পুরোনো শাস্ত্র-নীতি ও আলোকের আর্ত।

উদ্দেশ্য মূলত গল্পে- দীর্ঘ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তাদের সেবাকার্যে কর্মী জীবন উৎসর্গীত করা উচিত হইবে।

অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা হইল বিশেষ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির — 'বিপ্লব' কেবলমাত্র ১৮ বৎসরের জীব। ও: অবলার কালিকার নি:স্বার্থের ভাবনা দেখা কিছু নয় — বিদ্যালয় বন্ধ — লেখাপড়া গেল রসাতলে — লেখাই নুন বিনা মাংস ? কিছু কিছু অন্য ভাব ছিল' — সেবার শেষ পর্যন্ত রক্ত বয় ? [স্মৃতি: ৪৭ পৃ:]

ছাত্রদের যে অন্যায় অভিযোগ — সমিতি মূলতঃ অন্যায় আশ্রয় স্থাপন করিত। ছাত্রদের উদ্দেশ্য বিপ্লব — অন্যায়ের প্রতিকার, প্রয়োগ অভিযোগের। আত্মগ্লানির হাত হইতে অব্যাহতির অন্যায় শাস্তির অন্যায় গ্রহণ নিল। বিপ্লবের দুরভিসন্ধি দীর্ঘস্থায়ী দিনান্ত অভিযুক্ত হইল উঠিল — "বলা, কিন্তু ১৬ জনের মিলে হাত দিবে। কথা কানে ঘুরেছে কেন দাদা ? দুর্নাম কীসের। অতিথীদের চরিত্র প্রশ্নের জন্য সাধারণ জনের উপেক্ষিত সর্বস্ব দূরে থাক গালিয়ে। আমি বাদ হয়ে সব দিয়ে আমাদের — অন্যে যেতে গালিয়ে। আমাদের লোক জানে যে দিয়েছিলাম আমাদের অবাধীন লোকের হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু হাত কোন দিয়ে দিলাম — কিভাবে হয়ে বাড়ী গেলো — অন্যে দিয়ে গেলুম — অন্যায়ের অন্যে দিয়ে গেলুম। অন্যায় হয়ে গেলুম ? অন্যায়ের অন্যায় কাজ।" [স্মৃতি: ৭৯ পৃ:]

ছাত্র সম্প্রদায়ের সাহসিকতার দীপ্তিতে দূর অতিতের সুপ্ত শ্যামের দেখিলাম। বিপ্লবীদের 'বন্দুক' সমিতি' স্থাপনে সক্ষম লেখক শিক্ষিত- যুবক অন্তরীদের বিভিন্ন সমূহের বাসাধ্য ছেন : —

" বিপ্লবীদের পুরুষ বন্ধু। সবার জন্য শুধু দুঃখ সহ্যের যে দায়িত্ব বাড়ী জেলখানে দায়িত্ব বাড়ী জেলখানে বাড়ীই বাসাদের দায়িত্ব হয়। সবেতে সাহস সালাদের অধীন হ'য়েছে। সাধারণের দ্বিতীয় উচ্চ বাড়ী দায়িত্ব বাড়ী, কর্মীর, আত্মত্যাগ যে ছাত্রদের জেলখানে সমস্ত আত্মত্যাগ রক্তের দাবি সমাজের প্রধান হয় জেলে জেলখানে সালাদের স্মরণ হ'তে পারে।" [স্মৃতি: ৭৮ পৃ:]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

— [illegible] ،،

— [illegible]

ধর্ম্মমূলক নাটক।

বঙ্গভারতীর বাঙ্গালী চরিত্রের কাব্যগত বৈশিষ্ট্য; তাহার প্রতিটি সামাজিক সংস্কার এবং ক্রিয়াকলাপ ধর্ম্মের অনুশাসনের অধীন। বাঙ্গালীর দাম্পত্যিক আনন্দের উৎসে মানবের জীবন কাহারো নাই, কিন্তু ধর্ম্মীয় সংস্কার ও রীতি নীতির দাবী তাহাদের অধিক। পাক-ভারতের বিভক্ত জনজীবনের এই উক্তির জন্য নিদর্শন উনবিংশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্বে সিপাহী বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্ব। স্বাধীনতার দেশ প্রেমিক স্বাতন্ত্র্য অর্জনের আগামী দিনের সুখ সিপাহীদের দেশ স্বাতন্ত্র্যের জন্য আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছিল আত্মকেন্দ্রিক জীবনের নয়। ধর্ম্মীয় সংস্কারের বিধিমতীয় বন্ধনের প্রতিবন্ধে এবং সে প্রতিবন্ধ মৌখিক লাভ বিনাশের স্বার্থ নহে, আত্মিক জীবনের অধিকার বিসর্জনের জন্য।

সুতরাং, ধর্ম্ম কর্ম্মের নিয়ন্ত্রণ সংস্কার বাঙ্গালীর জীবনের এই দিকের পরিচয় হয় নাই। জীবনের প্রতি ব্যবহারে আমাদের কারণ জন্য অকারণের রীতি প্রচলিত। শিশু জন্মগ্রহণ শুভ মুহূর্ত হইতে পঞ্চভূতে লীন হওয়া পর্যন্ত সর্বত্রই ভাগ্যগত ধর্ম্মীয় অনুশাসনের সূত্রে পরিচালিত হইত হয়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সামগ্রিক সামঞ্জস্যে যে ধর্ম্মের প্রভাব ও প্রাধান্য লক্ষিত হইত ইহাই তো এজন্য স্বাভাবিক পরিণতি। তাই মঙ্গলের ঘাটের, বাঙ্গালীর পাঁচালী, কথকতা, কীর্তন, বাউলের গান, গাজীর গান ইত্যাদি যে ধর্ম্ম জীবনের প্রতি পূর্ণতর লৌকিক ও লৌকিকের কাহিনী নিয়ে নূতন রূপে ও রসে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর সমাজ ও ধর্ম্ম জীবনে হয় নানা বিষয়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ অনুভূত হইতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ যুঃ দেশের উচ্চবিদ্যার উদ্দেশ্যের স্বাধীনতার শুভ মুহূর্তের দিকে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভারতের হিন্দুর মোহন্তদের অর্থ-লোলুপতার সমালোচনা। J. N. Farquhar মন্তব্য করেছেন:— "In order to pay for all these things a pilgrim tax was imposed which not only recouped the govt. for their outlay, but brought them a handsome income as well. Reformers in England and India found it a long & toilsome business to get this patronage of idolatry by a christian govt. put down"

ইংরেজ গোষ্ঠী খ্রিস্টধর্মী পর্তুগীজদের অধিকৃত গোয়ে পদার্পণ করতে পারেনি। যে উইলিয়াম জোন্সের নাম সংস্কৃত ভাষাবিদ হিসাবে সুপরিচিত তিনি প্রাচীন ভারতের সাহিত্য অধ্যয়ন করতে বইপড়া। কিন্তু বিদেশী রাজত্বের ফলে এই নীতির পরিবর্তন হয়। ইংরেজ শাসনে ভারতের অন্যান্য ধর্মের প্রতি গোষ্ঠী হিন্দুর মধ্যে খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রতিপত্তি হল। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে খৃষ্ট হল। মুসলমান ও পার্সী ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

কিন্তু বলতে দ্বিধা যে সকল উদ্দেশ্য ইংরাজদের ছিল। এবং সরকারী ভাবেই তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত জোন্স, ও সংস্কৃতজ্ঞ উইলকিন্স এবং সমাজবিদ কর্মচারীরূপে আসতে প্রতিযোগিতা হত, শিক্ষাবিদ হেস্টিংস, ট্রিভেলিয়ান, মেকলের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজদের ভারতে শুধু রাজনৈতিক শিক্ষা, ও অন্যান্য প্রচারের সূচনা। ইহা সাম্রাজ্যের অনিবার্য। আরও উল্লেখ্য যে সকল স্বর্ণ ভাষা-ভাষী পুরুষ, অহমোদাবাদের হক্ত প্রমাণিত করেছিলেন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কে প্রচার। সংস্কৃত ভাষাকে সমস্ত ভাষার মাতা সর্বোচ্চ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ভাষাকে সমস্ত উচ্চ সংস্কৃতির, নৈতিক সংস্কার, ও শিক্ষা দিয়েছে।

১ Modern Religious movements in India by
J. N. Farquhar
pp 9

কিন্তু তাঁর অভিমত প্রচারটি ছিলো। কিন্তু লক্ষ্য করলে যে শুধু সাহিত্য সাধনাতেই ছাড়া হয়ে উঠে। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনা তাঁর বিশেষ শুধু তাঁর ইসলাম বিষয়ক রচনাগুলির আলোচনা। এক সাহিত্যকর্মী সংস্কৃতির তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। সংলাপের ধর্মী, বিশেষ করে সাহিত্যের সংস্কৃতির জন্য জনসাধারণের কাছে সর্বজনীন উপেক্ষিত থেকে। তুলনীয় প্রমথ চৌধুরীর জন্ম সুরম্য তাঁর ইসলাম বিষয়ক লেখা পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কীয় চিন্তা করলেন। তিনি অভিজাত হয়। এই সময় তাঁহার ব্যক্তি জীবন ও শিক্ষাদীক্ষার পরিচিতি পাওয়া যায়। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অভিজাত-সাহিত্য তাঁর বিশেষ করে দিয়ে আলোচনা ইসলামের মুসলিমদের সহিত অন্তরঙ্গ হন। বিশেষ করে কাজী ইমদাদুল হক সম্পাদিত গ্রন্থ "কুহেলিকা মুক্তাবারুরীন" গ্রন্থ তাঁর অবিস্মরণীয় বৌদ্ধিকতার পরিচয়ী প্রকাশের পর তখন লক্ষ্য করলেন বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'সবুজপত্র ও সাহিত্য' গ্রন্থে জনী আবদুল ওদুদ লক্ষ্য করেছেন ইসলামের সম্পর্কে বলেছেন:—

"এই 'কুহেলিকা, মুক্তাবারুরীন' গ্রন্থ ও তাঁহার রচনার নানা সূত্রে ইসলাম ও মুসলমানের সম্পর্কে বিশেষত সাহিত্য ইতিহাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলিম সংস্কৃতির তাঁহার জ্ঞানের অভাব ও ঔদাসীন্য ছিল। তাঁহার মুসলিম সাধনার প্রতিভার সুযোগ আলোচনা করিতে পারে না।" লেখকের মতে নারী বর্জিত শুধু, কিন্তু কুহেলিকার অধিকারের ইতিহাস জীবন ও বৌদ্ধিকতা বিশ্লেষণ ও প্রকাশের সংস্কৃতির বাংলাদেশের জীবন বৌদ্ধিকতার প্রকাশ সম্ভব হল। যে ইসলাম সমাজ রচনা তিনি প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তিনি বোদ্ধাদের ও শ্রেষ্ঠ মুসলিমদের ইসলাম।

তাঁহার শ্রদ্ধা ও কৌতূহলের বহিঃপ্রকাশ। এক্ষেত্রে মন ও বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর লক্ষ্য করিয়াছেন। সবুজপত্র যুগে তিনি বলিতেন এমনকি কোন্ শব্দ বড়ো করেন। আর পর। ইসলামিক বিশ্বাসের তাঁহার অন্তর প্রতিষ্ঠা

১ সবুজপত্র ও সাহিত্য - কাজী আবদুল ওদুদ
পৃঃ ৩

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যাত্রাপালা গীতি-কথা গান ও কথোপকথনীয় — শ্রেণীতে পৃথক মতে সেগুলোর মধ্যে অভিনয়ের না হয় কথা অবশ্য দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। অবশেষে সেগুলো নামতে অবশেষে "একটি কথা অবশ্য" নামে গ্রহণ করেন।

এই অবশ্য অবশ্যই পালাগান গীতি-পূর্বে নাম চলত। এই শ্রেণীগুলোর বিকাশ করেছেন পালাকার, কিরণময় শাস্ত্রী তাঁদের একটি আলোচ্য প্রবন্ধে, — যে পালাগানে বিশেষ গীতিগুলির প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্নতার বিশেষত্ব অনুসরণ দ্বারা সংগীত ক্ষেত্রে যেমন একটা প্রাণের বিশেষত্ব পুরুষকে আকর্ষিত পালাকার সেইরূপ চালাতে শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যেও এমন সংস্কারবাদী দল দেখা দিয়াছিল। পালাগানে যেমন পুরুষ শিক্ষিত দলের স্ত্রীগণের যেমন স্ত্রীগণের চোখের সুখের পালা ঘটে গীতি ও নাট্য গান। তার সেবিকার শেষে গীতিতে যেমনি চালাতে পুরুষ শিক্ষিত নাটকের অভিনীত দুই নাটকীয় গীতির যে যে স্ত্রীগণের ঘটে নাট্য ও যে চরিত্রানুসারে। তাদের সাদৃশ্য বিষয়ে অর্থপূর্ণ উলিয়া যাইতে পারে।[১] তিনি সংস্কৃত উল্লেখ পালাকার যে :— "পূর্বে নাট্যের শিল্প ও সংস্কৃত সংস্কৃতের বিভাগে অর্থগৌরব প্রাণস্থল দেখাইয়া বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণি, প্রথম প্রাণ সমাজের প্রতিষ্ঠা পালার কৃষ্ণ সুধার বিষয়, দ্বিতীয় লৌকিক প্রচার সংগীত, প্রাচীনী নাট্য-বিদেশী সুযোগ্যদায়।"[২] দুই প্রকার বিভাগ গীতি কৃষ্ণকথা স্থানের উদ্যোগাসনের কীর্তি দীনবন্ধু সেন, অবোধ নাম ভক্ত ও বিষয়ক্ষেত্র গোস্বামীর নাম উল্লেখ পালাকার। চালি ও পালিগান উপাধি, উচ্চ সমাজের দেশের ভাবের নাটকীয় প্রচার সমন্বয় পালাকার। দুই সমাজ ও সংস্কৃত সংস্কার। পুরাতনীকরণ। ধর্মজ্ঞান যে বিশুদ্ধ ও বৈষ্ণব বাঙ্গালী হিন্দু পালাকার অবশ্য নাম নাম্নে গুরু 'সাঙ্কর্যের' ভাবের পরিচয়ের

---

১ অভিনয় পরিচয় ও সংগীতের নাম সমাজ- পালাকার কিরণময় শাস্ত্রী ২:১৩২

২ " " " " " পৃ: ১৩২

তাঁহার শিল্পের উদ্দেশ্য উল্লেখ ঐ ক্ষেত্রে সমাজ
দর্শন, সমাজসচেতনতা হইতে না। তাঁর শিল্পিসত্তা:—
"হিন্দু জীবনের পরিবর্তন, আমার ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তন,
সমাজতন্ত্রের পরিবর্তন এবং বিজ্ঞান, উদ্দেশ্য প্রণোদনের জন্য,
বন্ধু সুধাংশু শ্রীযুক্ত লুই মোরেল বাবে তাঁহার সহযোগিতা
করিত আমার ইচ্ছা যে আমি কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে
হই, এবং এখনও আছি। ইহা সম্মুখে মোরেল বাবু আমাকে তাঁহার
জীবনের শেষ নাটকের জন্য উদ্ধৃত লেখার লেখেন 'যুগে যুগে
ঈশা—তোমা'। পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে- শ্রীরামপুরের
ব্যাপ্টিস্ট মিশনের প্রীতিলাভ, বাইবেল রিভিশন
সম্পর্কে বিচারক- হয়। তাহার পর মোহন
আবার 'ন্যাশনাল ফ্রি চার্চ অফ ইন্ডিয়া' স্থাপন করেন।
এবং যদি রিভারেন্ড এবং বিশপের এবং চার্চের
গ্রন্থ নাও তবিয়া ইন্টারনেটওয়ার্কের। ~~খ্রীষ্টিয়ান~~ খ্রীষ্টিয়ান
হইই। তাহার ঐই ধুয়ানা জীবন হই। তাঁহাকে জীবন
চাহিতেন। সত্যকথা পূর্বে বিভিন্ন বাইবেল সংশয়—
বাণী হই।"[১]

এই কথা সংশয়পূর্ণ সকল অভিজ্ঞতার অভ্যন্তরে
মোহন তাঁহার নব ধর্ম প্রচার করিতে পারিলেন। কিন্তু
তাঁহার, খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক সমাজ যে হইল "মোহন
ক্রাইস্ট' বিশ্বাস গ্রন্থ, ইভাঙ্গেলিস্ট' নামে মোহনচন্দ্রের
সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়। এই বিভিন্ন মহিমা বিবরণ
এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রচারে- সমাজের তথাকথিত সমালোচনা
হইতে লাগিল না। খ্রীষ্টের কথা সমাজের সমাজ স্থাপনের জন্য
হইল। এই সময় মোহন মোরেলের সহযোগিতায় স্থাপনের জন্য
মোহনের "গ্রেট মেসেজ" নামে মোহন চন্দ্রের সাহিত্য
সংগ্রহ প্রকাশিত হইল। এই সময় কথা সমাজের খ্রীষ্ট
সম্পর্কে প্রকাশিত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন:-[২]
"ব্রাহ্মদিগের নিকট বিস্তর ধর্মের নিকট সমাজের, উচিত
শাস্ত্র সমাজের খ্রীষ্টের শাস্ত্র, অধিক সমালোচনা
করা

১ বাঙ্গালার গুরু সাহিত্যে পৃঃ ৪৩

২ অনুবাদ শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত — পণ্ডিত-
শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ২৪৫

করার প্রস্তুতি চলিতেছিল। সুতরাং লোকের ও প্রজার অসন্তোষ দেখা দিল।[১] ইহার পর কুচবিহারের যুবরাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ সাবালক হওয়ায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলে উপলক্ষ্যে প্রজাসাধারণের দাবীর গ্রহণ করিল। কেশবচন্দ্র তাঁহার সমুচিত না লইয়া ২৮ সাধারণ তাঁহার নাম রাখিল "নরনারায়ণ সমাজ"।

বিধুর লোক দেখা, উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ বিবাহ সংস্কার সংস্কৃত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ পদ্ধতি। "সর্বাঙ্গ সুন্দর" বলিয়া প্রস্তুত হইল। পণ্ডিতগণের মত সংস্কৃত পূর্ব্বক দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যে উপায়ে আলোচিত পদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে ছিল। কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য পণ্ডিতের মত সংস্কৃত দেখাইবার জন্য উক্ত উভয় সমাজের পদ্ধতির তারতম্য এই সমাজের সাধারণের নিকট দেখাইবার জন্য উভয় পদ্ধতিকে একত্র করিলেন। এত প্রকারের বিভিন্ন উপায়ের আশ্রয় Rammohan সাহেব সংস্কৃত পদ্ধতির দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন:— "Later it became clear that there was no law in existence under which Brahmo marriage could come. Hence Keshab appealed to the govt. and after much discussion and difficulty an act was passed in 1872 which legalized them."

যুগ সমাজের বিবাহ আইন নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইহাতে বিবাহের পাত্রের ন্যূনতম বয়স নির্দিষ্ট হয়, অবশ্য বেশি হওয়া আবশ্যক নহে। ইহাতে প্রকাশ্য সাধারণ বোধগম্য সংস্কার নির্দিষ্ট হইল। এবং এই সংস্কারের অন্তর্গত বিধবা বিবাহের সুবিধার সংস্কার দেখা গেল। বিজয়কৃষ্ণ শাস্ত্রী বলিয়াছেন:—

এই সাধারণের চরিত্রগত ভাব এবং পরিবর্ত্তন লক্ষণীয়। এত লোকের বিধবা বিবাহের জন্য আগ্রহ এবং লোকের বলা সম্ভবপর হইত না। ও বলিয়াছেন সাধারণের প্রতিক্রিয়া

১ বঙ্গের নারীর ও অধিকার — পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ শাস্ত্রী পৃঃ ২৭২

২ Modern Religious movements in India - J. R. Lanman pp 48

৩ বঙ্গের নারীর ও অধিকার — পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ শাস্ত্রী পৃঃ ২৭৩

পূর্ববঙ্গে সনাতন ধর্মাবলম্বী তথা পূজাপার্বণের রক্ষণ-
ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে অগ্রণী। জাতীয় জীবনের উদ্যোগ
আদি সকলের সর্বোপরি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের এক অদ্ভুত সমন্বয়
ঘটে। সেই অদ্ভুত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গদেশের
সর্বোপরি তাঁর অগ্রণী পার্ষদগণের অন্যতম। দুঃখী
কৃষ্ণদাস প্রভৃতির সর্বত্র ও সকল ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত-
হয়ে গেল। সনাতন ধর্মাবলম্বী জনের অত্যাচার
হতে তাদের সমাজের বাঙালী হিন্দুদের রক্ষার জন্য হিন্দুত্বের
প্রতিষ্ঠান পূর্বক সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা
করে চৈতন্যদেব নাম্নিলেন। প্রাক্তন বরিশাল বলেন
স্থানীয় সাহিত্যিক লিখিয়াছেন:— "বাংলার বহুতর স্থানে
বলিয়াছিলেন যে বরিশাল একটি হিন্দু বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র
নির্দিষ্ট ছিল বলে। সমস্ত প্রদেশীয় মানুষের
সর্বসম্মত মনে হেতু সম্প্রদায় ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষাতীত
যে দেশটি বিশেষ হিন্দুত্বের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়াছেন -
তাহা বাংলার দেশটি ক্রমেন্দ্র।"
তৎকালীন হিন্দু সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে চলিল। কীর্তে
লাভ করিল। বরিশালবাসী নুর লিখিয়াছেন:— "বাং ১৮৭৩ সালে
সনাতন প্রবর্তিত ধর্ম ও আচার পদ্ধতি যতদূর কৃষ্ণ
দূরত্ব প্রবর্তিত প্রবানুসারে। ২ ১ ১ ৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ, গোবিন্দ নন্দ, শ্যামাচরণ নাথ উদ্ধরণ ও
সাধারণ ছিল।"

বই সম্পর্কে বাংলার যুগের সমাজ-
সংস্কারক ও সাধক মোহন নুর আমাদের জাতীয়
জীবনে জাগরণের এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। দেশবাসীর

২ বরিশালবাসী নুর আহমদের ... পৃঃ ৮৬
২ " " " " ২১৫

শ্রীচৈতন্যের সাহচর্যে মুরারিগুপ্ত বৈষ্ণব হইয়া গেলেন। এই
কারণে তাঁহার বিদ্যাবত্তা সত্ত্বেও নবদ্বীপের প্রতিষ্ঠিত কালী সাধকের
নিকট নিন্দনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার সাহচর্যে বাংলার সুধী সমাজ জ্ঞানচর্চা ও
ভক্তি জীবনের এক নূতন সমন্বয় সম্ভব করিতে লাগিল। বৈষ্ণব
ভক্তিগ্রন্থ গীতায়। শ্রীচৈতন্যের বলিয়াছেন :-

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

অবশ্য সংস্কৃত সংস্কৃতির দৌলতে বিদ্যার তিনিই অধিকারী ছিলেন
না। যে ইতিহাস সাধারণ পাঠশালার অধিকারী ছিল
কারণ অবশ্য পূর্ব বঙ্গীয় বাংলার ভক্তিধর্মের প্রচারের
নাটক রচনার সাহিত্য উদ্ভবিত প্রচারের জন্য
পরম ভক্ত নাট্য কার নাট্যের নিবন্ধকে রেখে। ধর্ম
সংস্কারের স্থানীয় সাধারণ যে সকল ভক্তিমূলক নাটকের
অনুবাদ করিয়াছি তাহাদের ভক্তিমূলক না বলিয়া
লৌকিক ঘটনাবলীর ভরে আশ্রিত ভক্তির ও সকল
নাটকের আধুনিক- বর্ণিত রেখে ভক্তিতত্ত্ব ও প্রচারিত
হয় নাই। নাট্যকারগণ বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে লৌকিক
ঘটনাবলীর বর্ণনা করিয়াছেন। নাটকের একটি প্রধান অঙ্গ
ঘটনাবলী। উৎসুক্য যেখানে বিদ্যমান, চিত্তাকর্ষক-
লৌকিকের নাটক বলিয়া বাংলায় প্রচলন করিয়াছিলাম।
তাহাতেও বিষয়ের ঘটনা সমাবেশ করিয়া নিবিড়ের প্রধান
জীবনের বলা যায়। সকল নাট্যকারই এই প্রকারের
উদ্ভাবিত নাটক বলা করিয়াছেন। লৌকিক নাটকের মধ্যেই
তাঁহার নাট্যকার দলের প্রধান বিশেষত্ব। নাট্যকার নিবিড়
তাঁহার জীবন বৈষ্ণবধর্মের দৌলতে ঘটনার ভরে।
বৈষ্ণবের ধর্মবিশ্বাসের তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য
উদ্ভব হয়, প্রাণ সংস্কার অনাসক্তির উদ্ভবের অনুকূল
হয়। এই সকল প্রতিদিন বৈষ্ণবের সঙ্গে সমাজের
ও সমন্বয়। বিশ্বাসের নিবিড়তার সাধনের অনুসরণ :—

১ শ্রীশ্রী বৈষ্ণবদের ও ভক্তিতত্ত্ব নিবন্ধ — শ্রীহেমচন্দ্র পাল
দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৯

" শিক্ষিকা। বিপ্লবীরা সবাই তো পলাতক, তাদের ক্ষেত্রে কী হবে?

ঈশ্বর। কেন? জাতীয়তা কেন?

শিক্ষক। তারা বিপ্লবীদের কাজ করছে। প্রতিনিধি তো তাদের হবে। সাধারণের ক্ষেত্রে সেটা খাটে না।

ঈশ্বর। তা হলে আমাকে সেখানে যেতে হবে বৈকি?

শিক্ষক। না প্রভু, জেলখানাদের হয়ত সব ক্ষেত্রে কেউ কেউ থাকবে।

ঈশ্বর। তাহলে। শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের বিপ্লবীরাও থাকতে হবে।

শিক্ষক। না প্রভু, তারা প্রত্যেকেরই নিজ পরিবার। নিজ সব আছে তাদের, সন্তান রয়েছে।

ঈশ্বর। কিন্তু তারা তো শেষ শিকার বই। তাদের জন্য দুঃখ জাতীয়তা কেন। নইলে কাজ করে যাবে। তাদের যদি দুঃখ করতে যাই? তাহলে কাজ দুঃখ যাবে। এই দুই দিকে সমান তালে চলতে হবে। কিন্তু তাদের দুঃখ যাবে বিপ্লবীদের জেলখানায় — এখানে জাতীয়তা সবার এখানে সমান।"

তবে কাব্য সিদ্ধির জন্য কবিতা সুন্দর করিবার এবং ঈশ্বর বা তাঁহার অভিপ্রায় লইয়া কৌতুক, ব্যঙ্গরসের উদ্দেশ্য নিয়ে হয়। শ্রী অমিতাভ চন্দ্র গুপ্তের কাব্যগ্রন্থ বিশিষ্টের ৫২ সংখ্যা পৃষ্ঠার পুস্তক 'নাম্নকরণ' যুগ বলিয়া অনেক প্রসঙ্গ করিয়াছেন। সেখানে ব্যঙ্গরসের অবতারণা। সাধারণের দুঃখকষ্টের প্রসঙ্গে করতে গিয়ে বিপ্লবীদের ৫২ সংখ্যার প্রসঙ্গে গঠনা ও আনন্দিত কামনা। তাঁদের ৫২ করা প্রবন্ধের সম্পাদক শ্রী সেখানে সন্দিগ্ধকুমার ঘোষ বলিয়াছেন :—

" বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইয়া অবশেষে একই সাগরে পরিণতি লাভ করে, তেমনি বিভিন্ন বিপ্লবী বিপ্লবের ধারা প্রবাহিত আন্দোলনের ঘটনা-ঘাতের পরাকাষ্ঠায় নিমজ্জিত হয়। কবি হয় লাভের তরঙ্গে ও ঘটনা-তুলির ৫২ সমূহ ঘটনা পরম্পরা দুরূহ সম্পর্কে হইয়াছে

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — শ্রী সেখানে কুমার ঘোষ - ২:

নাট্যকার ধর্মভাবনার সঙ্গে সংযোজিত। তাঁর এই ধর্মভাবনার পরিচয়ে—

"He touches many mode of graceful and tender sentiment in his poetic plays, rich and delicate fantasy in his musical dramas, philosophical meditation and devotional fervour in his religious plays."

ধর্মপ্রাণ বাঙালীর রসিক নাটকের মধ্যে ভক্তিরস স্থান খুঁজিয়া পাইল। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের 'রসতত্ত্ব' প্রচার করিয়া, ভক্তের সাধনা পালন করিয়া ভক্তিরসের ভিত্তি নির্মাণ করিলেন। রাধা-কৃষ্ণ, দুর্গা, তারাপীঠ, শক্তিসাধনা, কালীসাধনা, শিবের তপস্যা প্রভৃতি নাটকের এই নাটকগুলি প্রচারিত হইয়াছে।

এখন এর সমাজের অন্তরালে বিশেষ করিয়া ভক্তি রসের নাটকের আশ্রয়ে। সেকালে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রচার প্রধানী হইয়াছিল।

ধর্মের অন্তর্গত ইতিহাসের আদর্শ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ধর্মসংস্কারের বাঙালীর Universal religion হয়ে উঠিল। ধর্ম এক, সত্য সার্বজনীন ধর্ম, নানাত্ব বৈচিত্র্যের আচার, অনুষ্ঠানে বাহ্যিক সংস্কার। মূল সংস্কার অন্তরে ধর্ম রক্ষ। সুতরাং বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠা আবশ্যক জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল। বিশ্ব সমাজের সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠানের বাহ্যিক বিভিন্ন অন্তরে। হইলে সেখানে শোষণ, শোষক; ধর্মের প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু সমাজের বিশ্ব সমাজ — ভারতবর্ষের। হইল চৈতন্যের, বৈষ্ণবদিগের আবেদনের জন্য, বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণের নাম সর্বজনীন হয়, শাক্ত সম্প্রদায়ের জন্য আবশ্যক। ওলাবিবি-পীরের, তাঁহার পূজা না করিলে প্রজা সমাজের। শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবের সম্বন্ধে

১ Bengali drama, its origin & development —
P. Guha Thakurta pp 134

সম্পূর্ণ পৌত্তলিকতার হীন প্রভেদ, তাদের সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ইহাদের পক্ষে খ্রীষ্ট ধর্মের মোহক বাণীর মধ্য হইতে দূরীভূত হইয়াছে। যুক্তি মোহন ও অদ্বৈতবাদের মত ধর্মান্তর গ্রহণের দিক থেকে 'হরিদাস' পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষাক্ত বাণী মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। তাঁদের পূর্বপুরুষের অধ্যাত্ম বিশ্বাস উচ্চতে পরিত্যাগ করেন। তাঁদের জীবনের এক দুঃখ বিষাদের সান্ত্বনাস্থলে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর দেহ দিয়ে বাঙ্গালীর মধ্যে পূর্ব স্মৃতিস্মৃতির স্বরূপ জাগরণ বলিলেন:- "সমুদায় পুরাণ পুরুষ।"

পুরাতনের বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর ও বোধের সাহিত্যিকের হইয়া প্রথম স্বীকার করিলেন যে "essence of all religion is truth." কিন্তু সেই সাহিত্যিকের বঙ্গদেশের জন্য বিভিন্ন ধর্ম যে বিভিন্ন পদ্ধতি পুরাণিত সাধুত্বে- তাহাতে স্বীকার করে না। হিন্দুত্বের ভাবনাকে বাঙ্গালী হইল যেমন পূজার্চনার প্রয়োজন আবার মানবধর্মের যোগীর বাণীতে হইল সেইরূপ বাঙ্গালীর প্রয়োজন সর্বত্র ধর্মানুষ্ঠান ও যুক্তি এবং ধর্মের বিচার সহিত তত্ত্ব প্রেমভাবে করিত। এর জন্য স্বীকারকে বলেন - "যত মত তত পথ"। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন:-[১]

"He was a true Hindu, little touched by western influences holding the Vedanta philosophy, ready to worship any Hindu idol and prepared to defend any Hindu belief or practice against all comers, yet also convinced that all religions are true and that no man should leave the faith into which he has been born."

১ Religious movements in India - J. N. Farquhar
pp 51.

শাস্ত্র-অধিকারে। দুরারী অধীনস্থ কর্মচারীদের দীপক প্রেক্ষাগৃহের উপরিভাগে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ আসনে। তিনি জনগণের উপাসনা—অভিলাষের সার্থক সম্বোধনের জন্য নয়ে নিজে জনগণের স্বার্থে তিনি যেন প্রতিনিধি সত্যকারের প্রত্যক্ষ অভিলাষীদের তাঁর সাহচর্যের উপযোগিতা নাই। সত্যকার যেজন মাত্র পালনের অধিকারে তাই তিনিও শেষজন জনগণের ভয়ে মাত্র, ভয়ের অবলম্বনে প্রবল অভিলাষী। শ্রীরামপুরের প্রেরণাতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রী অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত লিখিয়াছেন :— "পূবের চেয়ে আলো বড়, আলোর চেয়ে বাতাস বড়, বাতাসের চেয়ে আকাশ বড়, আকাশের চেয়ে মহাশূন্য বড়। মহাশূন্যের প্রেম সব শ্রেষ্ঠ বড়।"[১]

অন্ধকারের ভূমিকাটির পর বিশ্বাসের যে আলো নাটক কাহিনীর ভাবের প্রতি সত্য সত্য অভিলাষীর প্রেমতত্ত্বই দূর। এই ইহাদের জন্য বিশেষ অভিলাষ বিশ্বাসের, ভয় প্রেমিকের, জন্ম ও নারীদেরই সেই বাসনোপযোগী ভূমিকার প্রেম সাধ্যের ভয়ের বড় স্বরূপ।

বিশ্বাসের নাটকের- অন্যান্য নাট্যকার ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে নাটক আরম্ভ দান অভিলাষীর। পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত বিশ্বাসের নাটকের পূর্ণ নাটকীয় অভিলাষ দান করে সার্থক হয়েছে। ইহার প্রধান আকর্ষণ অভিনয়ের প্রকৃতিগত আকর্ষণের প্রেক্ষাগৃহ সৃষ্টির ও নাট্যকার বিশ্বাসের মূল উদ্দেশ্য নয়ে। নাটকের বিশ্বাসের চরিত্রে যে জ্ঞান বিশ্বাসের অভিনয়ের উপযোগী অভিনেতাদের বিশেষ। অন্যান্য নাটকের জন্য ভয়ের শ্রীরামপুরের অনুসরণে যে হাস্য ব্যঙ্গের অবতারণা সেই সাধারণ শ্রেষ্ঠ সংলাপের চরিত্র অভিনয় বিশ্বাসের নাটক গড়ার কারণ এবং তাঁহার এত অনুকরণের মূল নাট্যকারের যে ইহার অন্তর্গত সুষ্ঠু গতি আনয়ন সার্থকতার ইতিহাস সমাধানের বিশেষ তাহার নাটকের নাট্যের মাধ্যমে অভিনয় প্রকাশ করিয়াছেন।

১ পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ - অচিন্ত্যকুমার সেন ২:২৮

গুরু কৃপায় যে সংস্কৃত বিধি পাঠ করিয়াছিলেন তাহার ফলে তাহার অন্তর জ্ঞান লাভ করিয়া পবিত্র হইয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা সংস্কৃত বিদ্বান চক্রবর্তী শ্রী হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন :—১

" যুগাচার্য বলিয়াছেন সেই সময়ে কিন্তু জীবন গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে গুরুর গুরু গোপাল লীলার গুরুত্ব প্রচার করিয়াছেন :—'যত গুরু গোপাল'। যিনি গোপী, তিনি শিষ্য, তিনিই কৃষ্ণ হইলেন। সকল যেমন গোপের হইয়া (গোপী, গাভী, শিশু, কৃষ্ণ, হরি, গোপী) যেমন রাখালের হইয়া (গোপাল, বিদ্যাবাহক, সুবল, শ্রীদাম) এই শ্লোকের জ্ঞান করিয়া যে উপাসনা করে তাহার উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমে দুর্বোধ্য দিয়া বলিলেন যেমন গোপ, সুবলাদির চারিটি ভাব আছে, এক ভাবে বিশ্বস্ত, এক ভাবে সুবল মন, সখার ভাবে সখার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিল। এক ভাবেও যেমন ভাবাবস্থা বিশ্বাসের বলিয়াছেন, সেইরূপ আচিতা সখা যে যাহার বল, যে গোপের সঙ্গে তিনি আলোচনা প্রকাশিত করিয়া থাকেন, এই শ্লোকের বিশেষ জ্ঞান করিয়া যে সমস্ত করিতে তাহার পরিত্রাণ পাইবে।" এই জন্য গুরু তত্ত্বজ্ঞানী পরিণত বয়স্ক শ্রীপাদ খুব দিয়াই বিষ্ণুপাদ, যথাক্রমে তাহা ৩ লীলায় প্রচার করিলেন।

বিষ্ণুপাদ পাদে প্রেমতত্ত্ব প্রতীত এক পারিলী চরিত্র সঞ্চিত রহিয়াছে। এবং তাঁহার খুব দীপ্ত লীলা তত্ত্ব ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। এই চরিত্রের মূল তত্ত্বের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লেখক একটি তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন :— 2 " এক পারিলী আত্মাকে নিজে কেন কেন চাইত, অবস্থাংশ লীলা প্রতি তাহার অধিক ছিল অনুভব লীলা। একদিন শ্রীপাদ লোকদের তাহার গিয়ে-অনুভব। বলিলেন। পারিলী বাহির হইল পুষ্প চরিত্র " সাবাস্ কেন বলিলেন। পারিলী বাহির হইল পুষ্প চরিত্র " সাবাস্ কেন বলিলেন তেমন? শ্রীপাদ লোকদের প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণলীলায়

১ বৈষ্ণব পরিচয় — শ্রী হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত পৃঃ ৩৪২-৪৩

2 " " " " " ১৩৪-৩৫

অন্তরঙ্গলোকে উপস্থিত। তাঁদের বাসনীকে জিজ্ঞাসা করলেন— তোর কি চাই? বাসনী বলল — সবকিছু অঙ্কুর হোক। অন্তর্যামী বললেন — তথাস্তু। সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। — "বাসনার ভোগ কামনা বাসনাই মুক্তি দান, তুমি দাও, বাসনাই তোমার সার, বাসনাই আমার ভগবান হোক, অর্থাৎ তোমাকেই চিন্তা করে। আমাকে চিন্তা করে আমিই তা কি দিলাম কি পাবে।"

এই বাসনীর মুখেই 'বিষ্ণুপুরাণ' নামে 'বিষ্ণুপুরাণ' গ্রন্থ উল্লেখ। সর্বশেষ অবশ্য বীর হাম্বীর বলেছেন :— "চিত্তরঞ্জনি বহু প্রলোভেশী
উলঙ্গিনী ধনী
তথাস্তু বলে ভব আনাইয়া
শালোপাল নাম তথা
বহু ধরে বাঁশী
বৃন্দাবনী বিজয়ে লে জন
বহু রঙ্গে কুঞ্জে।
নিশাম্বুর গভীরুপ শিরে
নৃত্যকরে তথায় বলি সাধে।

বহু বার বাসনী প্রেমের মূর্তিতা-
লে গলেতে নিয়ে নদী তরিমা,
প্রেমে ঢলে উলঙ্গিনী গলে
জৌন তথায় বেণুধর বংশী বলে"।
[১৯৩৫ : ৪৫৮ গ]

অন্যত্র আবার বাসনীকে বলিয়াছেন :—

প্রভাসের মুখে স্মৃতি-
বিস্মৃতি গতি
যেহে শত যেহে ও চরণে
বহু প্রভাতে।

১ বলেছেন শ্রীশ্রীগোপালচন্দ্র - অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত
পৃঃ ৫৩

নাহি তার জলের গর্জন
নাহি হিল্লোল-কল্লোল
স্থির - স্থির অনুপম
নাহি নাহি কুলকূল তার
তরঙ্গের বিকারহীন।" [গীতা: ৪র্থ: গ]

এ স্থলে গীতার কর্মনিষ্ঠার মূল সূত্র। তাই ছন্দ হচ্ছে সুস্থির আত্মিক প্রকাশ অভিব্যক্তি। গীতার মতে:— যিনি প্রজ্ঞার সুস্থির ও প্রশান্ত, কৃষ্ণ ও শিবশক্তি, কৃষ্ণ যেমন স্বয়ং তাই যিনি শিব বা আত্মশক্তির — তার কৃষ্ণকে অবলম্বন করে শান্তিময়ী মানব প্রকৃতি — ধর্ম, চরিত্রতা বা স্থিতি?

কিন্তু এ নাটকে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্ব নেই বা সম্পূর্ণ নেই, নেই বাস্তবতা নেই- নেই বা অসম্পূর্ণ আত্মিক- তথাপি এরকম করে এর গুরু মতই ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্র বসু লিখেছেন:— "বাস্তবতার পরিবর্তে গুরু নাটকের সূচনা- অভিনয়ে, পরিণতি ভাবের প্রেমে; ইহার নাম নাটকীয়; নাটকের নাটকীয়।" তাই তো চিন্তামণি বলেছে — "যে প্রেম জানে, প্রেমে মরণ হয় যার, সংসার তার অন্ধকার, অন্ধকারেই যায়।" [৩য় অ: ২য় গ] কিন্তু নাটকে তাহাকে তার বলিলেন। বৈষ্ণবতত্ত্বের বাহির স্থূলের প্রেম হয় যাবে:— নাটকের সমাপ্তিতে চিন্তামণিকে কবি বিল্বমঙ্গল বলেছে:— "এসি তুমি? প্রেম শিক্ষালাভ? বিল্বমঙ্গলের জন্মান্তর হল এখন। (প্রস্থান)"

স্ত্রীকন্যাহীন এবং পত্নী অবস্থায়- পুনরায় এখন এ সত্য সাধনাতেই বিলীন। তার বিবরণ আজীবন সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:— "সেই খুব্যেতরের মনী অনাসক্ত আকাশের অন্তর্মুখী বিরহের সাক্ষর তাঁহার সমস্ত সাধনার দিন- স্বপ্নই শত শত হয়েছে প্রাণের কল্পনা।"

১ সাহিত্য তত্ত্ব - শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত পৃ: ১৪৫

২ সাহিত্যতত্ত্ব - সৌরীন্দ্র নাথ বসু পৃ: ৩০

৩ বিশ্বভারতীর যুগে বাংলা সাহিত্য - রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা পৃ: ৩২৮

তিনি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন :— "পরম হংস দেবের আলোকময় জীবন ও লীলা এ নাটকের বিষয়। তাঁর সিদ্ধি ইহার ফল নহে, উপলক্ষ্য মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ সম্মত নহি। নাট্যের পরিণতি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন :— "আমার জীবন এমন উচ্চ নাটক; আমি নাট করি নাই।"

পাশ্চাত্যের নারী প্রভাব উদ্দেশ্যে এ নাটক রচিত হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রেরণাতেই নাটকীয়তা চরিত্র সৃষ্টিতে আমাদের সেকালের বিদেশ আলোচনা সম্পূর্ণ বর্জিত নাই। নাটকের প্রারম্ভে বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণিকে আশ্রয় করে আলোচনার যে চিত্র নাই নাটকের সেখানে নাট্যগুণের সৃষ্টি সার্থক হয়েছে। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের আত্মগত 'কৈফিয়ৎ' এর এবং সমস্ত চরিত্রগুলির আচরণে বর্ণিত হয়েছে। আসল প্রচারিত হয়েছে কিন্তু নাটকীয় বাস্তবতা হয়েছে স্থানশূন্য নাট্যের চালিত-পুতুলি। ঐ প্রসঙ্গে সমালোচক শ্রী- সনৎকুমার গুপ্তের মন্তব্য[2] :— "বিবেকের কোন জীবনের নাটকগুলি প্রকাশ জীবনের নাটকগুলির মত- ফুলে উঠেনি নয়। সমাজের কাহিনীর অনুভূতি বর্জিত হয়েছে। নাট্যগুণের অভাব আত্মানুভূতির সার বাহনমাত্র।"

আগমনী চরিত্রের মধ্যে বিবেকের পূর্ববর্তী জীবনের সম্পর্কগুলির উদ্দেশ্যে নাটক রচনার প্রতিত হয়েছে। যদুর বাবা বা সন্ন্যাসীর নাম আগমনীও দেবতার বিষয়ক হয়। ভক্তির বিকাশের হয়েছে আগমনী চরিত্র আমাদের আর বিবেকের উদ্দেশ্যে সার্থক হইলেও নাটকীয় বাস্তবতার স্থানশূন্য অভাবের বহন আছে।

বিবেকের দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্রের নাটক 'বলা' ও হয়। উদ্দেশ্যের চরম অভিব্যক্তি। নাটকীয় এর অন্য

---

১ বিবেকানন্দ যুগে বাংলা সাহিত্য — হরপ্রসাদ চন্দ্র বিরচিত পৃ: ২৭৬

২ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস — শ্রী সনৎকুমার গুপ্তকর্তৃক পৃ: ৩২৮

ভাব ও আদর্শের দিক হইতে এবং নাটকের সেক্সপীয়রের প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহার বিষয়ে নিম্নের বিবরণ দেয়:— "নাটকে আরম্ভের আর সেক্সপীয়রের কিছু অবশ্য আদিরসের সেবাদাসী নহে। তিনি প্রথম হতে উচ্চকণ্ঠে নাটকের মূলসত্য ঘোষণার এক একটির অবতারণা দিয়ে; আমি অনেক নাটক চরিত্র গুলি—— তাদের ঘটনা সংস্থান প্রভৃতির চিত্রের। পূর্ব দিয়েছি নাটক উদ্ভব।" বিশেষতঃ এক উক্তি প্রসঙ্গে 'জনা' নাটকের দৃশ্যকাব্য আবেদন প্রচারের জন্য নারীর নীলাম্বরের সৃষ্টি ও প্রতীকের কথা। অবশ্য জনা চরিত্র আচরণ প্রকাশের সৃষ্টি হইলেও নাটক আবেদন জীবনের ও নাট্য জানের উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য নাটক- নাটিকা- আবেদন জন্য বিদূষক চরিত্রই অধিকতর মূল্য ও প্রধানতঃ হইয়াছে। জনার বিদূষক চরিত্র ভূমিকাতে বলিয়াছেন:— "বিদ্যাধর (২য়) বক্তা। তাতে শ্রবণে, মুখ্যত অবধ অবস্থাচক্র যিনি পূর্বকৃষ্ণ নারায়ণ তাঁর আবেদন, সেও- সেই বাঁধিত হ'ল। কিন্তু সুমনের কোন লক্ষ্য নাই বিষয়, সম্মুখের আর বিষয়, অন্যান্য—— তার সেই মহত্ত্বের নাই।"

এই মূলসূত্র বিদ্যাধর জনার বিদূষক চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। বিদূষক বলিয়াছে:—

" [illegible] মুক্তি পাব নীরে,
[illegible] এ বিদ্যার বলে সেই দূরে
এ ভব সাগর সেখানে সমান হব।"

অন্য—— একস্থানে বিদূষককে বলিয়াছেন:— "কোথা তাহার জন্য [illegible], তোমার সাধনার ধন কিছু-ভাবনা?" বিদূষকের গভীর বেদনাতে সাড়া দিয়া বিদ্যাধরী স্বর বলিল— "ওই যে তোমার বিলাস পাত্র বিদ্যাধর হবে হবে অনুমান— এখনো নাহি জনম তার যায়, সময়ের উদয় হ'লেই— তোমার বেদনা হবে।" [১ম অঙ্ক পৃঃ]

ব্রাহ্মণী বলিয়াছে:— "উনি কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম মুখে আনেননা, তত শেষী অভিনয় নাটক যেন ধ্যানেরই বিদ্যাতেও

১ নিবন্ধাবলী — ৺ শৈলেন্দ্রনাথ পাল পৃঃ ২৮
২ নির্বাচিত প্রবন্ধ - শ্রীরবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ২২০

[illegible] আর তিনি হবেন দেখা পাবেন।
বিদূষক। আর যেন যে তোর ধ্যান দেখ। ও নামের
ঠাকুর জানলিনে।
ক্রান্তী। তা তোমার যদি, কুন্তি তো স্থানের ওনাকেরা
বিদূষক। আর মাতৃজাতি ভাবে ভোলোছি নইরে, তোর জন্যে সেই
সেই যেদিন ক্রান্তন তোরদের জন্য শ্রোত্রিয় কুলে পাবনি,
আমার যেন দিলিনি — আর্থি জনের যেমে ভেবেছিনুম —
দুখ্যান হবি, এতদার যেখানাত, বাজনীর হবের ঘাড়ু
যেমন সেই অর্থি, আমার গা ছমছমানি এতদিনের
তোর, দাসনি।" [ভগ্ন অ: সমগ্র:]

বাস্তবতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী শিল্পীর পক্ষে দুইজন চরিত্র সৃষ্টিতে সংলাপ — গড়ে। দুইজন বিদূষক চরিত্র অন্তরীক্ষ পাত্র — সংলাপ তাদের। দুইজন বিদূষক চরিত্র সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন :— "ইহারা সুতরাং গ্রাম্য গ্রাম্য কথা বলে, বস্তুতঃ ইহারা মূর্খ এবং নির্বোধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ ইহারা সূক্ষ্ম বুদ্ধিশালী ও সমুদ্রদৃষ্টি প্রবণ, এবং ইহাদের তরল রসিকতার কথা অন্তরালে সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ঝঞ্ঝাবাত লুক্কায়িত রহিয়াছে। — — — শিল্পের চক্ষুতে চরিত্রের সার এবং প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে বলিয়া আভিজাত্য ইহাদের নাই।"
সমালোচনা

সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্র বাংলা চরিত্রের ছায়া নয়। কিন্তু এইসব বিদূষক পরম নীলমণির চরিত্রের ছায়া নয়। তবু আমরা সংস্কৃত প্রবাদ সম্পর্কে এর ভালো বলতে পারি যে, শিল্পের উদ্দেশ্য নাট্যজীবন সংস্কৃত জীবনের আদর্শ। বিশেষতঃ সেকালীয়ের প্রতিচ্ছবি সেইজন্য বেশ বেশ প্রতিফলন স্বীকৃতি পাবে। সেইজন্য বেশ বেশ অনুমান করা যে, বিদূষক চরিত্র যিনি শ্রেণী সেকালের সুখদুঃখের চরিত্র আর তার সংলাপের সমকালের পরিচয়ের চরিত্র। কিন্তু সংলাপের চরিত্র হাস্যরসের অন্তরালের আবার অতীত সিদ্ধান্তে পড়ব। কিন্তু 'কুন্তল' বিদূষকের কথা নাট্য সূত্রের। গাঁত বেশ্যাত্ত স্বাক্ষর তা বলে প্রাপ্ত হয় নাই। নাট্য কাহিনীর পরিণতিতে তাদের বিশেষ কোনো সংযুক্ত নাই। সুতরাং 'কুন্তল' বিদূষক চরিত্র নাট্যকারের বিশেষ সৃষ্টি নাটকের পূর্বের প্রসূত নয়।

১ বাংলা নাটকের ইতিহাস - শ্রী অবিনাশ কুমার দেব
পৃঃ ৮৪৫

'জনার' প্রতিবিম্বের পূর্ণ রূপ দীর্ঘকালের যে অন্তরায় হয়ে জীবন হয়েছিল বিদূষকের। মুনী অবিশ্য স্বীকার যে মুনতার পত্র হাস্য সুশোভিত হতো। তাঁর গ্রন্থের মূল্য ও চরিত্র সৃজনে অবিনশ্বর বাংলার সুধীজনের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপাদান।

এই নাটকের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক —

আদ্যা শক্তি।

সুরেন্দ্রনাথ, যার বিশ্লেষণে আদ্যাশক্তি দেবী রূপে দীপ্তিতে স্বইচ্ছায় তাঁর জননী চরিত্রের মাধ্যমে দেশ প্রেম ও নারী মুক্তির প্রকৃত নিরক্ষ ঘোষণা করেছেন :—

" নিরক্ষর চন্দ্রের আদর্শচরিত্র প্রত্যক্ষ আদর্শ বিদ্রোহিনী তাঁর নই অবিনশ্বরী। এবং আদর্শ স্বরূপ বিশেষ আদর্শচরিত্র প্রতিষ্ঠা — যেখানে তাঁহার 'জনা' বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। 'জনা' আর প্রাণের স্বরূপ নারীকে নারীত্বে সমাদরিত করিয়া যে মহা অন্তরালে শেষে প্রদর্শন করেন — সেই মহা, বিশ্বের আদর্শ মাতৃমূর্তি — বলদর্পিণী, অশঙ্কচারিণী।"

এই মাতৃমূর্তি কেবল নিরক্ষর নই অবিনশ্বরী নয়, ধীর স্থির নয়, স্বীয় বাহুবলে নরহত্যা সে দেশের আত্মা বাণী বাংলার প্রতিষ্ঠিত। জননী মূর্তি, জেলাজননী ও ভয়হারিণী। 'জন্মের অন্তিমে' নাটকে নিরক্ষ বলিয়াছেন :—

" মা — তা'লে জননীর
দিব্য মুখে যাই সখী হাসি" [উ. অ. ৪র্থ অ.]

তাঁর আবার সুপ্রিয়কে এইরূপ বলিয়াছেন :—

" এলোছি যে সুপ্রিয়কে ধীর ক্ষুদ্র হয়ে ?
দুষ্ট কংস যবে জেল ধীর
আমার তখন সকলের আশঙ্কা সর্বদা
কিন্তু তোর মন স্বামি দ্বারে অধীন জ্ঞান
কোথায় এমন অনুমান
অবলার কিছু দেখা পায় ?
আর ধীর মতি, নাতি ভীতি বহিছে তোমার ?"
[অ. অ. ২য়. গ.]

নিরক্ষর — / সেন্দু নাথ গুহ পৃ: ৫৭

দুর্যোধন আবার মন্ত্রীকে অন্যায়ের জন্য তিরস্কার করিয়া বলিলেন :—

" অমাত্য কি মন্ত্রী — এত ভয় ?
রণ ভীরু না হ'লে কি এড়াবে শাসন ?
উচ্চ ধ্বজ লাভি নাই গৌরব ভাজন।" [১ম অং. ৩য় দৃ]

ইহার ক্ষুব্ধতার দর্শনে ভীত আত্মা কোথায় অচৈতন্য হইলেন না। পরন্তু তেজ বাঁধিয়া বলিলেন :—

" অরণ্যে কলোল শুধু বেজে মরে।
স্তব্ধ স্তম্ভীত অনল —
প্রতিধ্বনি করে বুকে।
সুপ্ত হস্তীর কীর্তি ঘোষে
অবিরাম নহে কোলাহল।" [৩য় অং. ৪র্থ দৃ]

এই দৃশ্য কি, বিশ্বাসের আদর্শের চরিত্রের জয়ী নহে। বেদনার বরমাল্যের ইন্দুর দর্পণী জয়মাল্য মূর্তি।

'করমেতি বাই' নাটকের ৭ম দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান প্রসঙ্গে। চণ্ডীদাস, শ্রীরাধিকা ন্যায় করমেতি বাই, কলঙ্কিনী, উন্মাদিনী বাই — প্রথমে নগরের লোকের দেখিয়া ক্ষুব্ধ হয় — " কই, কেন কলঙ্কিনী বাই

কোথা ছিল দিয়া করমেতি বাইকে
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

সমাজের উপরিত আক্রোশের পর করমেতি বলিলেন :
" কই কেন গেল ? — কেন গেল ? আমি তোমার কথা শুনে। তোমার নাম কি ? আমার — কেন নাম ! আমি শ্যামকে খুঁজি — আমি শ্যামকে খুঁজি।" [২য় অং. ১ম দৃ]

এখানে আবার শ্রীরাধিকার " বাঁশীতে কুলিয়ে নাম আকুলিল প্রেমের পাথার বাঁধ ভাঙ্গে।"

করমেতির কৃষ্ণপ্রেম আমাদের মনে কৃষ্ণপ্রেমের মাহাত্ম্য চিরাং ধারণ করিল। মীরাবাঈয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। করমেতি বাঈয়ের চরিত্র কেবল কৃষ্ণ ও সংগীত নয়। তিনি নারীর ধর্মের সম্মানে মুগ্ধ হোন। নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান পর্যায়ের অধিকার আছে। পুরুষ নারীকে

নাটকের চরিত্র সৃষ্টি। অভিজ্ঞান শকুন্তলা চরিত্র গৌরবের কবি কালিদাস শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী চরিত্রের মধ্যে অভিজ্ঞান দেখেছেন মহিমা শকুন্তলা। কবি কালিদাস শিল্পীমনের মধুর স্বাভাবিক নারী চরিত্র নয়। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রের আলঙ্কারিক আলোচনা শাস্ত্রত শ্যাম বিরহিণী নারীর অলৌকিক মূর্তি।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে বিশেষ পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। ঐর সম্পর্কে রসিকগণের এ উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়:— "এই যে রতির মধ্যে internal dramatic action যা সাধারণ স্থূলভাবে বাইরে প্রকাশ পায় সেই internal action এটাই সেখানে best literary arts." এই একটি চরিত্র নয় বিশেষ প্রতিভার পূর্ণ ভাবেতি চরিত্রই এ নাটকের মুখ্য বিষয়। কাব্য প্রধান নাট্যের নায়িকা অপেক্ষা নায়ক চরিত্র। কালিদাস নায়ক চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্যই ও অন্যান্য হয়েছে নাটকীয় উপাদান অন্যত্র ছিলনা।

কালিদাস শকুন্তলার সর্বাধিক পরিচয় রয়েছে 'নারীরূপ' নাটকে। তিনি দর্শনের 'নারী' ও 'নারীরূপ' শব্দের চরিত্র। দুই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞান শকুন্তলা নারীর রূপে ধরার জন্য কবির জন্য আগমন। শিল্পিরা শ্রীকৃষ্ণের জন্যই কবিদের কাব্য সৃষ্টি। ভরতমুনির কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলে কালিদাস এ সত্য স্বীকার করেন। দুষ্মন্তের ভিন্ন ভিন্ন কালে উপলব্ধি বিভিন্ন উক্তি সত্য প্রকাশ করেছেই নারীরূপ চরিত্রের সৃষ্টি।

অ. সা. অনুসারে নারীরূপের পরিচয়:— "আমি শুনেছি চাঁদের, সাঁতারও চাঁদের,

---

১ শিল্পিরূপ চক্ষু ও নাট্য অভিজ্ঞ - কৃষ্ণচন্দ্র সেন পৃ: ৬০

বাক্যের অতীত চাইনি, সাধুতারও চাইনি, স্ত্রীর ভক্ত চাইনে, পুঁথি-পড়াও চাইনি, ৩ কর জানিনে। আমি ৩ পুত্র নিজে — ছুঁচ নীচ ছাড়া আছি। ছুঁচ ছাড়া ছুঁচালো সূচের মতো সাধী। ৩ যা হবার হোক, অনাসক্তির ঝরণাতলে; ঝরিতেছে।" [২৬. ক: ৩৬. গ:]

অর্থাৎ রামকৃষ্ণের নীচে নরীনাম পাঠ্যাভ্যাস। তাই সুন্দরভাবে বলেছিলেন — "লোকের যে, সাধনা দেখে সাধিব দেখেছি যে নরীনাম তাদের মতো আসল না হয়, সাধনাতে স্বভাব নাশে- নীচে নীচ আসল। যেন সাধনা দূরের জন্যে, যেন সাধনা ক্ষেত্রের জন্যে, যেন সাধনা ক্ষেত্রে সাধুদের জন্যে, যেন সাধনা যেন সাধনা প্রভুর জন্যে না করে যেন সাধনাই সাধনা।" [২৬. ক: ৩৬. গ:]

এই, যে স্মৃতি কথা 'সাধনা'র সাধনার উক্তি এত স্বীকৃত নিঃসৃত। এজন্যে রাজে নিজেকে ব্যক্তি ভক্তের। সাধিত যেন নিজেই তাঁর সাধক নাই, যে নিজেকে, প্রশ্ন সাধক।

সমাধানে নরীনাথের জিজ্ঞাসা

জিজ্ঞাসা:— "নরীনাথ, তোমার কি সংসার ইচ্ছে নাই? নরীনাথ। চাই বাবা। তবে এমন বিবাহ সংসার দেখিয়ে দাও নাই না নাই তবু সাধন চাই। সব ছাড়া, সব ছাড়া সুখদায়ী, ছুঁড়ি ছুঁড়ে ছাই হোক। লোকদের যেমন যাও তোমার, কাজ কর্তি, সব নরীনাথ তোমার, তার কাছে লোকে বাবা, সব কাজ কর। তার কাছে লোকে বাবা। লোকে বড় বড় কাজ। ও ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। বড় বড় সংসার ভাবা, বড় বড় সংসার ভাবা। এমন বিবাহের মতো বড় বড় সংসার দেখিয়ে বড় সংসার ভাবা তোমার।" [২৬. ক: ৪৩ গ:]

এও সেই অধ্যাত্মের কথামৃত। জার্মানী বিজ্ঞান ভাবনার। অনুযায়ী লক্ষ্মীনারায়ণকে উদ্দেশ্য করেছিলেন:— ভাব সাধনাই সাধনা। সাধনার জন্য ভাব বিবাহ করাতে নেই, বিবাহ সাধনাই প্রতিবন্ধক হয়। ছুঁড়লে ওর হোলো প্রমাণ — যে' কিছু পাবার আছে, সে কিছু আসবার পাবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন জার্মানী জাতিকে

১ পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পৃ: ২৭

মাস্টারমশাই সাধারণত লাভ হয়না হত, তিনি দুই লাভ-
ক্ষতি আর লাভ "ক্ষতি লাভ, লাভ ক্ষতি" বলার জন্য করতেন
হত, ক্ষতি শব্দটি করতেন না।

গীতার অনেক বিভিন্ন একের উপদেশ
সহজ করার জন্য তাঁহার শ্লোকের নীচে একটি সুন্দর কাহিনী।
কাহিনীর শ্লোক অনেক সুন্দর করেছে যদুনাথ চিত্রকর করে
তোলে হত, তাঁহার শ্লোক নিম্নে হইল ক্ষতি লাভের জন্য। এ
সম্বন্ধে তাঁহার সাহায্য জীবনচরিত লিখিয়াছেন:— শ্রীচৈতন্য
লাভ ক্ষতি একের ক্ষতি ক্ষতি নিয়ে গঙ্গাতীরে বসিয়া
গাইতে, কান কান শুনিল তেমন তেমন জেলেই পড়ি
জেলেটির জেলি দাদা — ক্ষতি না লাভ, লাভ না ক্ষতি।
বিচার করিতে করিতে উদ্দেশ হাল লাভের আশা দুইই তুল্য মূল্য।
দুই সমান অসার। লাভ ক্ষতি দুইই দুঃখ জেলেরা
গাইল। নিঃশেষ নির্মুক্ত হয়ে গেল।" এই সাহিত্য-সংগীত
অমৃত সংগীত। সুমধুর কিন্তু সাধারণ বলিয়াছে:—
যে জেলের জেলে লাভ, লাভের বিচার জেলেই লাভ
যে লাভের বিচার বিচার, হয়ত ক্ষতি জেলেই ক্ষতি।
" " " " যে যতটুকু লাভের বিচার তেমন
যে ততটুকু ক্ষতির বিচার।" [ভ.গ. ২.৭:] বিভিন্ন বিচার
জীবনের ঘটনার সমন্বয়ে বহুবার বিচারিলেন। কিন্তু
বুঝিলেন না যে তাঁহার সার জেলে আত্ম কর্তৃক বাঁচিলেন
না। বুঝিলেন না যে তিনি বিশ্ব তাঁহার ঘটা বিচারক।
বিভিন্ন বাহিলেন এমন দুর্বিনন্দ জেলে করিয়েন। তাই বাহিলেন
বলে:— হরিনাম তারিলে না সঙ্গে উচ্চারণ, জেলের মত
হবে 'আত্ম আগমন নাই যে তারিলে বিচার করি তারিলে।"
[২.গ.: ৩৭]
শ্রীচৈতন্য বিভিন্ন চক্ষু খুলে, বলিতেন:— "কৃষ্ণনাম সংগীতে
যদি আনন্দ না জেগেছে অশ্রু যেতে পারিলুম না।"
কৃষ্ণদাস দেব বলিতেন:— ঈশ্বরানন্দ জেলে জেলে
না বিচারানন্দ, জেলে না চমৎকারানন্দ।"
হয় লক্ষ্মী লাভেতে বিভিন্নচক্ষু এই সত্যই প্রকাশ করিলেন:—
"তোমার চক্ষে আলোকের সাধনা না জেগে নীচ সাধনে ভ
আকাশে হাতেতে সংকীর্তন বুঝাতে জীবনের সার হয় ছুটিছে
আলো" [জয়লক্ষ্মী ৩.গ.: ২৯.গ.]

১ পরম পুরুষ শ্রীশ্রীবাবাজী - শ্রী গজেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত
পৃ: ৫৯-৬০

২ বিভিন্নচক্ষু - " যোগেন্দ্রনাথ বসু পৃ: ১৩

৩ পরমপুরুষ শ্রীশ্রীবাবাজী - শ্রী সাধন কুমার সেন
পৃ: ৬১

শ্রীরামকৃষ্ণের পরিবেশনে ধৃত শ্রীরাম কীর্তনের পরিচয় জানালাম। এই পরিবেশনে দ্বারাই শক্তিশালী পরমহংস সাধনায় উত্তরে নিমগ্নকে পরমপদ স্বীয় উদার ধারণ। তাঁর শ্রীরাম চিত্রণের বলেছেন — "দয়া নিয়ে? তা, তাই হবে, তবে হবি? তা, তাই হবে, তবে হবি? তবে যেখানে যেখানে যেখানে, হবিতন যেখানে যেতে হবি তাই সাথে সাথে যেতে নিতে।" [তথ্য সং: ৪৮ সং:]

শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তির 'সাক্ষাৎ' নিবাসনীকে বলেছিলেন:- 'মা তোর যেতন হবে।' সিদ্ধিলাভ নিয়ে তাঁর সহধর্মিণীকে বলেছেন:- "তোমাদের উদ্দেশ্য জানতে ত্যাগী সন্ন্যাসীর যেত সাধনা, এখানে পাবার এক লোটা গঙ্গাজল যোগাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ এই পরিবেশনার শক্তি পাবার। শেষ দৃশ্যে দৃশ্যপটে সাক্ষাৎকার শ্রীরাম বলেছেন:- "কোন্ তোমার সাধনাতে বল কোন্ — কুমারে প্রেমধর্ম — যে বীরের বীর তার প্রেম ধর্ম — কাঠরামার ঘরে প্রেম কুলাবে, যত পার বিলাও। লাও, লাও সন্তানে প্রেমদাও, তাও সাধনের কেন্দ্র কুরুক্ষেত্রে চলেছে।" [তথ্য সং: ৩৮ সং:]

এখানে কিন্তু কীর্তন ভাবনার স্বরূপে সাধনসমাহিত। উপরন্তু জনগণের মধ্যে মধ্যে গুরু বলেছেন:-

" বলে উলুখুলুর
সেই প্রেমের বিলোবে"।

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র পরিকল্পনার উপলব্ধি শৈলেন্দ্র নাট্যকার হয়েছে। আলোচিত ঘটনার সমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন চরিত্র হইতে গুরু উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছেন। আলোচিত সমন্বয়ের জন্য বিবেকানন্দের সেবাধর্মের ভাব পুনরাবৃত্তি হইলেও সন্ন্যাসীদের মুক্তিপথ তাঁদের ছিল। কালের সময়ে স্বাভাবিক বিকাশ

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও ভারতের বিবেকানন্দ - শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার
পৃ: ৩০

বিশ্বাস কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দ বৈভবেই গাঢ় হয়, বিদ্বেষ জাগে এই জাতি প্রেমকেই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন শ্রীচৈতন্যের স্থান স্বাভাবিকভাবে দান করেছেন। এই জন্য শ্রীচৈতন্য চরিত্র সৃষ্টিতে লক্ষ্য করার পূর্বাচার্যদের সাধারণ ধারা ধরতে পারেন নাই। ভক্তিরসের আলোচনা, আনন্দ চরিত্র দেখতে পরিবেশিত হইয়াছে।

কবিকর্ণপুর পরম ভাগবতের সাধন জীবন সম্বন্ধীয় আলোচনা করিয়াছি যে তিনি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন পদ্ধতির, বৈষ্ণবধর্মের, ইসলামিক পদ্ধতিতে ইসলামের সাধন ও খ্রীষ্টীয় পদ্ধতিতে খ্রীষ্টীয় সাধনা করেন। 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকে কবিকর্ণপুরের সেই সর্বধর্মের সমন্বয় সূচক তথ্যের সর্বাধিক প্রচার করা হইয়াছে। চৈতন্যমণি বলিয়াছে:— "যে: কৃষ্ণ বৈষ্ণব আর আল্লাহ মোহাম্মদ করিল:—

এক বিষ্ণু বহু নামে ডাকে এক জনে
যথা রাম, শিবতারা, শুনিবার মনি
কেবল সলিল, সেইমত সাধু সত
ইশ্বর, যিহোবা, বিভু নামে নানা স্থানে
নানা জনে ডাকে সনাতন। তেমতিন
সাধকের নিকট, তেমনি ভক্ত দূত
বহু নাম — প্রতি নামে সর্ব শক্তি মান
যার যেই নামে প্রীতি ভকতির উদয়
প্রসন্ন হয়ে, সেই নামে মনোরথ
পূর্ণ, সেই জন সেই নাম উচ্চারণে
মুসলমান, বৈষ্ণব, যেবা যেই কিছু
যাও করে উপাসনা। সে চিন্তা তাহার
তেমন? যত ক্ষমতা, সত্য, পূর্ণ তাহার
সুখ জনে তেমতিকে ভক্ত করয়। "[৩য় অ: ৩৬শ]

কবিকর্ণপুরের ইসলামিক শিক্ষা লাভের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ড: আহমদ শরীফ মহাশয়ের অভিমত। তাঁর গবেষণা সম্পর্কে বলিয়াছেন:-

" প্রকৃত নীচ উদার মুসলমান সাধনা করিয়াছে।"

[৩য় অ: ৩৬শ]

অন্যত্র চিত্রাবলি বলিয়াছে:—

সত্য বল তথ, নিত্য সৃষ্টি নিরাকার
অন্তর্যামী বাহিরে দাসের সারথী

গীত, ব্যবহার অস্থি স্থলন পাহার -
সাহার চিহার সেইরূপ। অনেকগুলি
ভাগ সাধিকার, কোনো সাধক কোনো
নামের উপাসক। অনেকের গীত
গীত- সেইরূপ। তাই যেই সাংস্কৃতির
সাহার ব্যবহার, ধর্ম তার সাধারণী
ধুলে। সাংস্কৃতির মত গীতের কারণ
কোনো স্থির। হিন্দুর সরকার অস্ত্রধারী
মুসলমান, মেজোরিক হিন্দু অনেকগুলি
সাহার ব্যবহার মতো ধুলোর লক্ষ্য। [১ম অ: ৩য় গ:]

যে যুগে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন জাতির উপনিবেশ
গড়ে তোলার প্রয়াস চলে সে যুগে যে
মনীষীর মুখে ধ্বনি পড়ে, উচ্চারিত হইয়াছে অত্যন্ত তীব্র
সুরে ভূপালাভ সাধিত। যাহারা সমাজের শ্রেষ্ঠ সাধক উপাসক
সাধনায় ব্রতী, ধর্মের ভাবে ভাবুক। ইসলামের ধর্মী সাধক-
জীবনের উজ্জ্বল শিল্প শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁহারই এক
পাদপদ্মের পাশে যাহারা ধন্য।
ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে ও সাধিকাদের মধ্যে তথা পুরুষের
সাধ্যসাধনায় যাহারা সাধকের, ধর্মসাধনার পুরোধা:—
যাদুকরা। কেহ, কেহ যেমন তিনি?
চিন্তামণি। ধর্মের যে ধর্ম, স্বরূপে যেন। "[১ম অ: ৩য় গ:]
সত্য চিন্তামণি ধর্মসাধনার বলিয়াছে:—"কুই সাধন কুলি
যাবি"; তাই তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি প্রকাশ করিয়া ২'(দুইজন)"
[২য় অ ৪র্থ গ:]

এই কথা বুঝাইতে শিবের মুখে সাধক মনীষী বলিয়াছেন:—
ভারতের দুই দল বিদ্যুৎধারী অধ্যাত্ম হিন্দু ও মুসলমান ক্ষেত্রসমূহে
নিজের ধর্ম ও ঐতিহ্যের মধ্যদিয়া বিকাশ হইতে পারে।
রামকৃষ্ণ শিবের চিন্তামণির বিশ্বাস ভারতের যে দুইধারা
হইয়াছে নিজে হইয়াছে।"

এই অবতারের সমন্বিত রামকৃষ্ণের
শিক্ষা নবী। নিজের ধর্ম সাধনাই রামকৃষ্ণের সাধনে জীবন

১ রামকৃষ্ণ কথামৃত - বেলা বেলা (অনুবাদ) অধিকার পৃ: ৫৮

শিক্ষা দিয়েছেন। এছাড়া তাঁদের চরিত্রের পার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে। অন্যান্য সকল চরিত্রই বিভিন্ন আদর্শ প্রচারে উদ্দেশ্য বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়া বিভিন্ন 'শঙ্করাচার্য' নাটক রচনা করেন। শঙ্করাচার্যের 'দিগ্বিজয়' প্রচার আবার কিছু চরিত্র বিচারে প্রধানী হয়। নাটকের মধ্যে হয়েছে ধর্মীয় মানুষের মধ্যে আবার হয়েছে জ্ঞান তত্ত্বমূলক বিষয় আলোচনা করেছে; কারণ তাঁর দর্শনের অন্যতম প্রচারই হয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। নাটকের উপসংহারে বিশ্বনাথ উদ্দেশ্য বলে নাট্যকার লিখেছেন:— "এই সময়ের উদ্যোগ ছিলেন জনৈক শ্রী দাক্ষিণাত্যে। খৃষ্টান বৌদ্ধদর্শন ভেঙেছি। বুঝি এমন আনন্দ হয়। কিন্তু বুঝি আমার 'শঙ্করাচার্য' দেখলেন না। আমার এ' পুস্তক শেষ উপসর্গ করলেন, বুঝি এমন হবে।"

শ্রী হেমেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত শঙ্করাচার্য রচনা সম্বন্ধে লিখেছেন:— "রচনার পূর্বে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ একদিন বলেন, 'বিবেকানন্দ, শঙ্করাচার্য লেখো। বিশিষ্ট জ্ঞান-গবেষণার ইহা উপযুক্ত সময়' — উপদেশ শুনে বুঝিনু। শঙ্করাচার্য প্রধান বন্ধুগণ যেন এই। শ্রীশ্রী গুরু, শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রী সদানন্দ, আর উক্ত কাহিনী নাটক স্মরণ করেন আর এতে নিজের এর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা করেন। সাক্ষাৎ লোকের মূর্তির অনুকৃতি হইলেও সকল শঙ্কর পুরীতে এতে নিজিত্বের বিকাশ দেখানোর প্রচার অবশ্য হইতে পারে।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন:— "[2] বিশ্বের মত স্থানে দূর থাকার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরীর ধারণ করেন এবং বর্তমান যুগে সর্বজীব হয়েছেন। তাঁর নাম আর সমস্তাবাদী এক শতাব্দী যাবত বিস্তারের স্মরণার্থে বন্ধুত্বরূপ করেন নাই।"

বিভিন্ন বইয়ের আধারে সতি সত্যে বিজয় নাট্যকার লোকের শাস্ত্রসংস্কার প্রচার। পুরাণ ভারত প্রচারের নাটক লিখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান যুক্ত বিভিন্ন ধর্ম পুস্তক লোকের

১ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তত্ত্ব ভারত বিবেকানন্দ - শ্রী হেমেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত পৃঃ ৯২-৯৩

২ স্বামী বিবেকানন্দ — স্বামী শিষ্য সংবাদ (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৩০

বৈদান্তিক সকলে বস্তুতেই ব্রহ্মদর্শন করে। কিন্তু এক অবস্থায় বস্তুদর্শন সম্ভব নহে। তাই কালীতে চক্ষুরুন্মীলনী শিষ্য বলিলেন:— "আচ্ছা, কেমন করে জান্‌লে? হ্যাঁ দেখলে, তোর সাঁতার কেটে নিলে? সন্ন্যাসী হ'য়েছ। কে কোথায় কাকে সরতে বলছে রে? হাঁ দেখলে, হাত ~~[illegible]~~ দেখলে অমুকের কোন দোষ দেখতে পাস রে? তবে কেন না? সর্ব্বদাই কে ব্রহ্ম দেখতে পাও। চৈতন্যকে কারণ ভাবছে? এ কেমন সাধুত্বটুকু, এত অনুকূলাচরণ দেখিনা। শুকর। (শুকর) কে, এ চক্ষুরুন্মীলন! এরে কোন বিপদ্‌ - কাজ প্রবেশ করে। চক্ষুরুন্মীলন ঘুচে এবার বাঁচুক? সত্য - অসত্য, সব সাক্ষীর। ব্রহ্ম বস্তু ব্রহ্ম বস্তু কোন ভেদ নাই।" [২.৩.৮: ১ম খ:]

কোরানের ঐ প্রকৃতির ব্যাখ্যা একমাত্র কোরান দর্শনেরই সুবিধা। শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের অদ্বৈত তত্ত্ব প্রকার উপদেশ:—

"নামে নাম: চরণে তোমার
সৈরভাবে আমি তব দাস
সংশয় জীব ভাবে
আত্মভাবে অদ্বৈত চৈতন্যে সংমিলিত-
নিত্য জ্ঞান ঈশ্বরের তত্ত্ব দরশনে।"

ভাবাবস্থায় মহেন্দ্রলাল সরকার রামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু তাঁহাকে তর্কে পরাজিত করিলে তিনি সাধুদিগে গ্রহণ করিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া লন। বিবেকানন্দও অন্য অন্য ব্যক্তিদের সহিত 'false talk' করিতেন। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য দ্বিজেন্দ্রকে উপদেশ:— "শুষ্ক তর্কে কি লাভ? সাধুর উপদেশ:—

"বড়ই, স্থির করহ গ্রহণ
তর্ক যুক্তি শান্তিহীন জন্য বিবেচনে
তর্কে লাভ হয় বিনাশিত-
তর্ক বুদ্ধি নাশ হেতু, তর্ক প্রবেশন।
শুনবড়ই।

যে জনের ইহাদিক দর্শনকারণ
মানব কল্যাণ হেতু অনাশক্তিগণ

যে অবস্থায় আমাদের সকলের যেমন
জীবনের উপযোগী দর্শন গড়ুন
যেমনটি অর্জুন স্বতন্ত্র হয় —
নিরঞ্জনাকারের দর্শনের প্রয়োজন
নিষ্ফল হবে এবং আত্মার উদয়
অন্য মূর্তি নাই এবং দর্শনে দর্শন।"

[তথ্য সং ৪৭৯]

বিষ্ণু. কিন্তু অনন্দান অন্তিম জ্ঞান পুনরায়। শ্রীকৃষ্ণে জিজ্ঞাসা
করলেন :—

অনন্দান। শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, অস্তি সর্বোত্তম
বিষ্ণু শক্তি সেই
যখনি আমি ইহা যেমন অবস্থিত থাকেন ?
সকলের মুক্তিতে যেমন
তিনি আমি ভেদ নাই ছিল ?

শাস্ত্র। ধীর লোকে যত 'বৎস মন্ত্র সাধিলেন,
অন্তরাত্মা হতে প্রিয় আর নিরঞ্জন আমার
পুত্র পরিবার — বিষ্ণু শক্তি যা সকল সংসারে
বিষ্ণু আর আমার পরিচয়।

প্রকৃতিতে বিষ্ণু মন্ত্র আমার অমোঘ
মুক্তিলাভ এই জ্ঞান —
আমি তিনি ভেদ নাই ধ্রুব
বিষ্ণু জ্ঞান — প্রকৃতির বক্ষে প্রকাশমান।
এই বিষ্ণু জ্ঞান শুদ্ধ অন্তরে রচনা-
শুদ্ধতা পরিণয় হয় সাধীন অন্তরে
উপাস্য যোগ্য ধ্রুব সহায় বর্দ্ধনে।" [তথ্য সং ৪৭৯]

৪২ অন্তরে জ্ঞান, আত্ম শুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান — যে জ্ঞান কলোপুষ্টি
অন্তরে জীব মুক্ত হয়, তাহাই অমৃত জ্ঞান।

শাস্ত্রে দেহী আত্মা অমোঘ। আর দুই
প্রকার। এক ক্ষর আর। আর আর অক্ষরীগণ অবস্থিত
অবস্থিত আত্মা সংসারে অক্ষরীগণ বর্দ্ধিত হয়। ভগবানের
আত্মার লোপ হয়। "উত্তম পুরুষ, দুই অক্ষরীগণ হয়
ত'য়লে। সনাতন যেই শক্তির দুই পরাগতি।"[১]

১ পরম পুরুষ ও শ্রীশ্রী ভগবান -শ্রী অমিত কুমার সেন পৃঃ ৭১

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আত্মার কাছিলেন অজ্ঞান। যে সাধনা, আত্মদর্শন লাভ
সেই কৃষ্ণান বন্ধুর 'কৃষ্ণানের ঘোর জন্যে 'দু'সাধন সূত্রের
ব্যাখ্যা কৃষ্ণান কৃষ্ণান তা'হলে কি কৃষ্ণান হয়?" [৩য় অ: ২য় গ]

আর হইলে কৃষ্ণানের ঘোর জন্য কি অর্থ? — না

" জন্য যদি কৃষ্ণানের ঘোর কল্যাণের সুনীশ্চিত হয়
বলিতেছে
তবে নিশ্চয়ই বিশ্বহিতে জন্মের শোভন"। [৩য় অ: ২য়]

বেদান্তবাদিগণ বলিয়াছেন:— " তর্কান্তরে নাস্তি যদি উচ্ছেদের কারণ
তাই আত্মজ্ঞান
কৃষ্ণানের অভিন্ন সম্বন্ধ
তবে কেন প্রমাণ ধরে পাইতে দিবে"
[৩য় অ ২য় গ]

উক্ত অধিকরণের ভাষ্যে ভাষ্যে যেখানে বেদান্তবাদিগণ তাত্ত্বিকভাবে লাভ
করিলেন :— " এই আত্মাকে অভিন্ন আনন্দ
বেদ অধ্যয়ন নাহি তো সম্ভব আত্মা
জ্ঞানের, যুক্তিবাদি- বিচারেও অন্যের
ঈশ্বরের ও জীবের সময় ভ্রম।" [৩য় অ: ৩য়]

অধিকরণের ঈশ্বরাধিকরণের বর্ণনা, বাংলার বৈষ্ণবাচার্য শ্রীযুক্ত
বেদান্তের লাভ দাসগুপ্ত বলিয়াছেন: —
১ " অধিকরণের আরম্ভ
ও ঈশ্বর, জ্ঞানশক্তির উপর আশ্রিত আত্মার মুক্তির নির্ভর
চরম বলিলেন যে তাঁর মুক্তির হইয়াছে- অন্যত-
ঈশ্বরের সাক্ষীর প্রাকৃতিক Soul force or অধ্যাত্ম
শক্তির প্রাকৃতিক সুস্থ ভাবেই বুঝিতে পারে না।"

ন্যায়ের সূত্র: ও বিবেকানন্দ,
বেদান্তের চন্দ্র প্রভৃতি তাত্ত্বিকগণ শ্রেষ্ঠ বৃহত্তর জ্ঞানী
সুবিচারগণ - যেটা কৃষ্ণান স্থানে দৃশ্যমান করিয়া থাকে;

১ বিংশ প্রতিভা — শ্রীবেদান্তদাস দাসগুপ্ত ২: ৩১১

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে রচিত বাংলা নাটক

শতাব্দীর ভাবধারার বাহনরূপে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছিল আমরা পূর্বেই তাহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ইহা ব্যতীত নানারূপ সামাজিক আর্থিক সমস্যা লইয়াও কয়েকখানি নাটক রচিত হইয়াছিল। এই পরিচ্ছেদে তাহাদের মধ্যে যে সকল নাটকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে অথবা যে সকল নাটক প্রসিদ্ধ সমাজের সমাদর লাভ করিয়াছিল তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব।

১৮৭২ সালে জোড়াসাঁকোতে নাট্যশালায় বা public theatre প্রতিষ্ঠিত হয়। দীনবন্ধু, নাটকগুলি ও মধুসূদন ইহার রঙ্গমঞ্চের জন্য রচনা করেন। নাটক-সমূহ এই নাট্যশালায় অভিনীত হইতে লাগিল। এই সময়ের সামাজিক সমস্যালইয়া যে সকল নাট্যকার বৈশিষ্ট্য নাটক রচনা করিলেন তাঁহাদের মধ্যে "নবযোগ কাপেয়া" নাট্য শিশির কুমার ঘোষের উল্লেখযোগ্য।

ক্রমশ দাবি, যেন তেন প্রকারেণ অর্থ বিনিময়ে দান করা হইত কন্যা বিক্রয় প্রথা ধীরে ধীরে কন্যাদান হইত ভদ্রের পক্ষে পরিত্যক্ত হইল। এই জঘন্য নীচ পৈশাচিক সামাজিক নীতির সমালোচনা করিয়া নাট্যকার বৈশিষ্ট্য নাটক রচনা করেন। কন্যার পিতার এই ক্ষুদ্র নাটকখানি রচনা করেন। কন্যার বাজার বিক্রীত মূল্যের লাভ ভদ্রের তুলাদণ্ড অনুযায়ী ধৈর্যের জন্য দরাদরি করিতেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(मोहन) [illegible] "[illegible]"

[illegible] 3 दिन [illegible] 'मेरी' (मन्नू भण्डारी)

[illegible] - [illegible]

[illegible] (अमर उजाला) में

[illegible] 10, 12 [illegible] । [illegible] ।

[illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] - [illegible]

তপশীলভুক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের জন্যই হিন্দু মহাসভার সদস্যরা গান্ধীজির আমরণ অনশন শুরু করেন। গান্ধীজির নিকট চিঠিতে নিম্নরূপ লিখেছিল :—

"আমি জানি, আপনি আমার কথা শুনবেন। আমি আপনার কাছে আবেদন করছি; যখন আপনার সমস্ত নির্দ্ধন নিঃসঙ্গ। আমরা দেখি, যখন সেই, যখন ক্ষুধা আপনার অধিষ্ঠান তখন সেই, যখন ক্ষুধা আপনার জ্ঞান হয়। আপনার নেতৃত্ব আপনার সেই নিয়ম, যিনি। যেন আপনি — এমন মুহূর্তে সেই নিয়ম, যিনি। যেন আপনি তিনি হয়ে গেছেন? জ্যোতি, যিনি সবকিছুর স্বর্গে দেন। আপনার কথা, আপনার প্রজ্ঞা, আপনার জন্যই আমার। যেন। আপনার স্বর্গের মধ্য যত কষ্ট আমার সৌভাগ্যের। আমি আপনার জন্য ক্ষমা চাই? চল সেখানে তোমার আমি কৃপা। যেন আমার। আমি আপনার কাছে। আমি আপনার কাছে যাই। আমি আপনার কাছে যাই। আমি আপনার কাছে যাই

শ্রীঃ সরকারের যত বিত্ত হত বিস্মৃতিই না। এই
বর্ণনা ও আত্মমগ্নতাই নাট্যধর্মী ভাষা। তবে সমর,
সুলিখিত যাত্রা বিষয় কাজ নেই।" [ঐ পৃঃ ৪৪৭]

নাটক যাত্রা' সংগীতাশ্রয় ও শিল্পরূপের
অসংখ্য অন্বেষণের জন্যই বাংলার ভাবের পরিণামে ও
প্রকাশে শীল — প্রাণ সরকারের। সমাজের ব্যবহার যে
বিভিন্নতর বিচ্ছিন্ন ভাবের নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল।
তবু ঘটনা বৈচিত্র্য পূর্ণ লোকায়ত জীবনী নাট্যের
নাটকীয় কাহিনী বাহন হয়েছে। "ভৈরবী' চরিত্র
সৃষ্টিতে সমর মুনির হাত রইয়া যায়।

গিরিশ রচনা কিন্তু নাট্যসাহিত্যপূর্ণ
হয়নি। এছাড়াও অবীত ব্যবহার ঘটানুচিত্র
উদ্দেশ্য সমর কারী মনোরম অনাদর লাভ করিলে
নাটকগুলি উচ্চাঙ্গের নয়।

নাট্যকার সংস্কৃত নাট্যরস
'রঙ্গ রস' অন্যান্য কৃতিত্ব সার্থক নাটকীয় শিল্প
সমন্বয় সৃষ্টিই তাঁর বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত নাট্য
রূপ পুনরায় বাংলা নাট্য আধুনিক লোকায়ত রূপ বিশেষ
সমর মুনির সৃষ্টিতে বিশেষ রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে
সমর মুনির বাংলা নাট্য আধুনিক ছিল আদর্শ
প্রচলনের যুগ। শুধু নাটকেই নয়, কাব্য গদ্য
আধুনিক সৃষ্টিতেও তাহাদের লোকায়ত
সমাজে ও জীবন নানারূপে প্রতিফলিত আদর্শ
উজ্জ্বলতর। তাঁদের আধুনিক বিশ্লেষণ — যে ধর্ম —
যে নারীর জীবন — যে সমাজ চেতনার প্রেরণায়
আদর্শ আধুনিক সৃষ্টিই ছিল সে যুগের ধর্ম।
শুধু সুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ শাস্ত্র পর্যন্ত
জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজ ও

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উপন্যাস রচনাতে প্রধানের উপন্যাস রচনা সুকঠিন, এত শিল্পিত নারীর বিচিত্র জীবন অঙ্কিত উপন্যাস এই প্রধানের কৃত অঙ্কিত। উপন্যাস পরিবেশের শেষ অভিপ্রায়। উপন্যাস হয় নারী শিল্পের অনুশিক্ষিত পুরুষের যে বিকাশ প্রধানের নারী ও উপন্যাস হয়। তাহার বিশ্বাসকে অংশীদার চারি কৃত অভিপ্রায় সম্বন্ধ নারীর উপন্যাস রচনা, চরিত্র সৃষ্টিতে বিশ্লেষণ সৃষ্টি- অংশীদার রচনা, চরিত্র সৃষ্টিতেই 'বিশেষ বিশ্লেষণ' ন্যায়ের বেশিরভাগ চরিত্র সৃষ্টিতেই বিশিষ্ট নারীর সর্বজনীন পরিচয় নেই।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উপন্যাস রচনা অংশ, অধ্যায়ের প্রতিটিতে কাহিনী অনুসরণে। নারী প্রধানতিতেই ন্যায় অভিপ্রায় এত সুষ্ঠু ক্ষেত্র হয়। কাহিনী অংশে রচনাধর্ম নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে বিচলিত। কাহিনী এ প্রধানের এই নারী ব্যতিরেকে। এর অংশিত পরিবারে চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রকাশের বেশিরভাগ নারী উপন্যাস চরিত্র সৃষ্টিতেই নারীর সর্বজনীন পরিচয় নেই। কারণ অধ্যায় ব্যতিরেকে বিশিষ্ট নারীর সর্বজনীন। বাহুল্যের অনুসরণে ন্যায়ের হয়। প্রধানের ও মানুষ পুরুষ দুইটি চরিত্র শ্রেণীগত করণের দুইটি বিশেষ অধ্যায় বাংলাদেশের বিশ্বের নারীর বিশেষ বিশেষ প্রতিভা। কেবলই অধ্যায় সমাজে অন্যান্যদের অন্যান্য। এবং এখনও প্রাকৃতিক বাংলাদেশে অধ্যায় বিচিত্র। পুরুষ দুইটি চরিত্র নারী প্রধানের দেখিতে পারে। বিশ্বসংসারে বিশেষ অতিরঞ্জিত নহে জন্য জন্মের শ্রেণীগত করণে। অন্য বিশেষ পুরুষ অনুসরণে। অন্যান্য উপন্যাস এই ভাবনা সাধারণ সমাজে। সর্বজনীন পুরুষের।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অমৃতলালের কয়েকটি অন্যতম ব্যঙ্গচিত্র 'অদ্ভুতব্যাপার'। অমৃতলাল এই প্রহসনটিতে 'নীতিরত্ন' সম্প্রদায়ের বিদ্রূপ করেছেন। অদ্ভুত বিলাসচন্দ্রের পরিবারের অনুকরণ বা অনুসরণে বাবু, বাবুর স্ত্রীর 'নীতিরত্ন' সম্প্রদায়ের সদস্য। সেকালের নারী প্রগতির বিরোধিতার জন্য পুরুষের যত ষড়যন্ত্র বিদ্রূপ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তৎকালীন সমাজে নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতির জন্য যে আন্দোলন ও সংগ্রাম প্রস্তুত হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে এবং উন্নত পরিবারের নারী শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল তাদেরই অভিভাবক হয়ে নারী স্বাধীনতাবিরোধী অমৃতলাল এই প্রহসন রচনা করেন। স্পষ্ট, নারী স্বাধীনতার প্রশ্ন দিয়ে যে 'সুরোচ সংবাদ' উঠিয়ে সমাজের ব্যক্তি—বিশেষত অমৃতলাল তাদেরই বিরুদ্ধে এবং তাঁর প্রহসন সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক। তবে নারী দেশ আজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, আজকে পাশ্চাত্য, অমৃতলাল সৃষ্ট প্রহসনের নারী নারী উদ্বেগ, বিচারের মানদণ্ডে সবই আছে। কিন্তু বিশেষত যে সুরুচির অভাবে আজকের নারী পাত্রী নারীদের বিচার হয় নাই। নারী বিকাশ বিস্তারের দেশে এবং সমাজে যে বিপ্লব ঘটেছে তা অমৃতলাল প্রমাণিত হয়েছে। উপরন্তু নারীশিক্ষার প্রসার এবং প্রসারের সুযোগ তাদের জীবন সংগ্রামে অর্থ উপার্জনে উৎসাহ দানে পাশে তাদের চলার পথ সহজ এবং সুগম করে প্রস্তুত করেছে।

শেষ দেখতে আমার চরিত্রের দুর্বলতা, দোষ, ত্রুটি ও যেমন এবং ইতির সুযোগ গ্রহণ করিয়ে প্রহসন টিকে হয়। কিন্তু প্রকৃত করিয়ে সমাজের ব্যক্তির পথ পরিবর্তন করিয়ে সমাজের বুকে আঘাত হানাই প্রহসন রচনার নীতি। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে অমৃতলালের নাটকগুলি অদ্ভুত হয়েছে।

[illegible] ,, [illegible] নাকি
[illegible] 'না তাই' [illegible]
[illegible] — "[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [

ব্যঙ্গ করিয়াছেন:— "কিন্তু সুর, যে ন্যাকা হবে? শিল্প বোঝেনা আমার, যে শুধু লক্ষ্মীর বিলাসে ঢেঁকুরের যে আছে?" [সম অ: ৩৮.২]

১ উপরিতে দর্শিত হওয়ার সুবিধা পাইতে পারে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থাতে প্রেক্ষাগৃহ সুবিধা, 'হইলেও' আর মুহূর্তে বাংলার কাল বিচারের যে—কখন সুযোগ্যতা দর্শিত না পাইতে। কারণ, গান দুর্বিচার উহা তাহার অধিক অর্থাৎ শুদ্ধ অঙ্গের অনুসর, শাস্ত্র বিদ্যাকের গ্রহ। সুতরাং, বাংলা অঙ্গনের বিচার বাণিজ্যের যে অর্থনীতিক সমস্যার লইয়া অনুভবশীল ব্যক্তি বিশ্লেষণ তাহার দ্বারা শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নহে। উপরন্তু অধিক ঝুঁকি নিজের, বাণিজ্যই সুবিধা হইতে পারে।

সংগীতের রূপাংশ বিচারের

নির্দিষ্ট যে 'গীতিরূপ', অনুভবশীল কিনা বিশ্লেষণ তাহার। এক দেশের মূলে ঋষি বিনির্মিত বিশ্বের নাদীর আত্মবোধ। সংবেদনা বলিয়া যে সকল উক্তি সংলাপে' যুক্ত হইয়াছে তাহার লক্ষ্যের ধ্বনি-সুরের পরিচয়। ইহাদের প্রকাশ আবার নানা-জন নাগ। সর্বাদি ইহার শ্রেণীর আত্ম প্রকৃতির রক্ত উচ্ছ্বাস সমাজের প্রকাশ চলে। সুদক্ষ সঙ্গীত সৃষ্টিকার অনুভবশীল 'উচ্চ ভাবের'ও ভাবাবেগ সংগীত-সংযোজনা বিশ্লেষণ কিন্তু আবেগ মূল সেখানে লক্ষ্য-তাহার বস্তু অর্থিত পারেন নাই। সুতরাং উপসংহারে আমরা এই কথাই বলিতে পারি 'উচ্চ ভাবের' প্রকাশ অনুভবশীলের জন্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নহে, শাস্ত্রের বীজের দুর্বলতার অভিব্যক্তি

ভাবশীল অনাবৃত রিক্তুচিন্তাকে

শাস্ত্রের আবাসীর রচিত সামনে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিবে নাই। শ্রোতার বিচার সম্পর্কে নির্ভর হইলেও সংগীত অনুভবশীল প্রত্যেক হয়ত্বাকে বিশ্লেষণ

[illegible]

[illegible] ' [illegible] ' [illegible]

[illegible] — ,, [illegible]

[illegible]

[illegible] ,,

[illegible] : — ,, [illegible]

[illegible] ,,

[illegible] ; — [illegible]

[illegible] ; ,, [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ' [illegible]

[illegible] ' [illegible]

[illegible] : — ,, [illegible]

[illegible]

[illegible] ' [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তাঁহার মনে হইয়াছিল যে সাহিত্য বিষয়ক, প্রবন্ধ ও সমালোচনা অর্থাৎ 'প্রবন্ধের' ইহা যেন সর্বাধিক উচ্চ মার্গের ও নীচ মার্গের প্রকৃতি পরিচালনা নীচের মার্গের মধ্যে বিষয়গুলি ভাবিয়া বড় হওয়া দরকার। ২১ ডিং - জেলখানাতে দুর্গা শেলাই করিতে হইত। ইহাতে এই আন্দোলন দলের নায়িকার অংশগ্রহণ উচ্চ মার্গের। কারণ সমস্ত নীল শিহরিয়া উঠিত সকলে। পৌরাণিকের সাথে "প্রবন্ধের" ও হয় প্রকাশ পায় সেই ডিং প্রমুখ দল।

সাহিত্যের সমস্তগুলির সাথে প্রকাশের ন্যায় এই সত্যানুগামিত্ব কাহিনী সর্বাধিক সাহিত্য প্রকাশ, বিশেষত নারীদের ন্যায় বিপ্লবী কর্মীদের তাঁহার প্রকাশ 'আমার দিনগুলি' গ্রন্থে হয়। বিশেষ বিশেষ প্রচলন ছিল তাহার। অবশ্যই মুক্তি যে কত আমার স্বাধীন এবং সাধারণ 'আমার দিনগুলি' অনুভবগুলি তাহাদের ভাবনাকে এবং চিন্তা সর্বত্র কাহিনী।

কাহিনী সাধারণের যেমন দিয়া বিষয়ের কাহিনী 'আমার দিনগুলি' অনুভূতিগুলির অন্যান্য প্রকাশের নাহিক। কারণ অনুভূতিগুলির অধিকাংশ প্রকাশের মধ্যেই কেবল মুক্তাংশ কাহিনী নাই। উদ্দেশ্য প্রকাশের মূলের ভাবটিও দৃশ্যে যে সুস্থিত অর্থ করিয়াই অনুভূত প্রকাশগুলি রচিত। কিন্তু 'আমার দিনগুলি' অবশ্য কাহিনী ক্রান্ত হই। এই প্রকাশ নাটকীয় মুক্তাংশ

শ্রী অমলেন্দু ভট্টাচার্য বলিয়াছেন :— "আত্মপূর্বিক ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনুভূতিগুলির যথাযথ কাহিনীতে রচিত। এই দিক দিয়া হয় তাঁহার অন্যান্য প্রকাশের ঐতিহাসিক ও নির্ভর রচনাকে।"

১ বাংলা নাট্য অভিধান। ভূমিকা - শ্রী অমলেন্দু ভট্টাচার্য
পৃঃ ৪২৮

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে 'আদর্শ চরিত্র' সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। সমাজের অবক্ষয়ী নারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য যে শিক্ষিত পুরুষের দায়ী সমালোচনা করতে লেখক ভীত। স্ত্রীর, বিধবার প্রতি উপেক্ষিত হইয়া লেখক বলিয়াছেন:— "তোমরা, লেখক লেখক দোষ নেই তোমার হাত খোলা, কলম ধরিতে জানি বলিয়া, আমিই বড়, বলিয়া বসিয়াছ, সোনাইকে নরেন দিয়া দিলাম, ইহা নিশ্চিত। তোমরা বলিবে ছুঁড়ি তোমাকে ছুঁড়িয়া দিলাম যা হবার হবে। ইহা লেখক এমন মেয়েদের আমার বলিব পাপের ছুরিকে বিদ্ধ অস্থির। হাড়ে, মজ্জা। আর পাপের পাপের সমিল ছুট না দিলে এ ছিপিন্ন পথে না। যদিও তোমার, তোমার আমার স্বর্গ চাহিতে না, কুমির আমার স্বর্গে পাপীস্থান যাইতে যদি মেয়েদের।" [তথ্যসূত্র: লেখিকার চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য]

আমাদের নিকট স্বাধীনতা অর্জন পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অক্ষয় নারী স্বাধীনতার ক্ষমা ও সংযমের জন্য লেখিকা চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই তাদের অন্যায়ের আলোচনা প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু চরিত্রগুলি পাপচরণকারী হইতে পারে নাই।

রোহিণী চরিত্র আমরা চিনিয়াছি যে চরিত্র সাহেবের প্রতিবিম্বই দেখিতে পাই। পল্লী প্রেমে যে স্বামী ঈশ্বর পাইয়া প্রতি রোহিণীর প্রতিও স্বামী হয় অর্থাৎ তাদের সুন্দর সত্যপ্রিয় পাপের দ্বিতীয় স্বামী হরলাল এবং স্বামীর সুন্দর সংসার। লেখকের চরিত্র সৃষ্টির অভিনব রোহিণী চরিত্রকে নারীজাতির সম্ভ্রমের অনুভূতির সুশৃঙ্খলাহীন ও নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে। বিশ্বাসিনী রমণীর বিকৃত চরিত্র সৃষ্টি। অক্ষয় প্রকাশের স্থূল ব্যাপার এবং 'আদর্শ চরিত্র' হবার অপেক্ষায় নয়। সুতরাং 'আদর্শ প্রকাশের লেখক-চরিত্রই নায়কত্বের দাবী নাই।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিশেষত্ব— এই প্রহসন ললিত অঙ্কিত করেন। ফরাসী শিক্ষিত অর্দ্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালী অফিসের বড় সাহেবের বড় মিলে ভেড়ে বসেছে, অন্যদিকে দুষ্ট আবাসিত ভাবে উচ্চ শিক্ষিত সমাজকে আকৃষ্ট করে তাদের নিকট উচ্চ আসন, প্রতিষ্ঠা লাভ। এবং বেশ্যাতে রূপ-লাবণ্য ও ব্যবসায়ের যোগ সাধনে সম্পূর্ণ সেবিকা। আত্মসম্মানহীন পর পদলেহনকারী সামাজিক জীবের অন্ধানুকরণের এক অভিনব চিত্রের ইহা যে তাঁহার 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের প্রহসন "নিমচাঁদ সমাচার।"

বঙ্কিম চন্দ্র বিদ্রূপাত্মক নিম্নশ্রেণীর অভিনয়ের জন্যই এই প্রহসন রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আজকে বাঙ্গালী চরিত্রের অন্তরালে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ বাঙ্গালী সভ্যতার ও সংস্কৃতির এক সর্ব্বনাশা চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন;—

"ইহা বাঙ্গালী সমাজের প্রহসন। Extravaganza শ্রেণীর রচনা। বিচিত্রভাবে সকল অঙ্গ সম্পূর্ণ রেখে সমাজকে ভেঙ্গিয়া দিয়াছে। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, ইহার নির্ম্মল হাস্যরস সৃষ্টির অনুরূপ হইয়াছে এবং এজন্য এমন আর পুস্তকে ইহার সমকক্ষ উপভোগ করা যায় না।"

ললিত এই প্রহসনের নায়ক, বাঙ্গালী সমাজ ধূর্ত্ত এবং তাহার হীন স্বার্থপরায়ণ হিন্দু ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাস এবং সমাজ নাই সর্ব্বত্র সেইটে ছেড়ে দেওয়া ভাবে ইন্দ্রিয়চর্চা করিবার জন্য নয়ে। সর্ব্ব দিয়া তিনি সমাজের ক্ষতি যেখানে করিতে চাহেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ধর্ম অনুসারী বাঙ্গালীর পতনের মূল হইল স্বার্থ বশতঃ ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া পাশ্চাত্যের

১ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস — শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার
পৃঃ ৩৭৯

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রাপ্তি স্বীকার

সূচনা-

১। Literature for an age of science - by Hyman Levy + Helen Spalding (1st edition 1954)

২। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১ম সংস্করণ ১৩৬২)

প্রথম পরিচ্ছেদ-

বহু বিষয় ও শ্রেণীর প্রশ্ন নিয়েই লিখিত নাটক-

১। বাংলা সাময়িক সাহিত্য - ক্ষেত্র গুপ্ত (১ম সংস্করণ)

২। শুভ বিবাহ - বিপ্রদাস শর্মা-

৩। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের কথা - (২য় খণ্ড) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩য় সংস্করণ ১৩৫৩

৫। Indian stage vol. II Hemendra Nath Dasgupta Revised edition 1911

৬। Literature of Bengal - Ramesh Chandra Dutta

৭। বাংলার লোক সাহিত্য - পঞ্চানন মিত্র

৮। বিবাহের সংস্কার - রাজেন্দ্রলাল মিত্র

৯। পুরাতন প্রসঙ্গ - হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১০। দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর ভূমিকা - অক্ষয়চন্দ্র সরকার

১১। বিবিধ প্রবন্ধ ——— " "

১২। বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত - যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১ম সংস্করণ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে সুবাধান ও উচ্ছৃঙ্খলতা

১। বাংলা আধুনিক সাহিত্য - কেদারনাথ মজুমদার (১ম সংস্করণ)

২। বঙ্গ সমাজের ক্রমবিকাশ (১ম সং. সংস্করণ)

৩। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় - ১লা বৈশাখ আশ্বিন ১২৪২ সাল

৪। নবযুগের নায়িকা ও তাঁদের সমাজ - পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (১ম সং. সংস্করণ)

৫। অবিমৃষ্যকারিতা - নগেন্দ্রনাথ সোম, (১ম সং. সংস্করণ)

৬। হুতোম প্যাঁচার নক্সা - কালীপ্রসন্ন সিংহ

৭। Hindu Patriot July তারিখ 1866

৮। বিবিধার্থ সংগ্রহ - রঙ্গলাল ও বঙ্গ - নীলমণি মল্লিক

৯। Man and society by Mannheim (1st edition)

১০। বিলাত ভ্রমণ প্রবন্ধ - অক্ষয় কুমার দত্ত

১১। নীলদর্পণ গ্রন্থের ভূমিকা - শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২ জুন ২০৬০

১২। গ্রন্থ Education Gazette 1279 - রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন

১৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার (১ম সংস্করণ ১৩৬২)

১৪। Bengali Drama its origin & development - P Guha Thakurta. (1st edition 1926)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,

জাতীয়তাবাদ প্রচার

১। The British Impact on India - Sir Percival Griffiths 1st edition

২। The awakening of India J.R. McDonald 1st edition

৩। ভারতের জাতীয় রঙ্গমঞ্চ - শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
(২য় খণ্ড ২য় সংস্করণ)

৪। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি - যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়,
(২য় সংস্করণ)

৫। কালান্তরের দলিল - রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,

৬। দুর্বিনীত জীবনের স্মৃতিকথা (১ম মুদ্রণ ১৩৩০)

৭। বাঙ্গালার নাট্য ও অভিনয়ের কথা - পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী,
(২য় সংস্করণ)

৮। Indian Stage vol. II by Hemendra Nath Das Gupta
(Revised edition 1946)

৯। বাংলার কথা - ১৩৩৩ সাল

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা - [illegible]
(২য় মুদ্রণ ১৯৪০)

১১। বাংলা গদ্য ও সাহিত্য বিচার প্রসঙ্গ -
পণ্ডিত শ্যামাচরণ - [illegible]
(প্রথম সংস্করণ)

১২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - মুহম্মদ আবদুল হাই
(২য় মুদ্রণ ১৯৫৬) ও শ্রীদীন্দ্র সেন সাহিত্যরত্ন,

১৩। রবীন্দ্র গ্রন্থ - পঞ্চানন্দ চট্টোপাধ্যায়,

১৪। বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত - শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
(২য় সংস্করণ)

১৫। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবনস্মৃতি - সতী সেন ও সুমনা চট্টোপাধ্যায়

১৬। রসালের পুরাতনী — শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত,
(১ম সংস্করণ ১৩০৫)

১৭। Bengali Drama its origin & development
P. Guha Thakurta
(1st edition 1926)

১৮। বিপ্লবী বাংলা - অরিন্দম শঙ্কর চক্রবর্তী,
(১ম সংস্করণ)

১৯। শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার সন্ত্রাসবাদী যুগ —
বিনায়ক শঙ্কর রায় চৌধুরী
(১ম সংস্করণ)

২০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস -
শ্রী সুকুমার সেন,
(২য় সংস্করণ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-

নারী জাগরণের উন্নতি বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) The education of women of India by Minnie a Cowan (১ম edition)

২) The position of women in Indian life. Her Highness the Maharani of Baroda + S.M. Mitra (১ম edition)

৩। বাংলা মহিলার রচনাসম্ভার - শ্রীসুকুমার সেন (২য় সংস্করণ)

৪। বাংলা নারী জাগরণের ইতিহাস - শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য (১ম সংস্করণ ১৩৬২)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ-

ধর্মমূলক গ্রন্থ-

১) Modern Religious movements in India by J.N. Farquhar (১ম edition)

২। সমাজ ও সাহিত্য - কাজী আব্দুল ওদুদ (প্রথম সংস্করণ)

৩। বামাবোধিনী পত্রিকা ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ - পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (২য় সংস্করণ)

৪। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী আত্মচরিত (১ম সংস্করণ)

৫। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেব ও ইহার বিশ্বজনীন চিন্তা - শ্রী হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত (১ম সংস্করণ)

৬। বাংলা নাটকের ইতিহাস - শ্রী অসিত কুমার হালদার (১ম সংস্করণ)

৭) The Bengali drama its origin & development by P Guha Thakurta (১ম edition 1926)

৮। পরম পুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ - শ্রী সচ্চিদানন্দ ভারতী
(১ম সংস্করণ)

৯। বিবেকানন্দ পরিচয় - শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত -
(১ম সংস্করণ ১৩৩৪)

১০। বিবেকানন্দ চরিত - / চারুচন্দ্র দত্ত। (১ম সংস্করণ)

১১। বিবেকানন্দের পত্রাবলী সাহিত্য -
শ্রী হরপ্রসন্ন চন্দ্র পণ্ডিত
(১ম সংস্করণ)

১২। বিবেকানন্দ চরিত ও বাণী সাহিত্য - শ্রী সুকুমারচন্দ্র সেন
(১ম সংস্করণ)

১৩। রামকৃষ্ণ জীবন - রোমাঁ রোলাঁ অনুবাদক
সুচিত্রা দাশগুপ্ত
(১ম সংস্করণ)

১৪। স্বামী শিষ্য সংবাদ — স্বামী বিবেকানন্দ।

১৫। পত্রাবলী

বিবিধ সামাজিক সমস্যা

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী
(প্রথম সংস্করণ ১৩৬২)